উপক্রম করিয়া, রাবণের ধ্বজলক্ষ্যে মহাসর্পের ন্যায়, অসহ্য ও স্বীয় তেজে জ্বলমান নিশিত শর মোচন করিলেন। সেই তেজস্বী রাম কেতু উদ্দেশ করিয়া, ঐ যে শরক্ষেপণ করিলেন, উহা রাবণের ধ্বজভেদ করিয়া, পৃথিবীতে গমন করিল। তখন দশাননের রথধ্বজ ছিন্ন হইয়া, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। নিরতিশয় মহাবল রাবণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অমর্ষবশে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি রোষবশ ও শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রদীপ্ত সায়কসমূহে রামের অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু স্বর্গীয় অশ্বেরা তাহাতে স্খলিত বা ভ্রান্ত হইল না। প্রত্যুত, যেন পদ্মনালে আহত ও স্বস্থহৃদয় হইল। রাবণ অশ্বদিগের তাদৃশ অসম্ভ্রমদর্শনে পুনরায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাশি রাশি গদা, পরিঘ, চক্র, মুষল, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল ও পরশ্বধ ইত্যাদি মায়াবিহিত শস্ত্রবৃষ্টি এবং আসুরিক অশ্রান্ত উদ্যম সহকারে সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ শস্ত্রবৃষ্টি অতিশয় ভয়ংকর, ত্রাসজনক ও ভয়াবহ প্রতিধ্বনিবিশিষ্ট। ফলতঃ, তাঁহারা উভয়ে নানাপ্রকার শস্ত্রপাতসংকারে তুমুল মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণের শরসকল রামের রথ অতিক্রম করিয়া, বানরবলেও পতিত হইতে লাগিল। তাঁহার সায়কসমূহে আকাশমণ্ডল অবকাশশূন্য হইয়া উঠিল। তিনি প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া, শরসকল মোচন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে এই প্রকার তৎপর হইয়া, বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া, কাকুৎস্থ রাম হাস্য করিয়া, নিশিত শর সকল অবলীলাক্রমে সন্ধান করিলেন। অনন্তর তিনি শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ মোচন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া, রাবণ স্বীয় শরসমূহে আকাশ নীরন্ধ্রিত করিলেন। তাঁহাদের প্রেরিত সমুজ্জ্বল শর বৃষ্টিতে আর একটী শর নির্ম্মিত সমুজ্জ্বল আকাশ

যেন প্রতিভাত হইল। তাঁহাদের কোন বাণই অলক্ষ্যে পতিত, শত্রুর ভেদে অসমর্থ বা নিষ্ফল হইল না। তাঁহারা দুই জনে যুদ্ধে শরজাল বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, তৎসমস্ত পরস্পরকে অভিসংহত করিয়া, পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দুই জনেই বাম দক্ষিণ দুই পার্শ্বে অবিশ্রান্ত শরক্ষেপ পুরঃসর যুদ্ধ করিতে করিতে ভয়ঙ্কর বাণজালে আকাশমণ্ডল যেন উচ্ছ্বাসশূন্য করিলেন। রাম যেমন রাবণের, রাবণ তেমনি রামের অশ্ব সকল সংহার করিয়া ফেলিলেন এবং পরস্পর কৃত-প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে উভয়ে অতিমাত্র রোষবশ হইয়া, মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত কাল তাহাতে রোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল। তাঁহারা দুই জনেই মহাবল; সুশাণিত শরপ্রয়োগপুরঃসর ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসপতি রাবণ স্বীয় ধ্বজ-বিনাশজন্য রামের প্রতি অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন।

— (:) —

নবাধিকশততম সর্গ।

রাম রাবণ উভয়ে ঐ রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ভূতগণ সকলে বিস্মিত হৃদয়ে দেখিতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবমান এবং পরস্পরের বিনাশে যত্নপর হইয়া, ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পরস্পরের রথমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের দুই জনের সারথিও বিবিধ মণ্ডল, বীথি, গতপ্রত্যাগত ও সারথ্যজ গতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর রাম রাবণ উভয়ে প্রতিবেগনিবর্ত্তনার্থ গতিবেগ অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা শরজাল বিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের রথদ্বয় আসারবর্ষী জলদের ন্যায়, রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা দুই জনে যুদ্ধে বহুবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া, পরস্পরের অভিমুখে পুনরায়

অবস্থান করিলেন। ঐরূপে অবস্থান করিলে, পরস্পরের রথের ধুর ধুরে, ধ্বজ ধ্বজে ও পতাকা পতাকায় সমবেত হইল।

অনন্তর রাম ধনুর্ম্মুক্ত সুশাণিত শরচতুষ্টয়ে রাবণের দীপ্তিশীল অশ্বচতুষ্টয়কে প্রত্যপসর্পিত করিলেন। তদ্দর্শনে দশানন জাতক্রোধ হইয়া, রামের উদ্দেশে নিশিত শর সকল মোচন করিলেন। রাম বলবান রাবণ কর্ত্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া, চকিত বা ব্যথিত হইলেন না। তখন দশানন ইন্দ্রসারথিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া, বজ্রসারসমনিস্বন শর সকল বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু তৎসমস্ত মাতলির শরীরে মহাবেগে পতিত হইয়া, তাঁহার কিছুমাত্র মোহ বা ব্যথা সমুৎপাদনে সমর্থ হইল না। রাম আপনার ধর্ষণায় যত না ক্রুদ্ধ হইলেন, মাতলির প্রতি এই অত্যাচারে তত ক্রুদ্ধ হইয়া, শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক শত্রুকে বিমুখ করিলেন। এবং বিংশতি, ত্রিংশৎ, ষষ্টি, শত ও সহস্র সহস্র বাণ তাহার রথে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথস্থ রাবণও জাতক্রোধ হইয়া, গদা ও মুষল বৃষ্টি দ্বারা রামকে রণে প্রত্যপসর্পিত করিলেন। তখন পুনরায় লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, গদা, মুষল ও পরিঘগণের নিস্বন ও শরসমূহের পুঙ্খবাতে সপ্ত সাগর ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ক্ষুব্ধ সাগর সকলের অধোদেশবর্ত্তী পাতালবাসী সহস্র সহস্র দানব ও পন্নগগণ সকলেই ব্যথিত হইল। শৈল কানন ও বনসমেত সমগ্র বসুধা কম্পিত হইল। ভাস্করের প্রভা তিরোহিত হইল। বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল। তদ্দর্শনে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর, মহোরগ ও পরমর্ষিগণ সকলেই চিন্তাযুক্ত হইলেন। গোব্রাহ্মণের স্বস্তি, লোক সকল অক্ষয় হউক এবং রাম যুদ্ধে রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় করুন, ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগপুরঃসর দেবগণ ঋষিগণের সহিত রাম রাবণের সেই অতীব ভয়াবহ লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। যেমন আকাশের তুলনা সাগর ও সাগরের তুলনা, আকাশ, তেমনি রাম রাবণের যুদ্ধই রাম রাবণের যুদ্ধের তুলনা

এই কথা বলিতে বলিতে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরেরা সেই অনুপম রাম-রাবণযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর রঘুগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবাহু রাম ক্রোধভরে শরাসনে আশীবিষসদৃশ শরসন্ধান করিয়া, রাবণের প্রজ্বলিত কুণ্ডল-মণ্ডিত পরম শ্রীবিশিষ্ট মস্তক ছেদন করিলেন। ঐ মস্তক ত্রিলোকের সাক্ষাতে ভূমিতলে পতিত হইলে, রাবণের তাহারই সদৃশ আর এক মস্তক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল। ক্ষিপ্রকারী রাম ক্ষিপ্রহস্তে শীঘ্র সায়ক প্রহারে যুদ্ধে রাবণের দ্বিতীয় মস্তক ছেদন করিলেন। ছিন্নমাত্র সেই শিরই পুনরায় দৃষ্ট হইল। ঐ মস্তকও আবার রামের বজ্রসম শরে ছিন্ন হইল। এইরূপে রাম পরস্পর তুল্যরূপ দীপ্তিবিশিষ্ট একশত মস্তক ছেদন করিলেন। তাহাতে জীবনক্ষয় হইলেও, রাবণের মৃত্যু লক্ষিত হইল না।

তদ্দর্শনে বহুবিধশরসম্পন্ন, কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন, সর্ব্বাস্ত্র-বিৎ, বীর রাম চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বে যে সকল অস্ত্রে ক্রৌঞ্চারণ্যবাসী বিরাধকে ও দণ্ডকবাসী কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছি, যে সকল অস্ত্রে খর, দূষণ ও মারীচকে নিপাত করিয়াছি এবং যে সকল অস্ত্রে সালবৃক্ষ ও পর্ব্বত সকল ভগ্ন করিয়াছি, বালীকে বধ করিয়াছি ও সাগরকেও ক্ষুব্ধ করিয়াছি, যুদ্ধে অব্যর্থ বলিয়া নিশ্চিত সেই এই শর সকল, কি কারণে রাবণে তেজঃ-প্রকাশে সমর্থ হইতেছে না? রাম এই প্রকার চিন্তাক্রান্ত ও অপ্রমত্ত হইয়া, রাবণের বক্ষঃস্থলে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রথস্থ রাক্ষসরাজ রাবণও ক্রুদ্ধ হইয়া, গদা ও মুষল বর্ষণ দ্বারা রামকে প্রত্যর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তখন দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সমক্ষে কখনো অন্তরীক্ষে, কখনো ভূপৃষ্ঠে ও কখনো বা পর্ব্বতমস্তকে রাম রাবণের তুমুল ও রোম-হর্ষণ মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে সাতরাত্রি ঐ যুদ্ধ হইল। কি রাত্রি, কি দিন, কি মুহূর্ত্ত, কি ক্ষণ, কোন সময়েই তাঁহাদের এই যুদ্ধের বিরাম রহিল না। অনন্তর কেহ কাহাকেও জয়

করিতে পারিলেন না, দেখিয়া, ইন্দ্রসারথি মহাত্মা মাতলি কাল-বিলম্ব পরিহার পূর্ব্বক রণরত রামকে কহিলেন।

—:•:—

দশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর মাতলি রামকে স্মরণ করাইয়া কহিলেন, বীর! আপনি কি জন্য অনাভজ্ঞের ন্যায়, ব্যবহার করিতেছেন? বিভো! আপনি রাবণবধের নিমিত্ত ইহার উদ্দেশে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করুন। সুরগণ রাবণের যে বিনাশকাল উল্লেখ করিয়াছেন, অদ্য তাহা উপস্থিত।

মাতলির এই কথায় মনে পড়িয়া গেলে, রাম নিশ্বাসশালী সর্পের ন্যায়, সেই দীপ্ত শর গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ অগস্ত্য মুনি প্রথমে তাঁহাকে যুদ্ধে অমোঘ এই ব্রহ্মদত্ত মহাবাণ প্রদান করেন। অমিতৌজা ব্রহ্মা পূর্ব্বে ইন্দ্রের জন্য এই বাণ নির্ম্মাণ করেন এবং নির্ম্মাণ করিয়া, ত্রিলোকবিজয়াভিলাষী সেই ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই বাণের বেগসাধন পক্ষসমূহে স্বয়ং পবন, ফলে পাবক ও ভাস্কর, মধ্যভাগে আকাশ এবং গৌরবে মেরু ও মন্দর পর্ব্বত, অধিষ্ঠান করিতেছে। ঐ অস্ত্র স্বীয় শরীরে জাজ্বল্যমান, সুন্দরপুঙ্খবিশিষ্ট, হেমভূষিত, পৃথিব্যাদি ভূতগণের সারাংশে নির্ম্মিত, সূর্য্যতুল্য দ্যুতিবিশিষ্ট, সধূম কালাগ্নির ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, আশীবিষসদৃশ, রথ নাগ ও অশ্বগণের ভেদকারক, ক্ষিপ্রকারী, দ্বার পরিঘ ও পর্ব্বত সকলের বিদারক, বিবিধ রুধিরে লিপ্তাঙ্গ, মেদপরিব্যাপ্ত, নিতান্ত দারুণ, বজ্রসারসংযুক্ত, মহানাদ, বিবিধযুদ্ধদারুণ, সকলের ত্রাসজনক, অতীব ভয়ংকর, নিশ্বসন্ত সর্পের ন্যায়, কতক গৃধ্রবক গোমায়ু ও রাক্ষসগণের নিত্য খাদ্যপ্রদ, যুদ্ধে যমরূপ ও ভয়াবহ, বানরেন্দ্রগণের আনন্দজনক ও রাক্ষসগণের অবসাদকর, বিবিধ বিচিত্র সুচারু গরুত্মৎপক্ষসমূহে চিত্রিত।

আত্মপক্ষগণের ভয়নাশন, শত্রুপক্ষের কীর্ত্তিহর, এবং নিজের প্রীতিমাত্র আহ্লাদজনক।

মহাবল রাম বেদপ্রোক্ত বিধান অনুসারে উল্লিখিত মহাস্ত্র কার্ম্মুকে সন্ধান করিলেন। তিনি এইরূপে ঐ শরোত্তম সন্ধান করিলে,সকল ভূত শঙ্কিত ও পৃথিবী কম্পিত, হইয়া উঠিল। অনন্তর রাম নিতান্ত জাতক্রোধ হইয়া, শরাসন নিরতিশয় আকর্ষণ করিয়া, সবিশেষ যত্ন সহকারে ঐ মর্ম্মবিদারণ শর রাবণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্তমাত্র, বজ্রিবাহুবিনির্ম্মুক্ত দুর্দ্ধর্ষ বজ্রের ন্যায় ও অনিবার্য্য কৃতান্তের ন্যায়, উহা রাবণের উরস্থলে নিপতিত হইল। এইরূপে শরীরান্তকর উল্লিখিত মহাবেগ শর বিসৃষ্ট হইয়া, দুরাত্মা রাবণের হৃদয় ভেদ করিল। এবং রাবণের প্রাণ হরণ করিয়া, রুধিরাক্ত হইয়া, সবেগে ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে রাবণকে বধ করিয়া, কৃতকার্য্য হইয়া, রুধিরাদ্রীকৃত কলেবরে উহা পুনর্ব্বার বিনীতবৎ তূণমধ্যে প্রবেশ করিল।

রাবণ হত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত হইতে সশর শরাসন প্রাণের সহিত নিপতিত হইল। অনন্তর মহাদ্যুতি রাক্ষসরাজ রাবণও গতাসু হইয়া, বজ্রহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, ভয়ঙ্কর বেগে রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে ভূপাতিত দেখিয়া, হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ হতনাথ ও ভয়ত্রস্ত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। দ্রুমযোধী বানরেরা গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদের অভিপতিত হইল। অনন্তর রাক্ষসেরা সকলে দশাননের মৃত্যু ও রামের বিজয় দর্শন করিয়া, বানরগণ কর্ত্তৃক অর্দ্দিত ও ত্রস্ত হইয়া ভয় বশতঃ লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। আশ্রয় বিনষ্ট হওয়াতে, তাহারা সকলে শোকাকুল ও তাহাদের মুখমণ্ডল অনর্গলবিগলিত বাষ্প ভারে পূর্ণ হইয়া গেল।

এদিকে বানরেরা জয়লাভে প্রফুল্ল ও নিতান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া, গর্জ্জন পুরঃসর রামের জয় ও রাবণের বধ ঘোষণা করিতে

লাগিল। অন্তরীক্ষে মনোহর দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। পরম সুখাবহ দিব্য গন্ধবহ বায়ু প্রবাহিত হইল। তৎক্ষণাৎ অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য ও মনোহর, পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইয়া রামের রথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মহাত্মা দেবতারা আকাশে থাকিয়া বারংবার সাধুবাদপুরঃসর রামের স্তব করিয়া, যে উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, সৎসমস্ত শুনিতে পাওয়া গেল। সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর প্রচণ্ডস্বভাব রাবণ নিহত হওয়াতে, দেবগণ ও চারণগণ সকলেরই মহাহর্ষ উপস্থিত হইল। রাম রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া, প্রীতিলাভ এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণের কামনা পূর্ণ করিলেন। তখন মরুদ্গণ প্রশান্ত হইল। দিক্ সকল প্রসন্ন হইল। নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইল। পৃথিবী স্থির হইলেন। সুখসেব্য বায়ু প্রবাহিত হইল। দিবাকর স্থিতপ্রভ হইলেন। অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ ও অঙ্গদ ইঁহারা লক্ষ্মণ ও সুহৃদ্গণের সহিত সমবেত ও বিজয়লাভে হর্ষিত হইয়া, রণমধ্যে অভিরাম রামের যথাবিধি পূজাবিধি সমাধা করিলেন। রঘুকুলনৃপনন্দন স্থিরপ্রতিজ্ঞ রাম শত্রুহত্যা করিয়া, স্বজনবলে পরিবৃত হইয়া, ত্রিদশমণ্ডল মধ্যগত পরম তেজস্বী মহেন্দ্রের ন্যায় অতিমাত্র বিরাজমান হইলেন।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

ভ্রাতা রণে নির্জ্জিত ও নিহত হইয়া শয়ন করিলেন, দর্শন করিয়া বিভীষণ শোকাবেগে পরিপূর্ণ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে বীর! হে বিক্রান্ত! হে সর্ব্বশাস্ত্রশিক্ষিত! হে প্রবীণ! হে নয়কোবিদ! আপনি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত; তবে এরূপ অঙ্গদশোভিত নিশ্চেষ্ট ভুজদ্বয় বিক্ষিপ্ত ও ভাস্করকান্তি মুকুট পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন

করিয়া আছেন কেন! বীর! আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই ঘটিয়াছে! কামমোহে অভিভূত হওয়ায়, তখন আমার সে কথা আপনার ভাল লাগে নাই। দর্প নিবন্ধন, প্রহস্ত, কি ইন্দ্রজিৎ, কি কুম্ভকর্ণ, কি অতিরথ, কি অতিকায়, কি নরান্তক, কি আপনার অন্যান্য পারিষদ কেহই তখন আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। আপনি নিজেও অশ্রদ্ধা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারই পরিণাম এই উপস্থিত হইল! হাঃ! আজ সুনীতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সেতু ভগ্ন হইল! ধর্ম্মের মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইল! বলের সঞ্চয়স্থান নষ্ট হইল! বীরদিগের আশ্রয় ভগ্ন হইল! আজ এই সর্ব্বশস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ বীরবর পতিত হইলেন! আজ সূর্য্য ভূতলে নিপতিত হইলেন! আজ চন্দ্রমা ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইলেন! আজ রাক্ষসশার্দ্দূল প্রসুপ্তের ন্যায়, রণস্থলে ধূলির উপর শয়ন করিলেন! লঙ্কাবাসীর বলবীর্য্য লোপ পাইল! তাহাদিগের আর অবশিষ্টই বা রহিল কি! হায়! আজ রণে রামরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু ধৈর্য্যরূপ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, হর্ষকারিতা রূপ পুষ্পসম্পন্ন, তপস্যারূপ বলশালী, শৌর্য্যরূপ দৃঢ় বদ্ধ মূল সংযুক্ত মহাবিশাল রাক্ষসরাজ রূপ বৃক্ষকে চূর্ণ করিল!

আজ তেজরূপ দন্তবিশিষ্ট,মহাবংশরূপ পৃষ্ঠাস্থি সংযুক্ত,কোপরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গশালী প্রসাদরূপ শুণ্ড সম্পন্ন, রাবণরূপ মদোৎকট হস্তী, রামরূপ সিংহের হস্তে পাতিত হইয়া ভূতলে শয়ান হইল! আজ পরাক্রম ও উৎসাহরূপ বিদ্যুৎপ্রকাশিত, নিশ্বাসরূপ ধূমসম্পন্ন, নিজ বলরূপ দাহশক্তি যুক্ত, প্রতাপবান্ রাক্ষসরূপ অগ্নি রামরূপী মেঘ দ্বারা নির্ব্বাপিত হইল! আজ রাক্ষসরূপ লাঙ্গূল ককুৎ ও শৃঙ্গসম্পন্ন, পরাক্রমরূপ গন্ধশালী, ধৃষ্টতারূপ চক্ষু কর্ণবিশিষ্ট শত্রুজেতা রাক্ষসবৃষ, নররাজরূপী ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইয়া নিপাতিত হইল।

রাম শোকাকুলিত বিভীষণের এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, তাঁহার চিত্তের আকুলতা বুঝিতে পারিয়া, কহিলেন!

ইনি কিছু সময়ে অসমর্থ হইয়া পতিত হন নাই। প্রত্যুত মৃত্যুকে শঙ্কা না করিয়া, অতিপ্রবৃদ্ধ মহা উৎসাহ অবলম্বন পূর্ব্বক অতি প্রচণ্ড পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াই, অবশেষে পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক এই প্রকারে রণস্থলে বিনষ্ট হন, তাঁহাদিগের জন্য শোক করিতে নাই। যে ধীমান্ যুদ্ধে ইন্দ্রাদি সহ ত্রিলোক বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, এখন তিনি কালমুখে পতিত হইলেন, তাঁহার জন্য শোক করিবার কারণ কি? পূর্ব্বকাল হইতেই দেখা যায়, কেহ কখনই নিয়ত বিজয় প্রাপ্ত হয় নাই; সমরে বীর ব্যক্তি হয় শত্রুর হস্তে নিপতিত হয়, না হয়, শত্রুকে বিনাশ করে। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয়দিগের গতিই এই। ক্ষত্রিয় সমরে নিহত হইলে তাহার জন্য শোক করিতে নাই, ইহা নিশ্চিতই আছে। অতএব এই প্রচলিত প্রথা দর্শন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া শোকশূন্য হও, এবং ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে মন সংযোগ কর।

রাজপুত্র রামচন্দ্র পৌরুষের অনুরূপ এই প্রকার বাক্য বলিলে পর, শোকসন্তপ্ত বিভীষণ তাঁহাকে ভ্রাতার হিতার্থ পশ্চাৎ কর্ত্তব্য নিবেদন করিলেন, যিনি ইতিপূর্ব্বে অনেকানেক যুদ্ধে সমস্ত সুরগণ সহিত বাসবের নিকটেও পরাজিত হন নাই, আজ তিনি, বেলায় সংলগ্ন হইয়া সাগরবেগের ন্যায়, আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলেন! ইনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রভূত দান করিয়াছিলেন, সমস্ত ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন, আশ্রিত দিগকে অশেষ ভোগ, সুখ উপভোগ করাইয়াছিলেন, আত্মীয় কুটুম্বদিগকে প্রচুর ধনদান করিয়াছিলেন, আর অনাত্মীয়দিগের দণ্ড করিয়াছিলেন। অগ্নিচয়ন, মহাতপ সাধন ও বেদান্তের পারদর্শন করিয়াছিলেন। এবং অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে পরম পণ্ডিত ছিলেন। এক্ষণে ইনি পরলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে ইহাঁর সম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য,

আমার ইচ্ছা আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎকর্ম্ম সাধনার্থ আমাকে অনুমতি দান করেন।

রাজনন্দন প্রশস্তমনা মহাত্মা রামচন্দ্র বিভীষণের করুণ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া, রাবণের স্বর্গসাধনোচিত সমস্ত অনুষ্ঠানের আদেশপ্রদান করিলেন। কহিলেন, বিভীষণ! শক্রতা মরণ পর্য্যন্ত। এক্ষণে আমাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে সংকার কর, তোমার ন্যায়, এক্ষণে ইনি আমারও স্নেহের পাত্র।

— ০:০ —

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

ওদিকে মহাত্মা রাঘব রণে রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া তাঁহার পত্নী সকল শোকে ব্যাকুল হইয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল। আত্মীয় জন বার বার নিবারণ করিতে লাগিল, তথাপি তাহারা মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় শোকাকুল চিত্তে আলুলায়িত কেশে আসিয়া রণভূমির ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

উত্তর দ্বার দিয়া রাক্ষসগণের সহিত বহির্গত হইয়া, ঘোর যুদ্ধভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক, তাহারা নিহত পতির অন্বেষণ করিতে লাগিল। হা নাথ! হা আর্য্যপুত্র! বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কবন্ধাঙ্কিত শোণিতকর্দ্দমলিপ্ত রণস্থলে ধাবিত হইল। ভর্তৃশোকে কাতর হইয়া, বাষ্পপরিপ্লুত নয়নে হতযূথপা করেণুগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর দেখিতে পাইল, তাহাদিগের মহাকায় মহাদ্যুতি মহাবীর্য্য স্বামী রাবণ নিহত হইয়া নীলাঞ্জনরাশির ন্যায় ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। সহসা রণধূলিশয়ান স্বামীকে দর্শন করিয়া সক-

সেই ছিন্নবনলতার ন্যায়, তাহার বিবিধ অঙ্গের উপর পতিত হইল। কেহ অতিপ্রণয়ভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল। কেহ চরণদ্বয়, কেহ বা কণ্ঠ ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর কেহ ভূতলে সুবিস্তৃত ভুজদ্বয় তুলিয়া লইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিল। কেহ নিহত পতির মুখ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। কেহ বা তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল। আর কেহ তুষারবিন্দু দ্বারা তাঁহার মুখ অভিসিঞ্চন করিতে থাকিল।

নিহত ভূপতিত পতিকে দর্শন পূর্ব্বক তাহারা এইরূপে কাতর হইয়া, পুনর্ব্বার শোকসূচক বিবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

যিনি ইন্দ্রকে, যমকে ত্রস্ত করিয়াছিলেন; যিনি যক্ষরাজ কুবেরের বিমান কাড়িয়া লইয়াছিলেন; যিনি গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মহাবল অসুরদিগকে রণে ভীত করিয়াছিলেন; হায়, আজ তিনিই নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন! সুর, কি অসুর, কি পন্নগের হস্তে বিনাশ হইবে, এরূপ যিনি কখন মনেও করেন নাই, আজ মানুষের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল! যিনি দেবতা, দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য ছিলেন, তিনি আজ পাদ-যোদী মানুষের হস্তে নিহত হইয়া রণে শয়ন করিয়াছেন! দেবতা বা যক্ষ, কি অসুরেরাও যাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় নাই, আজ তিনি সামান্য দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায়, মানুষের হস্তে মৃত্যুলাভ করিলেন!

রাক্ষসস্ত্রীগণ দুঃখিত হৃদয়ে এই প্রকার বিলাপ করিয়া, অধিকতর দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার বিলাপ করিতে লাগিল। নাথ! তুমি সতত হিতবাদী আত্মীয়গণের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, নিজমরণের জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে। রাক্ষস-দিগকেও নিপাত করিলে! তুমি এক সঙ্গেই আত্মাকে ও আমাদিগের সকলকে নিপাতিত করিলে! হিতৈষী ভ্রাতা

বিভীষণ হিতবাক্য বলিলেও, তুমি মোহবশতঃ আত্মবিনাশ কামনা করিয়া, তাঁহাকে যে পরুষবাক্য বলিয়াছিলে, আজ তাহারই ফল ফলিল! আহা, যদি তুমি রামের নিকট সীতাকে পাঠাইয়া দিতে তাহা হইলে, আর ঈদৃশ মূলঘাতক মহাবিপদ উপস্থিত হইত না। তোমার ভ্রাতারও বাসনা পূর্ণ হইত! রামও মিত্র রাজা হইতেন! আমরাও বিধবা হইতাম না! শত্রুদিগেরও মনস্কামনা পূর্ণ হইত না! কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি নৃশংসতা সহকারে বলপূর্ব্বক সীতাকে আবদ্ধ রাখিয়া একসঙ্গেই আত্মাকে, আমাদিগকে ও রাক্ষসদিগকে নিপাতিত করিলে। অথবা রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ! আপনি ইচ্ছা করিয়া করেন নাই, আপনার ইচ্ছাতে কিছুই হয় নাই! দৈবই সমস্ত বিধান করিয়া থাকে, দৈবকর্ত্তৃক পূর্ব্বে নিহত ব্যক্তিই হত হইয়া থাকে। রণে বানরগণের নাশ, রাক্ষসগণের বিনাশ, এবং তোমার নিধন, সমস্তই দৈব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। দৈব যাহা করিতে মনে করেন, সংসারে অর্থ, কি কাম, কি বিক্রম, কি আজ্ঞা কিছুতেই তাহার নিবারণ করা যায় না।

রাক্ষসরাজের কামিনীগণ কাতর ও দুঃখিত হইয়া, বাষ্পাকুল লোচনে, কুররীর ন্যায় এই প্রকার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

— ঃ০ঃ —

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

রাক্ষসমহিলা সকল এই প্রকার বিলাপ করিতেছিল; কিন্তু রাক্ষসরাজের প্রিয়া মহিষী মন্দোদরী এতক্ষণ দীনভাবে ভর্ত্তার-দিকে চাহিয়াছিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা রামের হস্তে নিহত পতিকে সন্দর্শন করিয়া তিনি অবশেষে করুণ স্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; হে মহাবাহো কুবেরানুজ! তুমি ক্রুদ্ধ হইলে, স্বয়ং দেবরাজও তোমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে ভীত হইতেন।

তোমার ভয়ে মহাত্মা ঋষিগণ, ও মহাযশস্বী গন্ধর্ব্বগণ দিগ্‌দিগন্তে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন; সেই তুমি আজ সামান্য মানুষ রামের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইলে। রাজন্‌! তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না? রাক্ষসরাজ! একি! তুমি বীর্য্যবলে ত্রিলোক জয় করিয়া বিরাজমান ও দুর্ব্বিষহ হইয়াছিলে, বনচারী মানুষ রাম তোমাকে বিনাশ করিল! তুমি কামরূপী, মানুষের অগম্য স্থানে তোমার বাস; মানুষ রাম আসিয়া তোমাকে যুদ্ধে সংহার করিবে, ইহা কখনই উচিত হয় না! তুমি সর্ব্বস্থানেই জয়লাভ করিয়াছিলে; এক্ষণে রাম তোমাকে যে পরাজয় করিয়াছে, ইহা আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। অথবা সাক্ষাৎ কৃতান্তই তোমার বিনাশের জন্য অচিন্ত্যমায়া প্রয়োগ করিয়া রামরূপে আগমন করিয়াছেন! অথবা মহাবল। স্বয়ং দেবরাজই তোমাকে পরাজয় করিলেন। মহাবল, মহাবীর্য্য, দেবশক্র, মহাতেজস্বী তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে দেবরাজেরই বা শক্তি কোথায়! অতএব নিশ্চয় জানিলাম, সেই স্বাভাবিক সর্ব্বশক্তিমান্‌, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বকালব্যাপী, জন্মবৃদ্ধিনাশরহিত, মহানের মহান্‌, প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক, সৃষ্টিকর্ত্তা, শঙ্খচক্রগদাধর, শ্রীবৎসবক্ষা, নিত্যশ্রী, অজেয়, ক্ষয়রহিত, পরিণামবিহীন, সর্ব্বলোকেশ্বর মহাদ্যুতি সাক্ষাৎ বিষ্ণুই এই মানুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক, বানরযোনিসম্ভূত সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া, সর্ব্বলোকের হিতসাধনকামনায় মহাবল, ভয়াবহ, মহাবীর্য্য দেবশক্র তোমাকে রাক্ষস পরিবারের সহিত বিনাশ করিলেন! তুমি পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিয়া, ত্রিলোক জয় করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই বৈর স্মরণ করিয়া সেই ইন্দ্রিয়বর্গই তোমাকে সংহার করিল। যখনই রাম জনস্থান মধ্যে বহু রাক্ষসগণের সহিত তোমার ভ্রাতা খরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আমি তখনই জানিয়াছিলাম, রাম মানুষ নহেন। যখনই হনুমান্‌ বীর্য্যবলে দেবগণেরও দুষ্প্রবেশ্য লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তখনই আমরা শঙ্কিত হইয়াছিলাম।

রাবণ! আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, বিরোধ করিবে না, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই, এক্ষণেই তাহারই ফল ফলিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি ঐশ্বর্য্য এবং আত্মদেহ ও আত্মীয়গণের বিনাশের জন্যই অকারণে সীতার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলে। সীতা অরুন্ধতী এবং রোহিণী অপেক্ষাও প্রধানা; তিনি উপাস্য দেবতা হে অল্পবুদ্ধে! তাঁহার অবমাননা করিয়া তুমি ভাল কর নাই; সীতা সর্ব্বক্ষমাশালীদিগের নিদর্শনভূতা পৃথিবীরও নিদর্শনস্বরূপ, তিনি লক্ষ্মীরও লক্ষ্মী বিজন অরণ্যমধ্যে নিঃসহায়া সেই পতিবৎসলা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কল্যাণী সীতাকে ছলে হরণ করিয়া তুমি আত্মাকে ও আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিলে! জানকীর সহবাসে যে বাসনা করিয়াছিলে, তোমার সে বাসনা পূর্ণ হইল না, অথচ প্রভো! সেই পতিব্রতার তপোবলে ভস্মীভূত হইলে, সে মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয় দেবগণও ভীত হন, আশ্চর্য্য যে তুমি তাহার অবমাননা করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই দগ্ধ হও নাই! স্বামিন্! পাপকারী ব্যক্তি পরিণাম কাল উপস্থিত হইলে অবশ্যই পাপের ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সন্দেহই নাই। পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি সুখ, আর পাপকর্ম্মা ব্যক্তি দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেই জন্যই বিভীষণ সুখলাভ করিল; আর তুমি এতাদৃশ বিপদ্গ্রস্ত হইলে! তোমার সীতা অপেক্ষা অধিক রূপবতী অনেক মহিলা আছে, কিন্তু তুমি মোহবশতঃ কামের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে গ্রাহ্য কর নাই! আর কি কুল, কি রূপ, কি দাক্ষিণ্য, জানকী আমার অপেক্ষা কিছুতেই প্রধানা বা আমার সমানও নহে; তুমি কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ তাহা দেখিতে পাও নাই! মৃত্যু লক্ষণ ভিন্ন কোন জীবেরই কখনও মৃত্যু হয় না; সীতার উপর তোমার যে মন পড়িয়াছিল, তাহাই তোমার মৃত্যু লক্ষণ। আহা! সীতাজনিত মৃত্যুকে তুমি নিজেই অতি দূর হইতে আনয়ন করিয়াছিলে! হায়! সীতা শোকশূন্যা হইয়া রামের সহিত বিহার

করিতে চলিল; আর মন্দভাগিনী আমি ঘোর শোকসাগরে পতিত হইলাম! বীর! আমি বিচিত্রমাল্য ও বসন পরিধানপূর্ব্বক অনুপম শোভাধারণ করিয়া কৈলাস, মন্দর, ও সুমেরু পর্ব্বতে, এবং চৈত্ররথ কাননে ও সমস্ত দেবোদ্যানে কতই বিহার করিতাম; কত দেশ, কত স্থানই দর্শন করিতাম! হা! আজ তোমার মৃত্যুতে সকল বিষয়ভোগ হইতেই বঞ্চিত হইয়া যেন আর কেহ হইলাম! রাজাদিগের চঞ্চল ঐশ্বর্য্যে ধিক্! হা, রাজন্! তোমার এই যে সুন্দরবর্ণ মনোহর ভ্রূবিরাজিত সমুন্নত নাসা বিভূষিত বদনমণ্ডল কান্তিতে ইন্দু, প্রভায় পদ্ম ও দীপ্তিতে দিবাকরের সমান ছিল, যে বদন কিরীটপ্রভায় উদ্ভাসিত; বিম্বোষ্ঠে বিকাসিত এবং কুণ্ডলপ্রভায় প্রদীপ্ত হইত, পানভূমিতে বিবিধ মাল্য বিভূষিত যে বদন হইতে মদব্যাকুল লোলনয়নে কত সুমধুর সুরস কথাই বিনির্গত হইত, হা প্রভো! রাম বাণে নির্ভিন্ন, রুধির ধারায় রক্তবর্ণ, গলিতমেদ, গলিতমস্তিষ্ক এবং রণধূলায় ধূসরিত হইয়া আজ সেই বদনের আর শোভা নাই! আমি কখন যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, আজ মন্দভাগিনীর সেই চরম বৈধব্য দশা উপস্থিত হইল! দানবরাজ ময় আমার জনক, রাক্ষসরাজ রাবণ আমার ভর্ত্তা, এবং ইন্দ্রজেতা ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্র! নাথ! আমি এই গর্ব্বেই চিরকাল অতীব গর্ব্বিত ছিলাম! চিরকালই আমার স্থির জ্ঞান ছিল যে, আমায় যাঁহারা পালন করিতেছেন, তাঁহারা দর্পিত শত্রুদিগের সংহার কর্ত্তা, ও প্রচণ্ডস্বভাব, তাঁহাদিগের বলপৌরুষ ত্রিলোকবিখ্যাত, সুতরাং কিছুতেই তাঁহাদিগের মৃত্যু নাই! হা রাক্ষসেশ্বরগণ! তোমরা এতাদৃশ প্রভাবশালী, আজ কিরূপে সামান্য মানুষ হইতে অসম্ভাবিত মৃত্যু উপস্থিত হইল! নাথ! তোমার এই সুস্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলসমপ্রভ উন্নত শৈলশিখরাকার বিশাল কলেবর কেয়ূর, অঙ্গদ, বৈদূর্য্য, মুক্তাহার ও পুষ্পদামে বিভূষিত হইয়া কি সুন্দর মূর্ত্তিই ধারণ করিত, বিশেষতঃ বিহার সময়ে যাহা অধিক কান্ত

হইত; সংগ্রামে যাহা জ্বলিতে থাকিত, এবং আভরণপ্রভাব যাহা বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘের ন্যায় প্রকাশ পাইত; আজ তোমার সেই শরীর শত শত সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে এতাদৃশ বিদ্ধ হইয়াছে, যে স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। হা নাথ! আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। বাণ সমস্ত শল্লকীর কণ্টকের ন্যায় এরূপ বিদ্ধ হইয়াছে, যে কোথাও আর তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই! বাণ সকল মর্ম্ম পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া সমস্ত শিরাবন্ধন ছেদন করিয়াছে! অহো রাজন্! এক্ষণে তোমার সেই অনুপম শ্যাম দেহ রুধিরে রক্তবর্ণ হইয়া বজ্রনির্ভিন্ন পর্ব্বতের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে! হা! আমি ভাবিয়াছিলাম, স্বপ্ন; কিন্তু এখন দেখিতেছি সত্য; প্রভো! রাম কি করিয়া তোমায় বিনাশ করিল। নাথ! তুমি যমেরও যম ছিলে; তোমার কি করিয়া মৃত্যু হইল! অহো! আমার যে স্বামী ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন; যাঁহার ভয়ে ত্রিলোক সংত্রস্ত হইয়াছিল; যিনি সমস্ত লোকপালদিগকে জয় করিয়াছিলেন; যিনি দেব মহেশ্বরকে উত্তোলন করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; যিনি দৃপ্তজনের নিগ্রহ করিতেন; যাঁহার পরাক্রম ত্রিভুবনেই প্রকাশ পাইয়াছিল; যিনি ত্রিলোক উদ্‌বেজিত করিয়াছিলেন, যাঁহার ভীমনাদে সর্ব্বপ্রাণীই মূর্চ্ছিত হইত; যিনি শত্রুদিগের সমক্ষে বলদর্পে বিবিধ গর্ব্বিত বাক্য উচ্চারণ করিতেন; যিনি স্বীয় আশ্রিতবর্গ ও ভৃত্যদিগকে রক্ষা করিতেন; যিনি ভীমকর্ম্মা বীরদিগকে বিনাশ করিতেন; যিনি যুদ্ধে নিবাতকবচদিগের নিগ্রহ করিয়াছিলেন; যিনি কত শত যজ্ঞ ধ্বংস করিতেন; যিনি আত্মীয়দিগের রক্ষা করিতেন; যিনি ধর্ম্মের ব্যবস্থা উচ্ছেদ করিতেন; যিনি যুদ্ধে বিবিধ মায়া প্রয়োগ করিতেন; যিনি নানা স্থান হইতে দেবাসুরকামিনীদিগকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিতেন; যিনি শত্রুর স্ত্রীদিগকে শোক দান করিতেন; যিনি নিজ সেনা রক্ষা করি-

তেন ; যিনি লঙ্কার পালন ও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন ; যিনি কত শত ভয়ানক কার্য্য করিতেন ; যিনি আমাদিগকে অশেষ কাম-ভোগ উপভোগ করাইতেন ; যিনি সর্ব্ব রথীর শিরোমণি ছিলেন ; আজ আমার এতাদৃশ প্রভাবশালী সেই ভর্ত্তাকে রাম নিপাতিত করিয়াছে, আমার প্রিয় বিচ্ছেদ হইয়াছে, দেখিয়াও আমি এখনও জীবন ধারণ করিতেছি! রাক্ষসরাজ! তুমি বিবিধ মহার্ঘ্য শয্যায় শয়ন করিতে, এক্ষণে কি করিয়া ধূলিধূষ-রিত কলেবরে ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রা যাইতেছ। হা! লক্ষ্মণ যে দিন যুদ্ধে আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছিলেন ; সেই দিনেই আমি গুরুতর আহত হইয়া-ছিলাম ; আজ নিপাতিত হইলাম! বন্ধুজন সমস্তই বিনষ্ট হই-য়াছে ; এক্ষণে তুমিও অনাথা করিয়া চলিলে ; অতএব সমস্ত কামভোগে বঞ্চিতা হইয়া আমায় চিরদিন শোক করিতে হইবে! রাজন! তুমি আজ সুদুর্গম দীর্ঘ পথের পথিক হইলে, এই দুঃখার্ত্তা মন্দভাগিনীকেও লইয়া যাও, তোমার বিরহে আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। আমি কাতর হইয়াছি, স্বামিন্! তুমি কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছ! আর আমি শোকার্ত্ত ও বিসংজ্ঞ হইয়া বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে সম্ভাষণই বা করিতেছ না কেন? রাজন্! আমি পাদচারে নগরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়াছি এবং অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া অবস্থিতি করিতেছি, দেখিয়া তোমার ত ক্রোধ হইতেছে না। চাহিয়া দেখ, তোমার প্রেয়সী মহিলা সকলেই লজ্জা ও অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইয়া আসিয়াছে ; দেখিয়া তোমার কোপ হইতেছে না কেন? নাথ! তোমার এই ক্রীড়া-সহচরী অনাথা হইয়া বিলাপ করি-তেছে ; ইহাকে আশ্বাস দান বা আদর করিতেছ না কেন? রাজন্! তুমি যে অনেকানেক ধর্ম্মনিরতা গুরুশুশ্রূষাতৎপরা কুলকামিনীদিগকে বিধবা করিয়াছিলে, তাহাদিগের অভি-

শাপেই আজ তোমাকে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হইল। তুমি যে সকল মহিলাকে ধর্ষণ করিয়াছিলে, তাহারা যে অভিসম্পাত করিয়াছিল, আজ তাহাই হইল। রাজন্! সতীদিগের অশ্রুপাত কখনই নিষ্ফল হয় না, লোকে এই যে প্রবাদ আছে, আজ তোমার দ্বারাই তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইল। আর, মহা-রাজ! তুমি স্বীয় তেজে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে, বীর বলিয়া তোমার সংপূর্ণ অভিমান ছিল, তথাপি কি জন্যই বা নীচ চৌরের ন্যায় অসাক্ষাতে নারী হরণ করিয়া আনিলে! তুমি যে মৃগচ্ছলে রামকে আশ্রম হইতে দূরীকরণ পূর্ব্বক তাহার পত্নীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলে, তাহাতে তোমার নির্বীর্য্যতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তুমি কোথায়ও কোন যুদ্ধে কাতর্য্য প্রদর্শন করিয়াছ আমার ত স্মরণ হয় না। তবে যে এই কার্য্যে কাতর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার দুর্ভাগ্যের পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছিল! মহাবাহো! আমার ভূতভবিষ্যজ্ঞ, বর্ত্তমানপ্রভুত দেবর, মৈথিলীকে আনয়ন করিতে দেখিয়া চিন্তা পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যে সত্য বাক্য বলিয়াছিলেন, এত দিনে প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগের সেই বিনাশ উপস্থিত হইল! আহা! কামক্রোধনিবন্ধন এক স্ত্রীলোকে প্রসক্ত হইয়া তুমি স্বয়ং যাহা ঘটাইয়াছ, এই সেই মূলঘাতক মহা অনর্থ। তুমিই সমুদায় রাক্ষসকুল অনাথ করিলে।

স্বামিন্! তুমি বল ও পৌরুষে যেরূপ ত্রিলোক বিখ্যাত ছিলে, তাহাতে তোমার জন্য শোক করিবার আমার কিছুই নাই; তবে আমি স্ত্রীলোক বলিয়াই আমার চিত্ত কাতর হইতেছে। তুমি নিজের পাপ ও পুণ্য লইয়া স্বীয় গতি প্রাপ্ত হইলে! তাহাতে আমার বক্তব্য কি আছে! আমি তোমার বিরহে আপনার দশা ভাবিয়াই কাতর হইয়া শোক করিতেছি। মহারাজ! তুমি হিতৈষী সুহৃদ্‌বৃন্দের বাক্য শ্রবণ কর নাই।

তোমার ভ্রাতৃগণের হিতবাক্যও শ্রবণ কর নাই। বিভীষণ যে যুক্তিসঙ্গত অর্থযুক্ত ন্যায়ানুগত শ্রেয়স্কর শুভ বাক্য বলিয়াছিল, তুমি তাহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য কর নাই। বীর্য্যশালিন্! মারীচ, কুম্ভকর্ণ এবং আমার পিতা যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি তাহাও শ্রবণ কর নাই; তাহারই এতাদৃশ ফল ফলিল। হে নীলজীমূতসঙ্কাশ! হে পীতাম্বরধারিন্! হে শুভাঙ্গদশোভিত! কিজন্য নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপ করিয়া আছ! আমি বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি যেন প্রসুপ্ত হইয়াই আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? যে মহাবীর্য্য সমরদক্ষ সুমালী কখনই রণস্থল হইতে পলায়ন করেন নাই, আমি সেই সুমালীর দৌহিত্রী; তুমি আমার সহিত প্রত্যালাপ করিতেছ না কেন? রাজন্! উঠ, উঠ, আর শয়ন করিয়া আছ কেন? দেখ মহারাজ! আজ এইমাত্র পরিভব হইয়াছে, আর অমনি সূর্য্য-রশ্মি নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। রাক্ষসনাথ! তোমার যে সুবর্ণভূষিত ইন্দ্রধ্বজসমপ্রভ সূর্য্যকান্তি পরিঘ রণে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রসব করিত এবং তুমি যাহার সতত সমাদর ও যদ্দ্বারা রণে শত্রুদিগকে সংহার করিতে, তোমার সেই পরিঘ বাণগণ দ্বারা ছিন্ন হইয়া সহস্রধা বিশীর্ণ হইয়াছে। তুমি কি কারণে প্রেয়সীর ন্যায় রণভূমিকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়া আছ? আর অপ্রিয়ার ন্যায় আমার সহিতও আলাপ করিতেই বা ইচ্ছা করিতেছ না কেন? ধিক্, আমায় ধিক্! আজ তোমার পরলোকগমনেও আমার হৃদয় শোকে নিপীড়িত হইয়া সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!

প্রণয়পরিক্লিষ্ট চিত্তে বাষ্পপর্য্যাকুল লোচনে ইত্যাদি প্রকার বিলাপ করিতে করিতে মন্দোদরী মূর্চ্ছিত হইয়া রাবণের বক্ষের উপরি পতিত হইলেন; এবং সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘবক্ষে সমুজ্জ্বল বিদ্যুল্লেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সপত্নীগণ নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে

তাঁহার চেতনা সম্পাদন ও তাঁহাকে উত্থাপন করাইয়া উপবেশন করাইল; এবং তিনি অতিশয় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাকে কহিল, দেবি! আপনি কি জানেন না যে লোকস্থিতি অস্থির, এবং রাজগণের লক্ষ্মী চঞ্চলা; পুণ্যক্ষয় হইলেই রাজলক্ষ্মী নষ্ট হয়?

তাহারা এই কথা কহিতে থাকিলে, মন্দোদরী মুখমণ্ডলবিস্রাবিণী অশ্রুধারা দ্বারা স্তনযুগল বিপ্লাবিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এই সময় রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন, ভ্রাতার সংকার ও স্ত্রীদিগকে সান্ত্বনা কর। তখন ধীমান্ বিভীষণ বুদ্ধি পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া রামের মনোপ্রাহি ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতবাক্যে উত্তর করিলেন, ধর্ম্মত্যাগী, ক্রূরস্বভাব, নৃশংস, মিথ্যাপরায়ণ, পরদারাপহারীর সংকার করা আমার কর্ত্তব্য বোধ হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর অহিত সাধনে নিরত এই রাবণ আমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু ছিলেন। অতএব গুরু সম্বন্ধে পূজনীয় হইলেও ইনি আমার নিকট পূজা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। রাম। আপাততঃ পৃথিবীতে লোকে আমায় নিষ্ঠুর বলিবে সত্য, কিন্তু ইঁহার গুণগ্রাম শ্রবণ করিলে পর আবার সকলেই বলিবে, বিভীষণ উচিত কার্য্যই করিয়াছে।

বাক্যনিপুণ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বাক্যবিৎ বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে সত্য, কিন্তু তোমার হিতসাধন করাও আমার কর্ত্তব্য; কারণ তোমার প্রভাবেই আমি জয়লাভ করিয়াছি। অতএব রাক্ষসেশ্বর! তোমার যাহা কর্ত্তব্য আমাকে তাহা অবশ্যই উপদেশ করিতে হইবে। রাবণ অধার্ম্মিক ও মিথ্যাপরায়ণ ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তেজস্বী, বলবান্ এবং সংগ্রামে নিয়ত সাহসী ছিলেন। শুনিতে পাই ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ইঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই। ইনি এতাদৃশ মহাত্মা ও বল-

সম্পন্ন ছিলেন, যে ত্রিলোক ইঁহাকে ভয় করিত। আর শত্রুতা মরণ পর্য্যন্ত ; আমাদিগের প্রয়োজন এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে ইঁহার সংকার কর। ইনি তোমার যেমন শ্রদ্ধার পাত্র, আমারও তেমনি। হে মহাবাহো। অবিলম্বেই ইঁহার যথা-বিধি সংকার করা তোমার ধর্ম্মানুসারে কর্ত্তব্য হইতেছে ; তাহা হইলেই তুমি যশোলাভ করিবে।

রাঘবের বাক্য শ্রবণে বিভীষণ সত্বর হইয়া নিহত ভ্রাতা রাবণের সংকারোচিত উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সত্বর তাঁহার চয়নীয় অগ্নি প্রেরণ করিলেন। পরে বিবিধ শকট, দারুপাত্র, বিহিত অগ্নি সকল ও যাজকদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্ভিন্ন চন্দন ও অন্যান্য বিবিধ কাষ্ঠ, সুগন্ধি অগুরু নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য, এবং বিবিধ মণিরত্নাদিও প্রেরণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এই সকল প্রেরণ করিয়া, অবশেষে রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক মাল্যবান্ রাক্ষসের সহিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণকে ক্ষৌম বাস পরিধান এবং বিবিধ পতাকাবিভূষিত বিবিধ কুসুমবিচিত্রিত দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইয়া শিবিকা উত্তোলন ও কাষ্ঠাদি গ্রহণ পূর্ব্বক বিভীষণকে অগ্রে করিয়া রাক্ষসদ্বিজগণ দক্ষিণ পথে শ্মশানাভিমুখী হইল। ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি সকল ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক জ্বালিত ও স্ব স্ব আধার পাত্রে প্রদীপ্ত হইয়া অগ্রে অগ্রে নীত হইল। অন্তঃপুরচারিকাগণ সকলেই রোদন করিতে করিতে অসামর্থ্য বশতঃ যেন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সত্বর অনুগমন করিতে লাগিল।

অনন্তর বিভীষণাদি সকলে রাক্ষসরাজ রাবণকে পবিত্র স্থানে স্থাপন করিয়া বেদমার্গানুসারি ক্রিয়া সহকারে চন্দন ও পদ্ম কাষ্ঠ এবং উশীর চন্দন দ্বারা চিতা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রুরুসার-চর্ম্মবিনির্ম্মিত আস্তরণ দ্বারা ঐ চিতা আবরণ করিলেন। তদনন্তর রাক্ষসরাজের পিতৃমেধ ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ; দক্ষিণ

পূর্ব্বভাগে বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহার যথা স্থানে অগ্নি সকল স্থাপন করিয়া রাবণের স্কন্ধোপরি ঘৃতদধিপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর পাদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলের মধ্যে উলূখল নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যথাস্থানে সমস্ত দারুপাত্র, অরণি, উত্তরারণি ও চাতুর্ম্মাস্য মুষল অর্পণ করিলেন। তাহার পর শাস্ত্রবিহিত ও কল্পসূত্রকারমহর্ষিপ্রোদিষ্ট বিধানানুসারে ঐ স্থানে মেধ্য পশু বলিদান করিয়া রাক্ষসরাজের মুখে ঘৃত সহিত বপা নিক্ষেপ করিলেন। পশ্চাৎ কাতরচিত্তে রাবণকে বিবিধ গন্ধ মাল্য ও বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে তাঁহার উপর লাজবর্ষণ করিলেন। অবশেষে বিভীষণ যথা বিধি অগ্নিদান করিলেন, এবং অগ্নিদানান্তে স্নান করিয়া আর্দ্রবসনে যথাবিহিত জলসহিতদর্ভ মিশ্রিত তিল তর্পণ করিলেন। তদনন্তর পুনঃ পুনঃ অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তোমরা এক্ষণে গমন কর।

অনন্তর স্ত্রীগণ সকলেই নগরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা পুরঃপ্রবিষ্ট হইলে পর রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ, রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে শত্রুসংহার করিয়া রামচন্দ্রও সৈন্যগণ, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত পরমানন্দ লাভ করিলেন, পূর্ব্বে বৃত্রকে বধ করিয়া পুরন্দর যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর সশর শরাসন, ও ইন্দ্র প্রদত্ত মহাকবচ এবং রিপুনিপাত হেতু ক্রোধও পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র পুনর্ব্বার সৌম্য মূর্ত্তিধারণ করিলেন।

—:•:—

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

রাবণের বিনাশ দর্শন করিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ বিবিধ আশ্চর্য্য কথা কহিতে কহিতে নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন।

সুভঙ্কর ভীষণ রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধশক্তি, সুগ্রীবের মন্ত্রিতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের অনুরাগ ও বীর্য্য, সীতার পাতিব্রত্য, এবং হনুমানের পরাক্রম সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে করিতে মহাত্মগণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মহাবাহু রাঘব মাতলির প্রতিপূজা করিয়া ইন্দ্র-প্রেরিত অগ্নিপ্রভ দিব্যরথ বিদায় করিলেন। রাঘবের আজ্ঞা পাইয়া ইন্দ্রসারথি মাতলি দিব্য রথ লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবসারথিসত্তম মাতলি স্বর্গে আরোহণ করিলে পর, রাঘব অতীব আনন্দিত হইয়া সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; এবং সমস্ত বানরগণ তাঁহার পূজা করিল। অবশেষে তিনি সকলের সহিত সেনা-নিবেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর ককুৎস্থনন্দন সমীপস্থিত সুমিত্রানন্দন বলবান্ শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! বিভীষণ আমার অনুরক্ত ও ভক্ত; ইনি আমাদিগের উপকার করিয়াছেন; অতএব ইহাঁকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষেক কর। সৌম্য! আমার একান্ত ইচ্ছা যে রাব-ণানুজ বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত দর্শন করি।

মহাত্মা রাঘবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌমিত্রি যে আজ্ঞা বলিয়া নিরতি হৃষ্টচিত্তে স্বর্ণ কলস সকল আনয়ন করাইলেন। এবং মনোবেগ মহাবল বানরদিগের হস্তে ঐ সকল কলস প্রদান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, চতুঃসাগর হইতে জল আনয়ন কর। তখন ঐ সকল মনোবেগ বানরশ্রেষ্ঠগণ সত্বর গমন পূর্ব্বক চতুঃসমুদ্র হইতে জল লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর সৌমিত্রি একটী কলস গ্রহণ পূর্ব্বক বিভীষণকে উৎ-কৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া ঐ কলস দ্বারা তাঁহাকে অভি-ষেক করিলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রবিহিত বিধানানুসারে শুদ্ধাত্মা বিভীষণকে লঙ্কায় রাক্ষসগণের রাজা

করিয়া অভিষেক করিলেন। বিভীষণের অমাত্য এবং তাঁহার ভক্ত অন্যান্য রাক্ষসগণ তাহাতে পরম হর্ষিত হইল। তখন দেবর্ষি-গণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই অতীব হৃষ্ট হইয়া রামেরই স্তব করিতে লাগিল। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভি-ষিক্ত দর্শন করিয়া রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণও পরম পরিতুষ্ট হইলেন। বিভীষণ রামপ্রদত্ত মহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাবর্গকে সান্ত্বনা করত পশ্চাৎ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর পুরবাসী নিশাচরগণ আনন্দিতচিত্তে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্প সকল আনয়ন করিয়া বিভীষণকে উপহার প্রদান করিল। বিভীষণ ঐ সকল মাঙ্গলিক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাম ও লক্ষ্মণকে নিবেদন করিলেন। বিভীষণকে পূর্ণমনো-রথ ও কৃতকার্য্য দর্শন করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্য সমস্ত গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে পার্শ্বে দণ্ডায়মান পর্ব্বতপ্রমাণ বীর হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এই মহারাজ সৌম্য বিভীষণের অনুমতি লইয়া লঙ্কানগরীতে গমন কর। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তুমি তথায় গমন করিয়া বৈদে-হীকে আমার, সুগ্রীবের ও যোধগণের কুশলবার্ত্তা এবং রাবণের নিধন সংবাদ দান কর। হরীশ্বর! এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করত বৈদেহীর সংবাদ লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পবননন্দন হনুমান্ লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন; রাক্ষসেরা তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা অনুমতি করিলে মারুতি যথান্যায়ে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলে, সীতা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। পবননন্দন

দেখিলেন, স্নানাদিসংস্কারবিহীনা সীতা রাক্ষসীগণে বেষ্টিতা হইয়া গ্রহপীড়িতা রোহিণীর ন্যায় নিরানন্দভাবে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন তিনি নম্র, নিশ্চল ও প্রণত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। মহাবল হনুমান আগমন করিয়াছেন দেখিয়া তিনি তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। বানরোত্তম হনুমান্ তাঁহার প্রসন্ন মুখ দর্শন করিয়া রামের সমস্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন; হে বিদেহনন্দিনি! লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব কুশলে আছেন; শত্রুজয় পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া রামচন্দ্র আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। দেবি! রাম, সুগ্রীব, বিভীষণ, লক্ষ্মণ এবং বানরসৈন্যের সাহায্যে রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবি! আমি আপনাকে এই প্রিয় সংবাদ দান করিয়া পুনশ্চ পরিতুষ্ট করিতেছি। সৌভাগ্যবলেই আপনি জীবিত রহিয়াছেন। আপনি আমার নিকট জয় সংবাদ প্রতিগ্রহ করুন। দেবি! রামচন্দ্র প্রহৃষ্ট চিত্তে আপনাকে বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মজ্ঞে! আমি তোমার পাতিব্রত্যমাহাত্ম্যেই যুদ্ধে এই বিজয় লাভ করিয়াছি। সীতে! তুমি সুস্থ হও; শোক তাপ পরিত্যাগ কর। শত্রু রাবণ নিহত ও লঙ্কা অধিকৃত হইয়াছে। আমি তোমার উদ্ধারার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা সাধন করিতে নিয়ত যত্নবান্ হইয়াছিলাম, সাগরে সেতু বন্ধন করত এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছি। রাবণের আলয়ে রহিয়াছ বলিয়া এখন আর ভয় করিও না। লঙ্কারাজত্ব এক্ষণে বিভীষণকে অর্পণ করিয়াছি। অতএব ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্বস্ত হও; তুমি এখন নিজের গৃহেই বাস করিতেছ। আর বিভীষণও তোমার দর্শন জন্য সমুৎসুক হইয়া হৃষ্টচিত্তে সত্বরই গমন করিতেছেন।

চন্দ্রবদনা জানকী হনুমানের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন

উত্তর করিতে পারিলেন না; আনন্দে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সীতা প্রত্যুত্তর না করিলে বানরপ্রবীর হনুমান তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন? আমার বাক্যের উত্তর করিতেছেন না কেন?

হনুমান এই কথা কহিলে পর, ধর্ম্মপথবর্ত্তিনী জানকী নিতান্ত হৃষ্টচিত্তে বাষ্পগদ্গদ স্বরে তাঁহাকে কহিলেন, হনুমন! স্বামীর বিজয় সংক্রান্ত প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া, উল্লাসে অবশ হইয়া ক্ষণ কালের জন্য আমার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। প্লবঙ্গম! তুমি আমায় যে সংবাদ দান করিলে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই প্রিয় সংবাদের যথোপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তুই দেখিতেছি না। ত্রিলোকের রাজত্ব বা ত্রিলোকের যাবতীয় হিরণ্য, সুবর্ণ কি রত্ন, তোমার পুরস্কার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে।

এই কথা শুনিয়া হনুমান আনন্দিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে ভর্ত্তৃহিতব্রতে! হে বিজয়াকাঙ্ক্ষিণি! হে অনিন্দিতে! আপনা ভিন্ন কেহই ঈদৃশ মিষ্ট কথা কহিতে পারে না। দেবি! আপনার এই সারবৎ মিষ্ট বাক্য অশেষ রত্নরাশি এবং স্বর্গের রাজত্ব হইতেও বহুমূল্য। বাস্তবিক আপনার এই বাক্যে আমি স্বর্গের রাজত্বাদি সমস্ত দুর্লভ বস্তুই প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে যাইয়া নিহতশত্রু নিশ্চিন্ত বিজয়ী রামচন্দ্রকে দর্শন করিব।

পবননন্দনের এইবাক্য শ্রবণ করত জনকরাজতনয়া মৈথিলী তদপেক্ষাও সাধুবাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিলেন, হনুমন্! তুমি ভিন্ন এতাদৃশ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মাধুর্য্যগুণবিভূষিত এবং শুশ্রূষা শ্রবণ গ্রহণ ধারণ উহ অপোহ অর্থবিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত বুদ্ধিসংক্রান্ত বাক্য বলিতে অন্য কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহে। তুমি পবনদেবের প্রশংসনীয় পরম ধার্ম্মিক পুত্র।

বল, শৌর্য্য, শিক্ষা, মানসিক বল, বিক্রম, অনুত্তম ঔদার্য্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও বিনয় এবং অন্যান্য শোভনীয় সদ্‌গুণ সমগ্র একত্রে কেবল তোমাতেই বর্ত্তমান আছে, সন্দেহ নাই।

তখন এতাদৃশ প্রশংসাতেও অণুমাত্র বিকৃত না হইয়া হনুমান পুনর্ব্বার আনন্দিত চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সীতাকে উত্তর করিলেন, যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি এই রাক্ষসীগণের সকলকেই বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি। ইহারা আপনাকে এতদিন বিবিধ রূপে পীড়ন করিয়াছে। আপনি পাতিব্রত্য প্রতিপালন পূর্ব্বক অশোক বনে অবস্থিতি করিয়া অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন; এই সকল ঘোররূপা নিষ্ঠুরাচারা অতি ক্রূরদর্শনা নিশাচরী আপনাকে নিয়ত তর্জ্জন করিত। আমি দেখিয়া গিয়াছিলাম এই বিকৃতবদনা রাক্ষসী সকল রাবণের আজ্ঞানুসারে আপনাকে নিরন্তর বিবিধ কঠোর বাক্য বলিত। আমার ইচ্ছা হইয়াছে, এই বিকৃতাকারা, বিকৃতবদনা, ক্রূরা, ক্রূরদর্শনা, ক্রূরকেশী রাক্ষসীদিগের সকলকেই বিবিধ রূপে বধ করিব। আপনার অপ্রিয়কারিণী পরুষভাষিণী এই সকল নিশাচরীকে আমি মুষ্টি, চপেটাঘাত, এই প্রকাণ্ড বাহুর প্রহার, দারুণ জানুপ্রহার, দংশন, কর্ণনাসাচ্ছেদন ও কেশোৎপাটন ইত্যাদি প্রকার প্রহার দ্বারা নিপাতন পূর্ব্বক বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনবৎসলা কৃপালুহৃদয়া জানকী বিবেচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিলেন, এই সকল রাক্ষসী পরের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী; রাজসেবার বশীভূতা হইয়া পরের আজ্ঞাক্রমেই আমার অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল, অতএব হনুমন্! ইহাদিগের উপর কে ক্রুদ্ধ হইতে পারে? ভাগ্যবৈষম্য দোষ এবং পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতনিবন্ধনই আমি এই সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছি, নিজ কর্ম্মফলই ভোগ করি-

তেছি। মহাবাহো! তুমি এরূপ বলিও না; দৈবের দুর্ব্বোধ গতিই এই; নিশ্চয় জানিবে আমি দশাপরিণাম বশতই এই সমস্ত ভোগ করিতেছি। আমি কৃপানিবন্ধন এই সকল রাক্ষসীর অপরাধ ক্ষমা করিতেছি। নিশাচর রাবণের আজ্ঞাতেই ইহারা আমাকে তর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে রাবণ মরিয়াছে, ইহারাও আর আমাকে তর্জ্জন করিবে না। হে পবননন্দন প্লবঙ্গম! ইতিহাসে এক ভল্লুক এক ব্যাঘ্রের নিকট এবিষয়ে যে একটী শ্লোক বলিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। পাপশীল এক ব্যক্তির অপরাধের জন্য, অন্য ব্যক্তি অপরাধী হয় না; সুতরাং সদাচার রক্ষা করা সাধুদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ সদাচারই সাধুদিগের ভূষণ। অতএব হনুমন্! শুভকারী ব্যক্তিদিগের ন্যায়, অনিষ্টকারী বধার্হ ব্যক্তিদেরও উপর দয়া করা সাধুদিগের কর্ত্তব্য, অপরাধ না করে এমন ব্যক্তিই নাই। লোকের হিংসা করাই যে সকল ক্রূর পাপাত্মার ক্রীড়া ও আমোদ, তাহারা বিবিধ অপরাধ করিলেও, তাহাদিগের প্রত্যপকার করিবে না।

অনিন্দিতা রামপত্নী সীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্পণ্ডিত হনুমান্ কহিলেন, দেবি! বুঝিলাম, আপনি রামচন্দ্রের অনুরূপগুণান্বিতা ধর্ম্মপত্নী; এক্ষণে অনুমতি করুন, রামের নিকট গমন করি।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী সীতা কহিলেন,আমি ভক্তবৎসল ভর্ত্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া মারুতনন্দন মহামতি হনুমান্ জানকীর হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, পুরন্দরকে শচীর ন্যায়, আপনি এখনই নিহতশত্রু মিত্রসহায় লক্ষ্মণ সহিত পূর্ণ চন্দ্রানন রামচন্দ্রকে দর্শন করিবেন।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় ভ্রাজমানা জানকীকে এই কথা বলিয়া হনুমান্ রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। আগমন করিয়া হরিপ্রবীর মারুতি, পুরন্দরপ্রতিম রামচন্দ্রকে, জানকী যাহা

যাহা বলিয়া দিয়াছেন, আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলেন।

—০:০—

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান্ সর্ব্বধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ কমলপত্রাক্ষ রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, যাহার জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ এবং যাহা এই উদ্যোগের ফল, সেই শোকসন্তপ্তা জানকীকে দর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। শোকাবিষ্টা বাষ্পাবিললোচনা মৈথিলী বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। পূর্ব্বপ্রত্যয় বশতঃ বিশ্বাস করিয়া তিনি বাষ্পাকুল লোচনে আমাকে বলিয়াছেন, ভর্ত্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাঘব সহসা অশ্রুজলে ঈষৎ পরিক্লিন্ন হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, পরে সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সমীপবর্ত্তী মেঘসঙ্কাশ বিভীষণকে কহিলেন, সীতাকে অভ্যঙ্গস্নান এবং দিব্য অঙ্গরাগ ও বসন ভূষণে ভূষিত করাইয়া এই স্থানে আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না।

রামের এই বাক্য শ্রবণ করত বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অগ্রে নিজ স্ত্রীদিগকে সীতার নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে স্বয়ং সমীপে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ সীতাকে কহিলেন, দেবি বৈদেহি! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি দিব্যাঙ্গরাগে চর্চ্চিতা হইয়া দিব্য বসনভূষণ পরিধান পূর্ব্বক শিবিকায় আরোহণ করুন, আপনার ভর্ত্তা আপনাকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া বৈদেহী বিভীষণকে প্রত্যুত্তর করিলেন,

রাক্ষসেশ্বর! আমি স্নান না করিয়াই ভর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ কহিলেন, আপনার ভর্ত্তা যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পতিদেবতা জানকী পতিভক্তির বাধ্য হইয়া উত্তর করিলেন, তাহাই কর্ত্তব্য।

অনন্তর বিভীষণ বৈদেহীকে স্নান, অঙ্গরাগ, বিবিধ ভূষণ ও মহামূল্য দিব্যবসন পরিধান করাইয়া শিবিকায় করিয়া আনয়ন করিলেন, অনেক রাক্ষস রক্ষাস্বরূপে শিবিকা বেষ্টন করিয়া আসিল। মহাত্মা রাম এখনও চিন্তায় নিমগ্নই ছিলেন; বিভীষণ প্রহৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, জানকী আগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল রাক্ষসের গৃহে বাসানন্তর সীতা আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া শত্রুসূদন রামের অন্তঃকরণে যুগপৎ রোষ,হর্ষ এবং দয়া উপস্থিত হইল। তিনি শিবিকাস্থিতা জানকীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিরানন্দভাবে বিভীষণকে কহিলেন, নিত্যমদ্বিজয়নিরত সৌম্য রাক্ষসেশ্বর! জানকী সত্বর আমার সন্নিকটে আগমন করুন!

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ সত্বর হইয়া তত্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে দূরীকৃত করাইতে লাগিলেন। কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী পুরুষগণ বেত্র ও ঝর্ঝর হস্তে লইয়া জনতাদূরীকরণ করত ঐ স্থানের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ সকলেই তাড়িত হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিল। এই সময় তাহাদিগের কোলাহলে বায়ুবিলোড়িত সাগরের ন্যায় এক তুমুল কলরব উঠিল।

চারিদিকে বানরাদি সকলেই তাড়্যমান হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া রাম দাক্ষিণ্যবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে নিবারণ করিলেন। এবং দৃষ্টিবিক্ষেপ দ্বারা যেন দগ্ধ

করিতে করিতে ক্রোধভরে তিরস্কার করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে কহিলেন, তুমি এই সকল ব্যক্তিকে ক্লেশ দান করিয়া আমার অবমাননা করিতেছ কেন? এখনই ইহাদিগের উদ্বেগ শান্ত কর; ইহারা আমার স্বজন। গৃহ, কি বস্ত্র, কি প্রাচীর, কি তিরস্করণী কিম্বা ঈদৃশ জনতাদূরীকরণাদি রূপ সম্মাননা কিছুই স্ত্রীদিগের আবরণ নহে, সচ্চরিত্রই স্ত্রীলোকের প্রকৃত আবরণ। আর বিপত্তিকাল, কষ্ট, যুদ্ধস্থল, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোকের দর্শনে দোষ হয় না। সীতাও এক্ষণে বিপদ্গতা ও মহাকষ্টে পতিতা হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে ইহাঁর দর্শনে দোষ নাই, বিশেষতঃ আমার সমক্ষে। সীতা শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে পাদচারেই আমার নিকট আগমন করুন। এই সকল বানরগণ আমার সমীপে সীতাকে দর্শন করুক। রামের এই বাক্য শ্রবণ করত বিভীষণ চিন্তান্বিতচিত্তে বিনীতভাবে সীতাকে রামের সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

এদিকে লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও হনুমান্ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, স্ত্রীর প্রতি তাঁহার সমাদর নাই। বিবিধ আকারেঙ্গিত দ্বারা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, সীতার প্রতি তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই জানকী লজ্জায় যেন স্বীয় গাত্রমধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া বিভীষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপস্থিত হইলেন। জনতাসমীপে ভর্তার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া লজ্জায় বস্ত্র দ্বারা মুখাবরণ করিয়া আর্য্যপুত্র বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পতি অপেক্ষাও সুন্দরমুখী পতিদেবতা জানকী বিস্ময়, হর্ষ ও প্রণয়বশতঃ পতির সুন্দরমুখ দর্শন করিতে লাগিলেন।

কান্তের পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কমনীয় মুখমণ্ডল অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে মৈথিলীর মনোব্যথা দূর হইল, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল বিমল শশাঙ্কের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

—ঃ ঃ—

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

জানকী বিনীতভাবে পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দর্শন করিয়া রাম মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ভদ্রে! রণস্থলে শত্রুকে বিনাশ করিয়া এই তোমার উদ্ধার করিলাম। পৌরুষ থাকিলে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিলাম। ক্রোধের পার পাইলাম; অপবাদ নিবন্ধন কলঙ্ক মার্জ্জনা করিলাম; অপমান ও শত্রু উভয়ই এককালে নাশ করিলাম। আজ আমার পৌরুষ প্রকাশ পাইল; আজ আমার পরিশ্রম সফল হইল। আজ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনি আপনার হইলাম। আমি সন্নিকটে না থাকায়, চপলচিত্ত রাক্ষস যে তোমায় হরণ করিয়াছিল, সে দৈবের দোষ, আমি মানুষ হইয়া আজ সেই দৈবকে পরাজয় করিলাম। যে পৌরুষশালী ব্যক্তি অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া তাহা মার্জ্জন না করে, তাহার পৌরুষে প্রয়োজন কি? সে মহান্ হইলেও, তাহাকে ক্ষুদ্রচেতা বলা যায়। হনুমানের সাগর লঙ্ঘন ও লঙ্কা বিমর্দ্দন রূপ প্রশংসনীয় কার্য্য আজ সফল হইল। আজ সুগ্রীব যে যুদ্ধবিক্রম, মন্ত্রণা এবং সসৈন্যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাও সফল হইল। যিনি বীর ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজ সেই বিভীষণেরও পরিশ্রম সফল হইল।

রামচন্দ্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সীতা অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া মৃগীর ন্যায় বিস্ফারলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমীপবর্ত্তিনী প্রেয়সীকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া রামেরও মন দ্বিধা বিভক্ত হইল। পরে লোকাপবাদ ভাবনা করিয়া প্রভূতঘৃতসিক্ত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় পুনর্ব্বার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তিনি ললাটে ভ্রুকুটীবন্ধন করিয়া বক্রভাবে

দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক বানর ও রাক্ষসগণের সমক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জানকীকে কহিলেন, তপঃসিদ্ধচেতা অগস্ত্য মুনি যেমন জীবলোকের দুষ্প্রধর্ষ্য দক্ষিণ দিক জয় করিয়াছিলেন, আমি তেমনি তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি; অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া মানুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছি; কোন কামনা করিয়া করি নাই। ভদ্রে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি জানিবে আমি যে জন্য বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে দারুণ রণ পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা তোমার জন্য করি নাই। আমি নিজ প্রখ্যাত বংশের মর্য্যাদা রক্ষা ও অপবাদ নিবারণ এবং নিজের কলঙ্ক মার্জ্জনই করিয়াছি। তোমার চরিত্রে সন্দেহ জন্মিয়াছে; সুতরাং তুমি আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া, নেত্ররোগীর সমক্ষে দীপশিখার ন্যায় আমাকে অত্যন্ত যাতনা দান করিতেছ। অতএব জানকি! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি দশ দিকের যেখানে ইচ্ছা হয় সেই দিকেই গমন কর। ভদ্রে! তোমায় আমার প্রয়োজন নাই। যে স্ত্রী পরগৃহে অধিক দিন বাস করিয়াছে, কোন্ তেজস্বী পুরুষ, ভাল বাসি বলিয়া লোভ বশতঃ সেই স্ত্রীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে! তুমি রাবণের অঙ্কে নিষ্পিষ্ট হইয়াছ এবং রাবণ দূষিত কামচক্ষে তোমায় নিরীক্ষণ করিয়াছে; অতএব আমি কিপ্রকারে তোমায় গ্রহণ করিয়া নিজ বিখ্যাত বিশুদ্ধ বংশকে কলঙ্কিত করিতে পারি? যে অভিপ্রায়ে আমি তোমায় উদ্ধার করিয়াছি, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে যেখানে ইচ্ছা গমন কর; আমি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াই তোমাকে এই কথা বলিলাম। যদি তোমার অভিরুচি হয়, লক্ষ্মণ, ভরত বা শত্রুঘ্নের নিকটেও থাকিতে পার। অথবা সীতে! সুগ্রীব কি বিভীষণকেও আশ্রয় করিতে পার। কিম্বা যেখানে নিজের সুখবোধ হয় সেই স্থানেই গমন কর। তুমি রাবণের গৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ, তাহাতে আবার তোমার রূপ অলৌকিক। সীতে! তোমার রূপ দেখিয়া এবং

ঈদৃশ সুযোগ পাইয়াও রাবণ যে নিশ্চিন্ত ছিল ও সহ্য করিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব হয় না।

যিনি প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিবারই পাত্রী, অভিমানিনী সেই জানকী প্রিয়ের মুখে এতাদৃশ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া গজেন্দ্র-শুণ্ডধৃতা লতার ন্যায় কম্পান্বিত কলেবরে প্রভূত বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

—:০:—

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

রাম ক্রুদ্ধ হইয়া এতাদৃশ দারুণ বাক্য বলিলেন শুনিয়া সীতা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। মহতী জনতাসমীপে স্বামীর সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী লজ্জায় অবনত হইয়া যেন নিজ গাত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সকল বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া যেন শল্যবিদ্ধের ন্যায় তাঁহার যাতনা বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া গদ্‌গদ বাক্যে অল্পে অল্পে ভর্ত্তাকে কহিলেন, বীর! ইতর ব্যক্তি যেমন ইতর স্ত্রীকে, আপনি তেমনি আমাকে ঈদৃশ কর্ণভেদী নিদারুণ অনুচিত বাক্য বলিতেছেন কেন? মহাবাহো! আপনি যেরূপ মনে করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি। আমি নিজ সচ্চরিত্রের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। ইতর স্ত্রীলোকের আচরণ দেখিয়া আপনি স্ত্রীজাতিকেই অবিশ্বাস করিতেছেন। কিন্তু আপনি যদি এপর্য্যন্ত আমাকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। প্রভো! আমি পরাধীন হইয়াই গাত্রস্পর্শজনিত দোষে দূষিত হইয়াছি, নিজের ইচ্ছায় পরের গাত্র স্পর্শ করি নাই; অতএব সে বিষয়ে দৈবেরই দোষ। যাহা আমার নিজের আয়ত্তাধীন, আমার সেই চিত্ত চিরকাল আপনাতে অনুরক্ত

রহিয়াছে। কিন্তু আমার দেহ পরাধীন ; অতএব তাহার উপর আমার কোন প্রভুত্বই নাই। মানদ! আমাদিগের অনুরাগ পরস্পরের উপর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং আমরা বহুকাল এক সঙ্গে যাপন করিয়াছি, তাহাতেও যখন আপনি আমাকে বুঝিতে পারেন নাই, তখন ইহকালের জন্য আর আমার আশাই নাই। বীর! আপনি যখন আমার অনুসন্ধান জন্য হনুমানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ত তখনও এই লঙ্কাতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তবে আপনি আমায় তখনই পরিত্যাগ করেন নাই কেন? আপনি যদি তৎকালে হনুমানকে এই কথা বলিয়া দিতেন, বীর! তাহা হইলে আমি তখনই জীবন ত্যাগ করিতাম। আপনাকেও অনর্থক প্রাণসংকট স্বীকার পূর্ব্বক সুহৃজ্জনকে ক্লেশ দান করিয়া ঈদৃশ যুদ্ধশ্রম করিতে হইত না। কি আশ্চর্য্য! হে রাজশার্দ্দূল! আপনি কেবল ক্রোধেরই বশ-বর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্র ব্যক্তির ন্যায়, জাতিতা ভিন্ন কিছুই বিবেচনা করিলেন না। আপনি একবারও ভাবিলেন না যে আমি নামে জনকের কন্যা কিন্তু বাস্তবিক আমি ভূগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। হে চরিত্রজ্ঞ! আপনি আমার চরিত্র বা স্বভাব বিবেচনা করিলেন না। আপনি বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও একবার ভাবিলেন না! আমার ভক্তি ও শীলতা সমস্তই পশ্চাৎ করিলেন।

ক্রন্দন করিতে করিতে বাষ্পগদ্গদ স্বরে এইরূপ কহিয়া জানকী অবশেষে কাতরচিত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমার জন্য চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও। চিতাই এই উপস্থিত বিপত্তির ঔষধ। আমি মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত হইয়াছি; অতএব আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমার গুণে অবিশ্বাস করিয়া আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করি-লেন ; অতএব আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব ; ইহাই এক্ষণে আমার উচিত আশ্রয়।

বৈদেহীর এইবাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রনিসূদন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রামের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ; আকারেঙ্গিত দ্বারা রামের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অভিমতিক্রমেই চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে কোন সুহৃদ্ ব্যক্তিই কালান্তকযমসদৃশ রামকে অনুনয়, বিনয় বা তাঁহার সহিত কথা, কি তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও সাহসী হইল না।

অনন্তর জানকী অধোমুখে অবস্থিত রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনের নিকট গমন করিলেন। এবং হুতাশনের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আমার হৃদয় কখনই রাঘবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে না। ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত ভাবে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করুন। কায়, মন, বা বাক্য দ্বারা আমি কখনই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ রাঘব ভিন্ন অন্যের সংসর্গ করি নাই ; ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য অগ্নি আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন। রাঘব যেন জানিতে পারেন, আমার চরিত্রে কোন দোষ নাই, এই জন্য লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন।

এই কথা বলিয়া, মৈথিলী নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রদীপ্ত পাবক প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উহাতে প্রবেশ করিলেন। সমবেত মহতী জনতার আবাল বৃদ্ধ সকলেই দর্শন করিল, জানকী প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রতপ্ত নূতন কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বলকান্তি তপ্তকাঞ্চনভূষিতা মৈথিলী সর্ব্বলোকের সমক্ষে প্রজ্বলিত পাবকে প্রবেশ করিলেন। সকল প্রাণীই দেখিতে পাইল, বিশালাক্ষী জনকতনয়া সুবর্ণবেদিকার ন্যায় অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। ত্রিলোকস্থ সকলেই দর্শন করিল, মহাভাগা সীতা পূর্ণ ঘৃতাহুতির ন্যায় হুতাশন মধ্যে পতিতা হইলেন। যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূতা বসুধারার ন্যায় জানকী পাবক মধ্যে পতিতা হইলেন,

দর্শন করিয়া স্ত্রীলোকেরা সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল। দেব গন্ধর্ব্ব ও দানব প্রভৃতি ত্রিলোকের সকলেই দেখিতে পাইল, মৈথিলী অভিশাপ হেতু মর্ত্ত্যলোকে নিপতিতা দেবতার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিতা হইলেন।

এইরূপে সীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে পর রাক্ষস ও বানরগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হা হা করিতে লাগিল।

—(:)—

ঊনবিংশাধিক শততম সর্গ।

বানর ও রাক্ষসগণের ঈদৃশ কলরব শ্রবণ করত ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র বাষ্পাকুললোচনে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এই সময় যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণসমভিব্যাহারী ধর্ম্মরাজ যম, সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ, ভগবান বৃষকেতন ত্রিলোচন মহাদেব, এবং সর্ব্বলোকস্রষ্টা, সর্ব্ববেদবিৎশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা, ইঁহারা সকলে সূর্য্যসঙ্কাশ স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করত লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং আভরণভূষিত বিপুল বাহু সকল উত্তোলন করিয়া দেবশ্রেষ্ঠগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রামকে কহিলেন, তুমি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা ও শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানীদিগের সর্ব্বপ্রধান হইয়াও সীতাকে অগ্নি প্রবেশ হইতে নিষেধ করিলে না কেন? তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ? তুমি পূর্ব্বকল্পে বসুদিগের প্রজাপতি ঋতুধামা নামে বসু ছিলে। তুমি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং স্বতঃ শক্তিমান্। তুমি রুদ্রগণের অষ্টম রুদ্র মহাদেব, এবং সাধ্যগণের পঞ্চম সাধ্য বীর্য্যবান্। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার দুই চক্ষু। হে পরন্তপ! তুমিই সৃষ্টির আদিতে ও অন্তে দৃষ্ট হইয়া থাক। তবে সামান্য মানুষের ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছ কেন?

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ লোকাধিপতি রঘুনন্দন রামচন্দ্র লোকপাল-দিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ সকল দেবশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, আমি ত জানি, আমি মানুষ; রাজা দশরথের পুত্র। যাহা হউক, আমি যে, এবং যে কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি, ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

কাকুৎস্থ এই কথা বলিলে পর ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, হে অবিতথপরাক্রমশালিন্! আমার নিকট প্রকৃত কথা শ্রবণ কর। তুমি শঙ্খচক্রগদাধর সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীপতি দেব নারায়ণ। তুমি একদন্ত আদিবরাহ; তুমি ত্রিকালাবজয়ী। রাঘব! আদিতে মধ্যে ও অন্তে যে সত্যস্বরূপ অক্ষয় ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকেন, তুমি সেই ব্রহ্ম। তুমি লোকের গতিস্বরূপ ধর্ম্ম; তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা; তুমি চতুর্ভুজ; তুমি শার্ঙ্গধন্বা; তুমি হৃষীকেশ; তুমি পূর্ণ; তুমি পুরুষোত্তম; তুমি পদ্মনাভ খড়্গধারী সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণবর্ণ; তুমি মহাবল; তুমি সেনানী; তুমি মন, তুমি সত্য; তুমি বুদ্ধি; তুমি ক্ষমা; তুমি দম; তুমি উৎপত্তিস্থান; তুমি প্রলয়স্থান; তুমি মধুসূদন; তুমি উপেন্দ্র। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা মহেন্দ্র। তুমি পদ্মনাভ; তুমি রণে শত্রুদিগের নাশকর্ত্তা। তুমি শরণ্য; দিবিস্থিত মহর্ষিগণ তোমাকেই শরণ বলিয়া থাকেন। তুমি সহস্রশীর্ষ বেদময়, তুমি শতশীর্ষ শ্রেষ্ঠতম শিশুমার প্রজাপতি। তুমি ত্রিলোকের আদিকর্ত্তা স্বয়ং প্রভু। তুমি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয়; তুমি সকলের পূর্ব্বজ, তুমি যজ্ঞ; তুমি বষট্কার, তুমি ওঙ্কার; তুমি পরাৎপর; তোমার উৎপত্তি বা নাশ কেহই জ্ঞাত নহে; তুমি যে কে তাহাও কেহই জানে না। তুমি সর্ব্বপ্রাণী, ব্রাহ্মণ জাতি, গোজাতি, এবং দশ দিক্, আকাশ, পর্ব্বত ও নদী সকলে দৃষ্ট হইয়া থাক। তুমি সহস্রপাদ, সহস্রশীর্ষ ও সহস্রলোচন। তুমি সর্ব্বপ্রাণী এবং পর্ব্বত সহিত পৃথিবী ধারণ করিতেছ। পৃথিবীর অভ্যন্তরে সলিলমধ্যে তুমি মহাসর্পরূপে দৃষ্ট হইয়া

থাক। রাম! তুমি দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বাদি ত্রিলোক ধারণ করিতেছ। রাঘব! আমি তোমার হৃদয়, দেবী সরস্বতী তোমার জিহ্বা, এবং মৎসৃষ্ট দেবতা সকল তোমার গাত্রের লোম। রাত্রি তোমার নিমেষ, দিবস তোমার উন্মেষ; বেদ সকল তোমার প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধক সংস্কার, তোমা ভিন্ন জগৎপ্রপঞ্চ নাই। জগৎসংসার তোমার শরীর; বসুধা তোমার ধৈর্য্য; অগ্নি তোমার কোপ; চন্দ্র সূর্য্য তোমার প্রসন্নতা; তুমি শ্রীবৎসলক্ষণ; তুমি পূর্ব্বে স্বীয় ত্রিবিক্রম দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি নিদারুণ বলিকে বদ্ধ করিয়া ইন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলে; সীতা লক্ষ্মী, আর তুমি কৃষ্ণবর্ণ প্রজাপতি দেব বিষ্ণু। তুমি রাবণের বিনাশ জন্য মানুষ বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। হে সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিপালক! তুমি এক্ষণে আমাদিগের সেই উদ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিলে। রাম! এক্ষণে রাবণ নিহত হইয়াছে, অতএব হৃষ্ট হইয়া স্বর্গে আরোহণ কর। দেব! তোমার বীর্য্য অমোঘ, তোমার পরাক্রম কখনই ব্যর্থ হয় না। রাম! তোমার দর্শন, এবং তোমার স্তবও কখনও নিষ্ফল হয় না। পৃথিবীতে যে সকল লোক তোমাতে ভক্তিমান্ হইবে, তাহারা নিষ্ফল হইবে না। তুমি পুরাণ পুরুষোত্তম; যাহারা অকপটচিত্তে তোমাতে ভক্তিমান্ হইবে, তাহারা ইহ ও পরলোকে সকল অভিলষিতই প্রাপ্ত হইবে।

যে সকল ব্যক্তি এই বেদোক্ত সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক পুরাবৃত্তপ্রতিপাদক দিব্য স্তব কীর্ত্তন করিবে, কি ইহলোক কি পরলোক, তাহারা কোথাও পরাভব প্রাপ্ত হইবে না।

বিংশাধিক শততম সর্গ।

ব্রহ্মার মুখোচ্চারিত এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিদেব সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া উত্থিত হইলেন। কৃশানু মূর্ত্তিমান্ হইয়া

চিতা অপসারণ পূর্ব্বক জনকাত্মজা বৈদেহীকে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন, এবং ক্রোড়ে করিয়া সেই আদিত্যবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা রক্তাম্বরধারিণী আকুঞ্চিতকৃষ্ণকেশী অম্লানমাল্যাভরণধারিণী বালা বৈদেহীকে রামচন্দ্রকে সমর্পণ করিলেন। এই রূপে সীতাকে সমর্পণ করিয়া ত্রিলোকসাক্ষী ভগবান্ হব্যবাহন রাঘবকে কহিলেন, রাম! এই তোমার জানকী; ইঁহার অন্তঃকরণে কোন পাপই নাই। এই শুভা সুশীলা জানকী বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারা কখনই সচ্চরিত্র তোমা ভিন্ন অন্যের প্রতি আসক্ত হন নাই। নির্জ্জন বনমধ্যে তুমি ইঁহার নিকটে ছিলে না, ইঁহার কোন উপায় এবং সামর্থই ছিল না, সুতরাং বলদর্পিত রাবণ বলপূর্ব্বক ইঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল। আর ইনি অন্তঃপুর মধ্যে গুপ্ত স্থানে স্থাপিতা হইয়াছিলেন; ভীষণ রাক্ষসী সকল নিয়ত ইঁহার প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, ইঁহার চিত্তও তোমাতেই একান্ত আসক্ত ছিল, সুতরাং তুমি ভিন্ন ইনি আর কাহাকেও আশ্রয় করেন নাই। ইঁহাকে অনেক তর্জ্জন এবং বিবিধ লোভ প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কিন্তু ইনি কিছুতেই রাবণকে গ্রাহ্যও করেন নাই; কারণ ইঁহার অন্তরাত্মা তোমাতেই একান্ত আসক্ত। ইঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সুতরাং ইনি নিষ্পাপা, অতএব তুমি ইঁহাকে গ্রহণ কর; আর দ্বিরুক্তি করিও না; আমি তোমায় আজ্ঞা করিতেছি।

অগ্নিদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র প্রীতচিত্তে হর্ষব্যাকুলিত লোচনে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। পরে মহাতেজা মহাবিক্রম ধৈর্য্যশীল ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দশরথনন্দন দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নিকে কহিলেন, শুভা জানকী বহুকাল রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এই জন্য লোকের সমক্ষে তাঁহার শুদ্ধিপরীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি যদি শুদ্ধি পরীক্ষা না করাইয়া জানকীকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে বলিবে দশরথের পুত্র রাম স্ত্রৈণ ও কামপরায়ণ। আমিও জানি, জনকা-

জ্জা মৈথিলী অনন্যহৃদয়া; নিয়ত আমাতেই চিত্ত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিলোকের বিশ্বাস জন্যই আমি সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক জানকীর হুতাশনপ্রবেশ উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এই বিশালাক্ষীর সতীত্ব তেজই ইঁহাকে রক্ষা করিতেছে; অতএব রাবণের সাধ্য কি যে ইহাকে অতিক্রম করে; সাগরের বেলা অতিক্রম করিতে কাহার সামর্থ্য আছে। আমি নিশ্চয় জানি, সেই দুষ্টাত্মা রাবণ পাবকের শিখার ন্যায় এই অপ্রাপ্যা মৈথিলীকে মনোদ্বারাও ধর্ষণ করিতে পারে নাই। রাবণের অন্তঃপুরে থাকিলেও ইঁহার চিত্ত কখনই চঞ্চল হইতে পারে না। কারণ ইনি সতী, ভাস্করের প্রভার ন্যায় ইনি আমার ভিন্ন আর কাহারই নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে জনকাত্মজা ত্রিলোকের নিকটেই নিজ বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিলেন; অতএব মনস্বী ব্যক্তি যেমন স্বীয় কীর্ত্তি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, আমিও তেমনি এক্ষণে আর ইঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ, আপনারা যখন স্নেহ সহকারে হিতবোধে আজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমাকে অবশ্যই আপনাদিগের হিতবাক্য রক্ষা করিতে হইবে।

মহাযশা মহাবল সুখোচিত রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন; তৎকালে সকলেই তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল।

—:•:—

একবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

রাঘবকথিত পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করত মহেশ্বর তদপেক্ষা শুভতর বাক্যে কহিলেন, হে কমললোচন! হে মহাবাহো! হে মহাবক্ষঃ! হে পরন্তপ! সৌভাগ্যক্রমে আজ তুমি এই মহাকার্য্য সাধন করিলে। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! ত্রিলোকের রাবণভয়রূপ যে ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, রাম! তুমি আজ

যুদ্ধে সেই দুঃখ দূর করিলে। এক্ষণে কাতরচিত্ত ভরত, যশস্বিনী কৌশল্যা আর মাতা কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে দর্শন পূর্ব্বক আশ্বাস দান; এবং রাজ্যলাভ, অযোধ্যায় প্রজা ও আত্মীয়বর্গকে তুষ্ট; ইক্ষ্বাকুবংশ প্রতিষ্ঠা, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অনন্যসাধারণ যশোলাভ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া স্বর্গে আরোহণ কর। কাকুৎস্থ! মনুষ্যলোকে তোমার পিতা ও গুরু রাজা দশরথ তোমাকে পুত্র লাভ করিয়া উদ্ধার প্রাপ্তি পূর্ব্বক ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; এই দেখ, তিনি দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিমানে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে ইহাঁকে প্রণাম কর।

মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঘব লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে বিমানাগ্রস্থিত পিতাকে প্রণাম করিলেন। তিনি ও লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগের পিতা নির্ম্মল শুভ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিজদেহপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া আছেন। তখন বিমানস্থিত মহাসনোপবিষ্ট মহারাজ দশরথ ও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর পুত্রকে দর্শন করত ক্রোড়ে লইয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্র! আমি স্বর্গলাভ করিয়াছি, এবং দেবতাদিগের সহিত সমান হইয়াছি কিন্তু আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি তোমার বিরহ নিবন্ধন ইহাতেও পরিতুষ্ট নহি। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তোমাকে বনবাস দিবার জন্য কৈকেয়ী যে সকল বাক্য বলিয়াছিল, আমার অন্তঃকরণে আজও সেই সকল বাক্য বিদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু আজ তোমাকে ও লক্ষ্মণকে দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া, আমি নীহারগর্ভ হইতে দিবাকরের ন্যায় সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হইলাম। পুত্র! তুমি আমার সুপুত্র ও মহাত্মা; অষ্টাবক্র হইতে ধর্ম্মাত্মা কহোল ব্রাহ্মণের ন্যায়, আমি তোমা হইতেই উদ্ধার পাইয়াছি। সৌম্য! আমি লোকপালদিগের নিকট এইমাত্র অবগত হইলাম যে, তুমি পুরুষোত্তম নারায়ণ; রাবণ বধের জন্য মানুষরূপে আত্মগোপন করিয়াছ। রাম!

কৌশল্যাই ধন্যা, তিনি শত্রুবিনাশ পূর্ব্বক বনবাসান্তে গৃহে প্রত্যাগত তোমাকে দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। রাম! তুমি নগরীতে প্রতিগমন করিলে পর যাহারা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য। রাম! আমি তোমাকে তোমার অনুরক্ত ভ্রাতা বলবান্ পবিত্রচেতা ধর্ম্মচারী ভরতের সহিত সম্মিলিত দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। সৌম্য! তুমি আমাকে তুষ্ট করিবার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে সম্পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়াছ। এক্ষণে তোমার বনবাস সমাপন হইয়াছে। তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। রণে রাবণকে সংহার করিয়া তুমি দেবতাদিগকেও পরিতুষ্ট করিয়াছ। উদ্দিষ্ট কার্য্য সম্যক্ সম্পাদন করিয়াছ, শত্রুসূদন! প্রশংসনীয় যশও প্রাপ্ত হইয়াছ; এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ভ্রাতৃদিগের সমভিব্যাহারে দীর্ঘজীবন ভোগ কর।

রাজা দশরথ এই কথা কহিলে পর, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হউন। পিতঃ! আমি তোমাকে ও তোমার পুত্রকে ত্যাগ করিলাম, আপনি এই বলিয়া কৈকেয়ীকে যে দারুণ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন প্রভো! সে শাপ যেন তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে স্পর্শ না করে।

তখন রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলিপুট রামচন্দ্রকে তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! রাম প্রসন্ন হইলে তুমি ইহলোকে ধর্ম্ম ও বিপুল যশ এবং চরমে স্বর্গ ও অনুত্তম মহিমালাভ করিতে পারিবে। হে সুমিত্রানন্দিবর্দ্ধন! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি রামের সেবা কর; রাম সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের হিতসাধনে নিরত। এই ত দেখিলে, এই সকল ইন্দ্রাদি লোকপাল এবং সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ পুরুষোত্তম রামকে অভিবাদন করিয়া অর্চ্চনা করিলেন। বেদে যে অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম দেবতাদিগের হৃদয় ও গোপনীয় বস্তু স্বরূপে উক্ত হইয়াছে, পরন্তপ এই রাম

সেই বস্তু। লক্ষ্মণ! তুমি ধৈর্য্যসহকারে সীতার সহিত রামের সেবা করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্মাচরণ ও বিপুল যশোলাভ হইয়াছে।

লক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া রাজা দশরথ পরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা পুত্রবধূকে প্রীতি সহকারে মধুর বাক্যে অল্পে অল্পে কহিলেন, জনকতনয়ে! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্রোধ বা দুঃখ করিবে না; তোমার বিশুদ্ধি প্রমাণ করিয়া তোমার হিতসাধন করিবার জন্যই রাম এই কার্য্য করিয়াছিলেন। পুত্রি! তুমি সচ্চারিত্র প্রমাণ করিবার জন্য যে কার্য্য করিলে, ইহা অন্য স্ত্রীলোকের সুদুষ্কর। তুমি যাহা করিলে, তাহাতে সমস্ত নারীজাতিরই যশ হইবে। বৎসে! পতিসেবা করিতে তোমাকে অনুরোধ করিতে হয় না, তথাপি উপদেশ করা আমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, যে এই রামই তোমার পরম দেবতা।

রাজা দশরথ দুই পুত্র ও সীতাকে ইত্যাদি প্রকার উপদেশ দান করিয়া বিমানারোহণে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।

পুত্রদ্বয় ও সীতাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নৃপশ্রেষ্ঠ মহানুভব দশরথ হর্ষজনিত লোমাঞ্চিত কলেবরে বিমানে আরোহণ করত দিব্য কান্তি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

দশরথ গমন করিলে পর পাকশাসন দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে পরন্তপ! তুমি যে আমাদিগের দর্শন পাইলে, তাহা তোমার বিফল না হয়, এইজন্য আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

মহাত্মা মহেন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে পর রাম নিতান্ত

আহ্লাদিত হইয়া বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, হে দেবরাজ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। প্রভো! আমার জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যে সকল বানর যমালয়ে গমন করিয়াছে, তাহারা সকলেই পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক। হে মানদ! যে সকল বানর আমার জন্য স্ত্রী পুত্র হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, আমার ইচ্ছা তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সুখিত দর্শন করি। হে পুরন্দর! এই যে সকল বীর বানর আমার জন্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মৃত্যুকে গ্রাহ্য না করিয়া যত্ন করত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি ইহাদিগকে জীবন দান করুন। যাহারা আমার প্রিয়সাধননিযুক্ত হইয়া মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে নাই, তাহারা পুনর্জ্জীবিত হউক্। দেব! আমি এই বর প্রার্থনা করি। হে মানদ! সেই সকল বানর, গোলাঙ্গূল ও ঋক্ষদিগকে পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও অক্ষতশরীর এবং বলবীর্য্যসম্পন্ন দর্শন করিতে বাসনা করি। আর ও প্রার্থনা করি, এই সকল বানর যে কোন স্থানে বাস করিবে, সেই স্থানেই অকালেও পুষ্প ও ফল মূল সকল প্রচুর উৎপন্ন হইবে; এবং নদী সকলের জল নির্ম্মল থাকিবে।

মহাত্মা রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্র প্রীতিসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন, তাত রঘুনন্দন। তুমি অতি অদেয় বর প্রার্থনা করিলে। যাহা হউক্, আমি কখনও দুই কথা বলি নাই, অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। যে সকল ঋক্ষ ও গোলাঙ্গূলগণ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ছিন্নবাহু, ও ছিন্নানানাদিরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই উত্থিত হউক। বানরগণ পূর্ব্ববৎ বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া অক্ষতশরীরে যেন নিদ্রাবসানেই জাগরিত হইয়া উত্থিত হউক্। সকলেই পুনর্ব্বার বন্ধু, বান্ধব, স্বজন ও জ্ঞাতিদিগের সহিত পরমানন্দে সম্মিলিত হউক্। হে মহাধনুর্দ্ধারিন্! ইহারা যে কোন স্থানে বাস করিবে

সেই স্থানেই বৃক্ষসকল অকালেও পুষ্পফল প্রসব করিবে,এবং নদী সকল সকল ঋতুতেই বিমল জলে পরিপূর্ণ থাকিবে। ইহাদিগের শরীর ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অক্ষত ও পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইবে।

পুরন্দর এই কথা বলিবামাত্র, নিহত বানরগণ সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। তদ্দর্শনে বানরেরা এ কি! বলিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।

অনন্তর দেবতারা সকলেই পরমানন্দিত হইয়া কৃতকার্য্য রাম ও লক্ষ্মণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে এস্থান হইতে অযোধ্যায় গমন কর; বানর-দিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ কর; অনুরক্তা যশস্বিনী মৈথিলীকে সান্ত্বনা কর, ত্বদীয় শোকনিবন্ধন মুনিব্রতাচারী ভ্রাতা ভরতের সহিত সাক্ষাৎ কর, মহাত্মা শত্রুঘ্ন এবং মাতৃদিগকে যাইয়া দর্শন কর, রাজ্যে অভিষিক্ত হও, পুরবাসীবর্গ ও অমাত্য-দিগকে আনন্দিত কর।

সহস্রলোচন রামলক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া, সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানযোগে সমস্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে দেবশ্রেষ্ঠদিগকে অভিবাদন করিয়া সৈন্যদিগকে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর রামলক্ষ্মণপালিতা প্রহৃষ্টমনা যশস্বিনী ঐ মহাচমূ জ্যোৎস্নাসমুদ্ভাসিতা যামিনীর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল।

—:•:—

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র ঐ রাত্রি সুখে যাপন করত পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে পর বিভীষণ জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য, অঙ্গ-রাগ, বস্ত্র, আভরণ এবং দিব্য মাল্য ও চন্দন সকলই প্রস্তুত;

অলংকরণনিপুণা এই সকল কমললোচনা ললনাও উপস্থিত। হে রঘুনন্দন! ইহারা আপনাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।

এই কথা শুনিয়া কাকুৎস্থ বিভীষণকে উত্তর করিলেন, তুমি সুগ্রীবাদি বানরশ্রেষ্ঠদিগকে স্নান করাও। বয়স্য! সত্যনিষ্ঠ মহাবাহু সুকুমার সুখোচিত ভ্রাতা ভরত আমারই জন্য কষ্ট করিতেছেন। সেই কৈকেয়ীনন্দন ধর্ম্মচারী ভরতকে ছাড়িয়া স্নান বা বসন ভূষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না। অতএব এক্ষণে আমরা যাহাতে সত্বর এস্থান হইতে অযোধ্যায় গমন করিতে পারি, তুমি তাহারই উদ্যোগ দেখ। অযোধ্যায় যাইতে আমাদিগকে বহু দুর্গম দূর পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

রাম এই কথা কহিলে পর বিভীষণ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজনন্দন! আমিই আপনাকে অযোধ্যানগরীতে লইয়া যাইব। আপনার মঙ্গল হউক। রাবণ বল পূর্ব্বক আমার ভ্রাতা কুবেরের সূর্য্যসন্নিভ পুষ্পক নামক বিমান হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হে বিপুলবিক্রম! যুদ্ধ জয় পূর্ব্বক সমানীত ঐ কামগামী দিব্য বিমান আপনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ মেঘসঙ্কাশ বিমান এই লঙ্কামধ্যেই আছে; আপনি ঐ বিমানে আরোহণ করিয়া অক্লেশে অযোধ্যায় উপস্থিত হইবেন। এক্ষণে যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার কর্ত্তব্য হয়; যদি আমাতে আপনি কোনও গুণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন; আর যদি আমাতে আপনার প্রণয় থাকে, হে প্রাজ্ঞ রামচন্দ্র! তাহা হইলে আপনি লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত কিয়ৎকাল এই স্থানে বাস করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন, তাহার পর গমন করিবেন। আমি প্রীতি সহকারে আপনার পূজা করিব; আপনি সৈন্য ও সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে ঐ পূজা গ্রহণ করুন। রাঘব! আমি প্রণয়, বহুমান এবং সৌহার্দ্দবশতই আপনার অভিমতি প্রার্থনা করিতেছি; আমি আপনার কিংকর; অত-এব আপনাকে আদেশ করিতে পারি না।

বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র বানর ও রাক্ষস-দিগের সকলকেই শুনাইয়া উত্তর করিলেন, বীর! তুমি অসা-ধারণ সন্নিস্থ এবং কায় মনে যত্ন ও পরম মিত্রতা করিয়াই আমার যথেষ্ট পূজা করিয়াছ। রাক্ষসেশ্বর! আমি যে তোমার বাক্য রক্ষা করিলাম না এরূপ বিবেচনা করিও না; তবে, যে ভরত আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আগমন করিয়া মস্তক দ্বারা পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করি নাই, বীর! সেই ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্যই আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে। মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্যান্য গুরুজন, আত্মীয়বর্গ ও পুরবাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যও আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অত-এব সৌম্য! আমাকে বিদায় দান কর; বিভীষণ! আমি যথেষ্ট পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি। সখে! আমি তোমার উপরোধ রক্ষা করিলাম না, বলিয়া ক্ষুব্ধ হইও না। রাক্ষসেশ্বর! আমার জন্য শীঘ্র বিমান আনয়ন কর। আমার কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইয়াছে; অতএব আর এখানে বাস করিতে কিপ্রকারে আমার ইচ্ছা হইতে পারে?

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণ সত্বর হইয়া সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানকে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্র সর্ব্বাঙ্গে কাঞ্চনবিচিত্রিত, বৈদূর্য্যবেদিসম্পন্ন, বিবিধ কূটাগারে পরিরক্ষিত, সর্ব্বতঃ রজতকান্তি, বিবিধ শুভ্রপতাকা ও ধ্বজদণ্ড-সকলে সমলঙ্কৃত, পদ্মবিভূষিত কাঞ্চনময় হর্ম্ম্য সকলে পরিবৃত, কিঙ্কিণীজালবেষ্টিত, মণিময়গবাক্ষসম্পন্ন, সর্ব্বত্র মধুররাবিঘণ্টা-জালে পরিক্ষিপ্ত, সুবিশাল হর্ম্ম্য সকলে ভূষিত, বিবিধ স্ফটিক বিচিত্রিত তল ও বৈদূর্য্যনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট আসনসমন্বিত, মহামূল্য আস্তরণোপেত, বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত শৈলশিখরাকার ঐ সুবর্ণময় মনোগামী দিব্য বিমান তথায় উপস্থিত হইল। তখন বিভীষণ রামচন্দ্রকে ঐ বিমান নিবেদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

উদারচেতা রাম ও লক্ষ্মণ ঐ সমুপস্থিত শৈলসঙ্কাশ কামগামী বিমান দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

— ៖·៖ —

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

পুষ্পভূষিত পুষ্পক রথ উপস্থাপন করিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ও ব্যগ্রভাবে রামচন্দ্রকে কহিলেন, আজ্ঞা করুন, আমায় কি করিতে হইবে। তখন মহাতেজা রামচন্দ্র বিবেচনা পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে শুনাইয়া প্রণয়সহকারে বিভীষণকে কহিলেন, বিভীষণ! এই সকল বানর অতিযত্নের সহিত কার্য্য সাধন করিয়াছে, অতএব তুমি বিবিধ রত্ন অস্ত্র ও বস্ত্রাদি দান করিয়া ইহাদিগের সমাদর কর। রাক্ষসেশ্বর! ইহারা প্রাণভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎফুল্লচিত্তে যুদ্ধ করিয়াছিল, সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, আমি ইহাদিগের সাহায্যেই অজেয়া লঙ্কা জয় করিয়াছি। অতএব তুমি এই সমস্ত কৃতকর্ম্মা বানর ও ভল্লুকাদির সকলকেই ধনরত্ন প্রদান করিয়া ইহাদিগের পরিশ্রম সফল কর। বানরযূথপতিগণ তোমার নিকট সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপন আপন স্থানে প্রতিগমন করিবে। তোমাকে দানশীল, অথচ ন্যায়ানুসারে যথাকালে অর্থসংগ্রাহক এবং দয়ালুহৃদয় ও কৃতজ্ঞ জানিতে পারিলে, সকলেই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবে। এই জন্যই আমি তোমাকে এইরূপ করিতে উপদেশ করিতেছি। রাজন্! যে রাজার দান মানাদি কোন গুণই নাই, অথচ কেবল অনর্থক সৈন্যদিগকে সমরে সংহার করান, সৈন্যগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ যথোচিত রূপে বানরদিগকে বিবিধ রত্ন বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগের সম্যক্ সমাদর করিলেন।

রত্ন ও অর্থাদি দান দ্বারা বানরযূথপতিদিগের সমাদর করা হইল দর্শন করিয়া, রামচন্দ্র সেই লজ্জিতা যশস্বিনী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া, ধনুর্দ্ধারী বিক্রমশালী ভ্রাতা লক্ষ্মণের সমভি-ব্যাহারে সেই অনুত্তম বিমানে আরোহণ করিলেন। এবং বিমানে অবস্থিতি করিয়া সমস্ত বানর এবং মহাবীর্য্য সুগ্রীব ও বিভীষণের সমাদর করিয়া কহিলেন, হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা মিত্রের কার্য্য করিয়াছ। এক্ষণে আমি বিদায় দান করিতেছি, তোমরা স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব স্থানে গমন কর। প্রণয়ী হিতৈষী ধর্ম্ম-ভীরু বয়স্যের যাহা কর্ত্তব্য, সুগ্রীব! তুমি তাহার সমস্তই করি-য়াছ। এক্ষণে স্বসৈন্য সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর। বিভীষণ! তুমিও মদত্ত স্বীয় লঙ্কারাজ্য উপভোগ কর। ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি প্রজাদিগকে ন্যায় পথে প্রবর্ত্তিত কর। আমি আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব; প্রার্থনা করি, তোমরা সকলে আমায় অনুমতি করিবে; আমি তোমাদিগের সকলের নিকট বিদায় যাচঞা করিতেছি।

এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত মহাবল বানরগণ এবং রাক্ষসগণ ও বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আমরা অযোধ্যায় গমন করিতে বাসনা করি। আপনি আমাদিগকেও লইয়া চলুন। রাজশ্রেষ্ঠ! আমরা তথায় মহানন্দে বন ও নগর সকলে বিচরণ করিব। পরে অনতি বিলম্বেই আপনাকে অভিষেক জলে স্নাত দর্শন ও মাতা কৌশল্যাকে অভিবাদন করিয়া আমরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিব।

বানরগণের ও বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণকে কহিলেন, আমি তোমাদিগের সহিত গৃহে গমন করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত একত্র আমোদ প্রমোদ করিব, ইহা অপেক্ষা আমার আনন্দ আর কি হইতে পারে? অতএব সুগ্রীব! তুমি সত্বর বানরদিগের সহিত বিমানে

আরোহণ কর। রাক্ষসরাজ বিভীষণ! তুমিও অমাত্যদিগের সমভিব্যাহারে আরোহণ কর।

অনন্তর বানরগণের সহিত সুগ্রীব এবং অমাত্যদিগের সহিত বিভীষণ হৃষ্টচিত্তে বিমানে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা সকলেই আরোহণ করিলে পর কুবেরের সেই দিব্য বিমান রামের অনুমতি পাইয়া আকাশে উত্থিত হইল। হংসযুক্ত ভাস্করকান্তি বিমান আকাশে আরোহণ করিলে, রাম হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইয়া কুবেরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। মহাবল বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ সকলেই ঐ বিমানে স্বচ্ছন্দে অসম্বাধে উপবেশন করিল।

—:০:—

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

মহানাদসম্পন্ন হংসযুক্ত ঐ দিব্য বিমান রামের অনুমতি পাইয়া আকাশে উত্থিত হইল। অনন্তর রঘুনন্দন চারি দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শশিনিভাননা জনকনন্দিনী সীতাকে কহিলেন, বৈদেহি! কৈলাসশিখরাকার ত্রিকূটশিখরে অবস্থাপিতা বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিতা লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ কর। সীতে! এই মাংসশোণিতকর্দ্দমে পরিপূর্ণা যুদ্ধভূমিও দর্শন কর, বিস্তর বানর ও রাক্ষস এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হে বিশাললোচনে সীতে! বরদর্পিত লোকপ্রমাথী রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার জন্য আমার হস্তে নিহত হইয়া এই স্থানে শয়ন করিয়াছেন। নিশাচর কুম্ভকর্ণ এবং প্রহস্তও এই স্থানে নিপাতিত হইয়াছে। হনুমান্ এই স্থানে ধূম্রাক্ষকে বিনাশ করিয়াছে, বিদ্যুন্মালী রাক্ষস মহাবল সুষেণের হস্তে এই স্থানে নিপাতিত হইয়াছে। এই স্থানে লক্ষ্মণ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিতকে সমরে সংহার করিয়াছেন।

বিকটাক্ষ নামে রাক্ষস এই স্থানে অঙ্গদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ধূম্রাক্ষ বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, ত্রিশিরা, অতিকায়, যুদ্ধোন্মত্ত মত্ত, রাক্ষসপ্রবর দেবান্তক ও নরান্তক, কুম্ভকর্ণের পুত্র বলবান্ নিকুম্ভ ও কুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র ও অন্যান্য অনেকানেক মহাবল রাক্ষস সকল এই স্থানে নিহত হইয়াছে। এই স্থানেই আমি দুর্দ্ধর্ষ মকরাক্ষকে যুদ্ধে নিপাত করিয়াছি। অকম্পন, শোণিতাক্ষ, বীর্য্যবান্ যূপাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, ভীষণদর্শন নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্ব, যজ্ঞশক্র, সুপ্তঘ্ন, মহাবল সূর্য্যশক্র, এবং ব্রহ্মশক্র ও অন্যান্য বিবিধ রাক্ষসও এই স্থানেই মহাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সীতে! এই স্থানে রাবণের ভার্য্যা মন্দোদরী রাবণের জন্য বিলাপ করিয়াছিল। তৎকালে তাহার সহস্রাধিক সপত্নী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিল। চারুবদনে! ঐ সাগরের অবতরণস্থান দৃষ্ট হইতেছে; সাগর পার হইয়া আমরা সে রাত্রি ঐ স্থানেই যাপন করিয়াছিলাম। হে বিশালাক্ষি! তোমার জন্য আমি নলের সাহায্যে লবণসাগরের জলে এই সুদুষ্কর সেতু বন্ধন করিয়াছিলাম। বৈদেহি! দর্শন কর শঙ্খশুক্তি-সমাকুল এই অক্ষোভ্য অপার বারিনিধি গর্জ্জন করিতেছে। মৈথিলি! ঐ দেখ, হনুমানের বিশ্রাম জন্য কাঞ্চনময় কাঞ্চনবর্ণ পর্ব্বতরাজ সাগরজল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এই পর্ব্বত সাগরের গর্ভেই অবস্থিতি করিতেছে। সীতে! এই দেখ, এই স্থানে আমি সেনানিবেশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে দেবদেব মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই অগাধ অপার সাগরে সেতুবন্ধনামক ত্রিলোকপূজিত তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে। এই পরমতীর্থ পবিত্র ও পাপনাশক। রাক্ষসরাজ বিভীষণ এই স্থানেই আমার নিকট প্রথম আগমন করিয়াছিলেন। সীতে! সুগ্রীবের রম্য নগরী এই দৃষ্ট হইতেছে; আমি এই স্থানে বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম।

তখন বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরী দর্শন করিয়া সীতা প্রণয়-

বশতঃ ব্যগ্র হইয়া বিনীতভাবে রামকে কহিলেন, রাজন্! আমি সুগ্রীবের তারাদি প্রিয় ভার্য্যা ও অন্যান্য বানরশ্রেষ্ঠদিগের ভার্য্যা সকলের সমভিব্যাহারে আপনার সহিত অযোধ্যায় গমন করিতে ইচ্ছা করি।

এই কথা শুনিয়া রাঘব সীতাকে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া বিমান স্থাপন করিলেন এবং বিমানকে অবস্থিত দেখিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, বানররাজ! তুমি বানরযূথপতিদিগকে বল, যে তাহারা স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া অযোধ্যায় গমন করে। সীতা ঐ সকল বানরপত্নীর সমভিব্যাহারে গমন করিবেন। তাহারা যাহাতে সত্বর স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া আইসে, তাহার ব্যবস্থা কর; বানরাধিপতে! আমাকে সত্বর যাইতে হইবে।

অতুল-তেজস্বী রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বানররাজ সুগ্রীব সমস্ত বানরশ্রেষ্ঠের সহিত সত্বর পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তারাকে দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! সীতার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য রামচন্দ্র অনুমতি করিয়াছেন, তুমি সমস্ত প্রধান প্রধান বানরগণের পত্নীদিগকে লইয়া সত্বর আগমন কর। আমরা বানরনারীদিগকে অযোধ্যা ও মহারাজ দশরথের ভার্য্যাদিগকে দর্শন করাইব।

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তারা সমস্ত বানরশ্রেষ্ঠদিগের পত্নীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব আজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা সকলেই স্ব স্ব স্বামীদিগের সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় গমন কর, তোমরা গমন করিলে আমিও সন্তুষ্ট হইব। অযোধ্যা দর্শন করিতে আমরাও বাসনা আছে। রাম পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত পুরপ্রবেশ করিবেন, আমরা তাহা দর্শন করিব। রাজা দশরথের মহিষীদিগের সুখসম্পত্তিও দেখিতে পাইব।

তারার আদেশ পাইয়া বানরকামিনী সকল সীতাদর্শন

জন্য সমুৎসুক হইয়া যথোচিত বেশভূষা করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিল। তখন বিমান তাহাদিগকে লইয়া আকাশে উত্থিত হইল দর্শন করিয়া রাম ঋষ্যমূকের সমীপে সীতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, সীতে! কাঞ্চনধাতুমণ্ডিত এই বিশাল শৈলরাজ ঋষ্যমূক বিদ্যুৎসহকৃত বারিদের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সীতে! এই স্থানে আমি বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য এবং বালিবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। চারুবদনে! তোমার বিরহে একান্ত দুঃখিত হইয়া আমি যথায় বিলাপ করিয়াছিলাম,এই সেই বিচিত্রকাননবেষ্টিতা পদ্মষণ্ডপরিব্যাপ্তা পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে। ইহারই তীরে আমি ধর্ম্মচারিণী শবরীকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই স্থানেই আমি যোজনবাহু কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছিলাম। সীতে! ঐ সেই জনস্থানের বনস্পতি দৃষ্ট হইতেছে। বিলাসিনি! তোমার জন্য ঐ স্থানে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। আমি সরলপাতী বাণগণ দ্বারা ঐ স্থানে মহাবীর্য্য খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছিলাম। বিলাসিনি! তোমার জন্য পক্ষিরাজ মহাতেজা মহাবল জটায়ুও এই স্থানে রাবণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সুন্দরি! এই আমাদিগের সেই আশ্রমস্থান। শুভদর্শনে! সেই পর্ণশালা এখনও সেইরূপ সুন্দরই রহিয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ এই পর্ণশালা হইতেই তোমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল। এই সেই স্বচ্ছসলিলা রম্যা গোদাবরী; কদলীবনবেষ্টিত অগস্ত্যাশ্রমও এই দৃষ্ট হইতেছে। এই মহাত্মা সুতীক্ষ্ণের সমুজ্জ্বল আশ্রম। বৈদেহি! মহর্ষি শরভঙ্গের মহৎ আশ্রমও ঐ দেখা যাইতেছে। দেবরাজ পুরন্দর এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। দেবি! সুমধ্যমে! এই সেই সকল তপস্বী দৃষ্ট হইতেছেন; সূর্য্যাগ্নিসঙ্কাশ কুলপতি অত্রি এই স্থানে বাস করেন। সীতে! ঐ স্থানে ধর্ম্মচারিণী তপোনিরতা অত্রিপত্নীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই প্রদেশেই

আমি মহাকায় বিরাধকে সংহার করিয়াছিলাম। সুতনু! এই শৈলরাজ চিত্রকূট প্রকাশ পাইতেছে, এই স্থানে কৈকেয়ী-নন্দন আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ঐ দূরে বিচিত্রকাননবেষ্টিত যমুনা নদী দৃষ্ট হইতেছে; মৈথিলি! মহর্ষি ভরদ্বাজের সুন্দর আশ্রমও ঐ দেখা যাইতেছে। সীতে! এই দেখ নানাপক্ষিসমাকীর্ণা সুপুষ্পিতকাননা পুণ্যা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা। এই সেই শৃঙ্গবেরপুর; আমার সখা গুহ এই পুরে বাস করেন। সীতে! ঐ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা দৃষ্ট হইতেছে, জানকি! প্রণাম করি; তুমি আবার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে।

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত বানরগণ এবং বিভীষণ হৃষ্টচিত্তে বারম্বার উত্থিত হইয়া অযোধ্যা দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরাদি সকলে সুধাধবলিত প্রাসাদশ্রেণীতে পরি-ব্যাপ্তা, গজবাজিসমাকুলা সুপ্রশস্তরাজপথশোভিতা মহেন্দ্রের অমরাবতীসদৃশী অযোধ্যা দর্শন করিতে থাকিল।

—:•:—

ষড়্বিংশাধিকশততম সর্গ।

মুনিব্রতাচারী রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ সংবৎসর পূর্ণ করিয়া পঞ্চম দিবসে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া তপোধনকে বন্দনা করিলেন। বন্দনা করিয়া কাকুৎস্থ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কি অযোধ্যার কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছেন? রাজ্যে ত অন্নকষ্ট নাই? ভরত ত সাবধান হইয়া প্রজাপালন করিতেছেন? মাতৃগণ ত সকলেই জীবিত আছেন?

রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ অতীব আনন্দিত হইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, রঘুকুলধুর-ন্ধর! ভরত তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তোমার পাদুকাযুগল পূজা করিতেছে এবং জটাভার বহন করিয়া তোমারই অপেক্ষা

করিয়া আছে। তোমার গৃহেরও সমস্ত কুশল। হে সমিতিঞ্জয়! পূর্ব্বে তুমি যখন কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রাজ্যচ্যুত এবং পিতৃসত্যপালনজন্য কেবল ধর্ম্মানুরোধে ত্যক্তসর্ব্বস্ব ও বন্যফলমূলাশী হইয়া চীর বসন পরিধান ও বিবিধ সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গচ্যুত অমরের ন্যায় কেবল ভ্রাতা ও ভার্য্যার সমভিব্যাহারে পাদচারে মহাবনে প্রস্থান করিয়াছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ ও দয়া হইয়াছিল। এক্ষণে আবার তুমি শত্রুসংহারপূর্ব্বক সংপূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া মিত্র ও বান্ধবগণের সহিত প্রত্যাগমন করিলে দেখিয়া আমার তেমনি অপার আনন্দ হইল। রাঘব! তুমি জনস্থানে বাস করিয়া যে কিছু সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলে, আমি সে সমস্তই অবগত হইয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণদিগের উপরোধে সাবধান হইয়া সমস্ত তাপসদিগকে রক্ষা করিতেছিলে; ইতিমধ্যে রাবণ তোমার এই অনিন্দিতা ভার্য্যা হরণ করে, আমি তাহা জ্ঞাত হইয়াছি। রাম! মারীচদশন, সীতাহরণ; কবন্ধদর্শন, পম্পাভিগমন; সুগ্রীবের সহিত তোমার সখ্য; তোমার বালি-বধ; পবননন্দন হনুমানের সীতান্বেষণ; সীতার অনুসন্ধানের পর নল কর্তৃক সেতুবন্ধন; বলবান্ বানরযূথপতিদিগের লঙ্কাদাহন; পুত্র, বান্ধব, অমাত্য, সৈন্য ও বাহনের সহিত যুদ্ধে বলদর্পিত রাবণের নিধন, দেবকণ্টক রাবণ নিধনের পর দেবগণের আগমন ও তোমাকে বর প্রদান, হে ধর্ম্মবৎসল! আমি তপোবলে এই সমস্ত বৃত্তান্তই যথাবৎ অবগত হইয়াছি। আর তোমার সংবাদ লইয়া আমার শিষ্যগণও আশ্রম হইতে প্রতিনিয়ত অযোধ্যায় যাতায়াত করে। হে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ! আমিও এক্ষণে তোমাকে বর প্রদান করিব। অদ্য তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। কল্য অযোধ্যায় গমন করিবে।

রাজনন্দন রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া উত্তর করিলেন, যে আজ্ঞা, আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই হউক।

এই বলিয়া রাঘব বর প্রার্থনা করিলেন। কহিলেন, ভগবন্! অযোধ্যাগমনকালে আমার পথের দুই পার্শ্বে যেন অকালে ফলবান্ মধুস্রাবী বিবিধ বৃক্ষ এবং অশেষপ্রকার অমৃতগন্ধি সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, তথাস্তু। মহর্ষি এই কথা বলিবামাত্র পথপার্শ্বে কল্পবৃক্ষসদৃশ নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইল। যে সকল বৃক্ষে ফল ছিল না, তাহাতে পুষ্প জন্মিল। শুষ্ক বৃক্ষ সকল পুনর্ব্বার পত্রে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং সকল বৃক্ষই মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল। অযোধ্যার তিন যোজন পথ এই রূপ বৃক্ষ সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিল। তখন সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠগণ যেন স্বর্গ প্রাপ্তের ন্যায় সকলেই আনন্দিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিবিধ দিব্য ফল ও মধু যথেচ্ছ পান করিতে লাগিল।

—০:০—

সপ্তত্রিংশাধিকশততম সর্গ।

এদিকে অযোধ্যা দর্শন করিয়াই লঘুবিক্রম প্রিয়কামী তেজস্বী ধীমান্ রামচন্দ্র সুগ্রীবাদিকে তুষ্ট করিবার জন্য কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া তিনি বানরদিগের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন এবং বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে কহিলেন, বানরোত্তম! তুমি সত্বর অযোধ্যায় গমন করিয়া জানিয়া আইস, রাজগৃহের সকলে কুশলে আছেন কি না। তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে প্রথমতঃ শৃঙ্গবেরপুরে যাইয়া, বনচারী নিষাদাধিপতি গুহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দান কর। আমি নীরোগ শরীরে সুস্থ ও কুশলে আছি শ্রবণ করিলে, গুহ পরম সন্তুষ্ট হইবেন; তিনি আমার সখা; আমাতে আর তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই। সন্তুষ্ট হইয়া সেই নিষাদাধিপতি গুহই তোমাকে অযোধ্যার পথ বলিয়া দিবেন; তাঁহার নিকট তুমি ভরতেরও সংবাদ পাইতে পারিবে। তুমি অযোধ্যায়

যাইয়া, আমার নাম করিয়া, ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং কহিবে, আমি পিতৃসত্য পালন করিয়া, লক্ষ্মণ ও ভার্য্যার সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছি। বলবান্ রাবণ কর্ত্তৃক জানকী-হরণ, সুগ্রীবের সহিত আমার-সখ্য, রণে বালিবধ, জানকীর অন্বেষণ, অপার অগাধ জলরাশি নদনদীপতি সাগর পার হইয়া তোমা কর্ত্তৃক জানকীর সংবাদ প্রাপ্তি, সাগরকূলে যাত্রা; সাগরের সহিত সাক্ষাৎকার, সেতুবন্ধন, রাবণবধ, মহেন্দ্র ব্রহ্মা ও বরুণ কর্ত্তৃক বর প্রদান ও মহাদেবের প্রসাদাৎ পিতা দশ-রথের সহিত আমার সাক্ষাৎকার, এই সমস্ত বিষয় ভরতকে যথাবৎ জ্ঞাপন করিবে এবং কহিবে, আমি রাক্ষসরাজ ও বানর-রাজের সহিত নগরসমীপে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি বলিবে রাম শত্রুদিগকে সংহার পূর্ব্বক অনুত্তম কীর্ত্তিলাভ করিয়া এবং পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া মহাবল মিত্র-গণের সহিত আগমন করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া ভরতের যেরূপ মুখের ভাব হয় এবং আমার সম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য করেন, তুমি সমস্ত লক্ষ্য করিবে। আকার ইঙ্গিত, মুখবর্ণ, দৃষ্টি ও বাক্য দ্বারা প্রবৃত্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে অবগত হইবে। সর্ব্বকামভোগপরিপূর্ণ হস্ত্যশ্বসঙ্কুল এতাদৃশ পৈতৃক রাজ্য কাহার না মন বিচলিত করিয়াছে। অনেক দিন রাজ্য পালন করিয়া রঘুনন্দন শ্রীমান্ ভরত যদি রাজ্যে অভিলাষীই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই অখিল বসুন্ধরা পালন করিবেন। অতএব হনুমন্! তুমি তাঁহার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, আমরা অযোধ্যার অধিক সমীপবর্ত্তী না হইতে হইতে, সত্বর ফিরিয়া আসিবে।

পবননন্দন হনুমান এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মানুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক সত্বর অযোধ্যায় গমন করিলেন।

মারুতাত্মজ হনুমান প্রথমতঃ মহাসর্পধারণেচ্ছু গরুড়ের ন্যায় বেগে আকাশপথে উত্থিত হইলেন। নিজের পিতৃপথ

গরুড়ালয় সুন্দর আকাশপথে উত্থান পূর্ব্বক ভীষণ গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল পার হইয়া বীর্য্যবান্ হনুমান্ শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন এবং পুরের নিকট উপস্থিত হইয়া সংর্ষবদনে শুভবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, আপনার সখা ককুৎস্থনন্দন রাম, এবং লক্ষ্মণ ও সীতা আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আজ পাঁচদিন রামের বনবাসকাল চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। আজ রাত্রি তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে বাস করিয়া কল্য তাঁহার অনুমতি লইয়া আগমন করিবেন। আপনি কল্য প্রাতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।

এই কথা বলিয়া মহাতেজা বেগবান্ হনুমান্ অণুমাত্র পথ শ্রম বোধ না করিয়া আনন্দ জন্য রোমাঞ্চিত কলেবরে পুনর্ব্বার আকাশে উত্থিত হইলেন। এবং সত্বর গতিতে একে একে পরশু-রামতীর্থ, বালুকিনী, বরুথী ও গোমতী নদী, ভীষণ শালবন, বিবিধ প্রজাগণগুলী এবং সমৃদ্ধ জনপদ সকল দর্শন পূর্ব্বক বহু দূর অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রের নন্দনবনজাত দেবব্রক্ষ সকলের ন্যায় নন্দিগ্রামের সমীপজাত প্রস্ফুটিত বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হই-লেন। সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিতা কত শত কামিনী বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত পুত্র ও পৌত্রগণের সমভিব্যাহারে ঐ সকল বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আমোদ করিতেছে।

অনন্তর হনুমান্ অযোধ্যার এক ক্রোশ দূর হইতে জটাধারী মলিনদেহ ভ্রাতৃদুঃখে দুঃখিত দীনভাবাপন্ন, ফলমূলাহারী জিতে-ন্দ্রিয় ধর্ম্মাচারী মুনিব্রতধারী তপস্বী ভরতকে দেখিতে পাইলেন। তিনি মস্তকে উন্নত জটাভার ধারণ এবং চীর ও কৃষ্ণাজিন পরি-ধান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযমন করিয়া পরমাত্মধ্যানে নিযুক্ত রহিয়া-ছেন, অতএব ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তাঁহার তেজ বহির্গত হইতেছে। তিনি পাদুকাদ্বয় পুরস্কৃত করিয়া পৃথিবীপালন এবং চাতুর্ব্বর্ণ প্রজা-দিগকে সর্ব্বভয় হইতে রক্ষা করিতেছেন। পবিত্রাচারী অমাত্য ও পুরোহিতবর্গ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ কাষায় বসন

পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপবেশন করিয়া আছেন। রাজকুমার ভরত চীর ও অজিনাম্বর পরিধান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজকর্ম্মচারীরাও সুখভোগ করা বৈধ বিবেচনা করেন নাই।

অনন্তর পবননন্দন হনুমান্ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ সেই ধর্ম্মজ্ঞ ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, দেব! যে দণ্ডকারণ্যনিবাসী চীরজটাধারী কাকুৎস্থের জন্য আপনি শোক করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাজন্! আমি আপনাকে প্রিয় সংবাদ দান করিতেছি; আপনি নিদারুণ শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি এখনই ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবেন। রাম রাবণকে বিনাশ পূর্ব্বক সীতার উদ্ধার করিয়া এবং পিতৃসত্য পালন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া মহাবল মিত্রগণের সহিত আগমন করিতেছেন। মহাতেজা লক্ষ্মণ এবং যশস্বিনী সীতা দেবীও আসিতেছেন। মহেন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায়, সীতা রামের সহিত কুশলে আছেন।

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ীনন্দন ভরত হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন; এবং হর্ষভরে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই পুনর্ব্বার চেতনা লাভ করত প্রকৃতিস্থ হইয়া রঘুনন্দন ভরত প্রিয়সংবাদদাতা হনুমানকে হর্ষজনিত প্রীতিভরে ব্যস্তে ব্যস্তে আলিঙ্গন করত অশ্রুবিন্দু দ্বারা তাঁহাকে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং কহিলেন, আপনি কি দেবতা না মানুষ, অনুগ্রহ করিয়া এস্থানে আগমন করিলেন। সৌম্য! আপনি যে প্রিয়সংবাদ দান করিলেন, আমি এখনই আপনাকে তদুচিত পুরস্কার প্রদান করিব। শত সহস্র গো, একশত গ্রাম এবং সৎকুলজাতা সর্ব্বাভরণভূষিতা, চন্দ্রবদনা, সুনাসা, সুন্দরোরু, সুবর্ণবর্ণা, কুণ্ডলধারিণী, বিশুদ্ধাচারা, ষোড়শ যুবতী ভার্য্যা আপনাকে প্রদান করিতেছি।

রাজকুমার ভরত বানরপ্রবীর হনুমানের নিকট সহসা অভা-

বনীয় রামাগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রামদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া পড়িলেন এবং হনুমানকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন।

— (ঃ) —

অষ্টাবিংশাধিকশততম সর্গ।

আমার প্রভু রামচন্দ্র আজ অনেক বৎসর হইল গহন বনে বাস করিতেছেন; আজ অনেক কালের পর আমি তাঁহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। জীবন থাকিলে, শতবর্ষের পরেও পুনর্ব্বার সুখ লাভ হইয়া থাকে, লোকে এই যে প্রবাদ আছে, বুঝিলাম ইহা লোকের পরম হিতসাধক। যাহা হউক্, আপনি বলিলেন, যে, রাম সুগ্রীবাদি মহাবল মিত্রগণের সহিত আগমন করিতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, রাম ও বানরগণে কি প্রকারে কোন্ স্থানে কি সূত্রে সমাগম হইয়াছিল। আপনি আমাকে আনুপূর্ব্বিক বলুন।

রাজকুমার ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, হনুমান্ কুশাসনে উপবেশন করিয়া বনবাসকালীন সমস্ত রামচরিত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, মহারাজ দশরথ আপনার জননীকে বর দান করিয়া যে প্রকারে রামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন; রাজা যে প্রকারে পুত্রশোক হেতু স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; মাতুলগৃহ হইতে দূতগণ যে প্রকারে আপনাকে সত্বর আনয়ন করিয়াছিল, আপনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া যেপ্রকারে রাজ্যগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন; এবং সাধুসমুচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক চিত্রকূটে গমন করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে যে রূপ অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র পিতৃসত্য প্রতিপালন পূর্ব্বক যেরূপে রাজ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন, আপনি আর্য্যের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া যেরূপে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, হে মহাবাহো! এসকল বৃত্তান্ত আপনি আনুপূর্ব্বিক যথাবৎ অবগতই আছেন।

আপনি প্রত্যাগমন করিবার পর যাহা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে আমি সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি প্রত্যাগমন করিবার পর দৃষ্ট হইতে লাগিল, ঐ বনের সর্ব্বত্র সমস্ত জীব জন্তুই ভয়ে চকিত ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আপনার হস্তিগণ দ্বারা মর্দ্দিত ঐ বন পরিত্যাগ করিয়া রাম তথা হইতে সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকুল ভীষণ দণ্ডকনামক মহাবিজন বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা গহন বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গমন করিতেছেন; পথিমধ্যে বিরাধ নামে রাক্ষস ভীষণ চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগের পথ রোধ করিল। রাম ঐ ভীম বিরাধকে উত্তোলন পূর্ব্বক উর্দ্ধপাদ ও অধোমুখে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পুতিয়া ফেলিলেন, তৎকালে ঐ রাক্ষস মহাগজের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। উভয় ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ এই দুষ্কর কার্য্য সমাধা করিয়া সায়াহ্ন কালে শরভঙ্গের মনোরম আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে পর রাম সমস্ত মুনিদিগকে প্রণাম করিয়া জনস্থানে গমন করিলেন। তাহার পর একদা শূর্পণখা নামে রাক্ষসী তাঁহার নিকট আগমন করিল। তখন রামের আজ্ঞা পাইয়া মহাবল লক্ষ্মণ সহসা গাত্রোত্থান করত খড়্গ লইয়া ঐ রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসা ছেদন করিলেন। তদনন্তর মহাবল রাঘব ঐ স্থানে একাকী জনস্থান-নিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সকলকেই সংহার করিলেন। ঐ সকল তপোবিঘ্নকারী মহাবল মহাবীর্য্য রাক্ষস দিবার চতুর্থ ভাগ মধ্যেই নিঃশেষ হইল। দণ্ডকারণ্যবাসকালে রাম দণ্ডকারণ্যনিবাসী রাক্ষসমাত্রকেই বিনাশ করিলেন। রণে খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে সংহার করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসী কাতর হইয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। রাবণের অনুচর দারুণ মারীচ রাক্ষস রত্নময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া জানকীকে প্রলোভিত করিল। বৈদেহী ঐ মৃগকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "আপনি এই মৃগ ধারণ করুন।

এই মৃগকে ধরিতে পারিলে, আমাদিগের আশ্রমের অপূর্ব্ব শোভা হইবে।” অনন্তর রাম ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং ধাবমান ঐ মৃগকে আনতপর্ব্ব শর দ্বারা সংহার করিলেন।

সৌম্য! এইরূপে রাম মৃগয়ার্থ গমন করিলেন; এই সময় রাক্ষস দশানন আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং আকাশে মঙ্গল-গ্রহ যেমন রোহিণীকে, তেমনি সহসা জানকীকে ধারণ করিল। জটায়ু পক্ষী সীতার উদ্ধারের চেষ্টা করিল; কিন্তু রাবণ তাহাকে বিনাশ করিয়া সীতাকে লইয়া প্রস্থান করিল। এই সময় পথি-মধ্যে কতিপয় বানর ভীষণাকার রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক্ রাবণ বল পূর্ব্বক জান-কীকে লইয়া সত্বর প্রস্থান করিল। অপূর্ব্বকান্তি লঙ্কা পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থাপিতা। মহাবল রাক্ষসেশ্বর রাবণ মনোবেগ পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত বৈদেহীকে লইয়া ঐ লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং সুবর্ণভূষিত সুন্দর সুপ্রশস্ত ভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ বাক্যে জানকীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল; মৈথিলী সেই সান্ত্বনা বাক্য এবং সেই রাক্ষসরাজকেও তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্য করিলেন, পরে তিনি অশোক বন মধ্যে স্থাপিতা হইলেন।

এদিকে বন মধ্যে মৃগকে সংহার পূর্ব্বক রাম আশ্রমে প্রত্যা-গমন করত পিতার প্রিয়সখা গৃধ্র জটায়ুকে নিহত দর্শন করিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে গোদাবরী নদীতে ও পুষ্পিত বনপ্রদেশ সকলে জানকীর অন্বে-ষণ করিতে করিতে কবন্ধনামক রাক্ষসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার পর কবন্ধের বচনানুসারে সত্যপরাক্রম রাম-চন্দ্র ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত আলাপ করিলেন। আলাপ হইবার পূর্ব্বেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল, কারণ অগ্রজ ভ্রাতা বালী ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবকেও

রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়ের আলাপ হইয়াও, ঐ প্রণয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। অনন্তর রাম নিজ বাহুবীর্য্যে মহাকায় মহাবল বালীকে সমরে সংহার করিয়া সুগ্রীবকে তাঁহার নিজরাজ্য প্রদান করিলেন। সুগ্রীবও রাজ্যে স্থাপিত হইয়া রামের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, সমস্ত বানরগণের সহিত রাজপুত্রী জানকীর অন্বেষণ করিয়া দিবেন। তদনুসারে মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে দশ কোটি বানর দশ দিকে প্রেরিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে আমরা কতকগুলি বানর বিন্ধ্য পর্ব্বতে এক বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নির্গম পথ দেখিতে না পাইয়া কিছু দিন মহাকষ্ট পাইয়াছিলাম। সুতরাং আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট প্রত্যাগমন কাল অতীত হইয়া গেল, তজ্জন্য আমরা সকলেই ভীত হইয়া শোক করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে গৃধ্রাজ জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি আমাদিগকে বলিয়া দিলেন, সীতা রাবণের গৃহে বদ্ধা রহিয়াছেন। তখন আমি দুঃখকাতর সহচর আত্মীয়দিগের দুঃখ দূর করত স্বীয় বিক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া শত যোজন সাগর পার হইলাম এবং লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একমাত্র কৌশেয়বসনপরিধারিণী মলিনাঙ্গী সীতা দৃঢ় পতিব্রত প্রতিপালন পূর্ব্বক অশোক বনে একাকিনী নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি নির্জ্জনে সেই অনিন্দিতা জনকতনয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অভিজ্ঞান স্বরূপে তাঁহাকে রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলাম এবং তাঁহার নিকট অভিজ্ঞান স্বরূপ মণি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পরে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিজ্ঞানস্বরূপে তাঁহাকে সেই সমুজ্জ্বল মহামণি সমর্পণ করিলাম। মৃতপ্রায় পীড়িত ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া যেমন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে, রামচন্দ্র ঐ মণি প্রাপ্ত হইয়া তেমনি পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন এবং যুগান্ত-

কালে সর্ব্বলোকজিঘাংসু পাবকের ন্যায়, মৈথিলীর উদ্ধারার্থ লঙ্কাবিধ্বংসে মন করিলেন। তদনন্তর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া, নল বানরের দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন; সমস্ত বানরীসেনা ঐ সেতু দ্বারা সাগর পার হইল। অনন্তর নীল প্রহস্তকে, রাম কুম্ভকর্ণকে, লক্ষ্মণ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিতকে এবং রাম রাবণকে সংহার করিলেন। তাহার পর দেব পুরন্দর যম, বরুণ, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা এবং রাজা দশরথ, আর ঋষি ও সুরর্ষিগণ পরন্তপ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বর প্রদান করিলেন।

এইরূপে বরলাভ করিয়া রামচন্দ্র প্রীতি সহকারে বানরগণের সহিত পুষ্পকবিমানে কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিলেন। তথা হইতে পুষ্পকযোগে গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিয়া এক্ষণে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন, আপনি কল্য রামকে দেখিতে পাইবেন।

ভরত হনুমানের সেই অমৃতবর্ষী বাক্য শ্রবণ করত পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অন্তর্গত হর্ষসূচক বাক্যে কহিলেন, বহু কালের পর আজ আমার মনের বাসনা পূর্ণ হইল।

—:•:—

ঊনত্রিংশাধিকশততম সর্গ।

শত্রুনিহন্তা সত্যপরাক্রম ভরত সেই পরমানন্দজনক সম্বাদ শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে শত্রুঘ্নকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি এই আদেশ প্রচার কর যে বিশুদ্ধবেশ ও শুদ্ধাচার ব্যক্তিগণ সুগন্ধি মাল্য দ্বারা কুলদেবতাদিগের মন্দির এবং সাধারণ দেবালয় সমস্ত অলঙ্কৃত করুক এবং সর্ব্বত্রই বিবিধ বাদ্য যন্ত্র সকল বাদিত হইতে থাকুক। স্তুতিপাঠবিজ্ঞ সূত, বৈতালিক, নিপুণ বাদ্যকর ও বেশ্যাসকল এবং অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে আমাদিগের মাতৃগণ, স্ব স্ব স্ত্রীদিগের সহিত সৈন্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ,

প্রধান প্রধান বৈশ্যগণ, আর জ্ঞাতিগণ সকলেই রামচন্দ্রের চন্দ্রবদন দর্শন করিতে সত্বর বিনির্গত হউক।

ভরতের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শত্রুনিহন্তা শত্রুঘ্ন অনেকসংখ্য বেশকারদিগকে কর্ত্তব্য বিভাগ করিয়া দিলেন। কহিলেন, এই নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যাপর্য্যন্ত নিম্নোন্নত স্থান সকল সমান করিয়া সমস্ত ভূভাগ এক সমান এবং সর্ব্বত্র সুশীতল বারি সেচন কর। তদনন্তর সর্ব্বস্থানেই লাজ ও পুষ্প সকল বিকীর্ণ এবং বিবিধ বিচিত্র পতাকা দ্বারা নগরীর পথ সকল সজ্জিত কর। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেন নগরীর সমস্ত ভবন স্রগ্‌দাম ও পুষ্প এবং সুবর্ণ ও রজত দ্বারা সুশোভিত হয়। শত শত প্রহরী রাজমার্গের জনতাপসারণে যেন নিযুক্ত থাকে।

শত্রুঘ্নের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র এই অষ্ট মন্ত্রী যথোক্তরূপে রাজমার্গাদির শোভা সম্পাদন করাইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সর্ব্বাগ্রে বিনির্গত হইলেন। তদনন্তর শক্তি ঋষ্টি ও পাশহস্ত ধ্বজপতাকাবাহী সহস্র সহস্র তুরগসৈন্য এবং সহস্র সহস্র প্রধান প্রধান পদাতিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সহস্র সহস্র বীরগণ কেহ কেহ ধ্বজমণ্ডিত বিভূষিত মত্ত মাতঙ্গে, কেহ কেহ হেমকক্ষ্যাশোভিত গজ সহিত করেণুতে, কেহ কেহ তুরঙ্গে এবং কোন কোন মহারথ রথে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন। তাহার পর দশরথের পত্নীগণ সকলেই যানারোহণ পূর্ব্বক কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে করিয়া বিনির্গত হইলেন। অবশেষে উপবাসকৃশ দীনভাবাপন্ন চীরকৃষ্ণাজিনধারী ভ্রাতার আগমনসংবাদ প্রাপ্তি অবধিই হর্ষিতচেতা ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনিপুণ মহাত্মা ভরত মস্তকে জ্যেষ্ঠের পাদুকাযুগল ধারণ এবং শুক্লমাল্যশোভিত শুভ্র ছত্র ও সুবর্ণভূষিত রাজোচিত শুভ্র চামরদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বণিক্ ও মাল্য-মোদকহস্ত অমাত্য ও সচিবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শঙ্খ ও ভেরীর শব্দ করিতে করিতে

রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্গমনার্থ বিনির্গত হইলেন। বন্দীগণ স্তুতিপাঠ করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইল। তৎকালে অশ্বগণের খুরশব্দ রথনেমির শব্দ আর শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দে মেদিনী যেন কম্পিত হইতে থাকিল। অযোধ্যাবাসী আবাল বৃদ্ধ সকলেই আসিয়া নন্দীগ্রামে সমবেত হইল। অনন্তর ভরত বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্‌কে কহিলেন, তুমি ত মিথ্যা কথা বল নাই? কই, পরন্তপ আর্য্য রামচন্দ্রকে ত দেখিতে পাইতেছি না। কামরূপী বানরগণ ত দৃষ্ট হইতেছে না।

এই কথা হইলে হনুমান্ সত্যবিক্রম ভরতকে প্রকৃত বিষয় বিজ্ঞাপন করত কহিলেন, ঐ শুনুন্, বানরগণ ভরদ্বাজপ্রসাদাৎ কুসুমিত মত্তভ্রমরনিনাদিত এবং ফলবান্ ও মধুস্রাবী বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উচ্চৈঃ শব্দ করিতেছে। হে পরন্তপ! দেবরাজ রামচন্দ্রকে এইরূপ বর দান করিয়াছিলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজও এইরূপ বরদান করিয়া সম্যক্ উপচারে সসৈন্য রামচন্দ্রের আতিথ্য করিয়াছেন। বোধ করি, বানরী সেনা এতক্ষণ গোমতী নদী পার হইতেছে, ঐ দেখুন শালবনের দিকে মহান্ ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, বোধ হইতেছে, বানরেরা রমণীয় শালবন কম্পিত করিতেছে। ঐ দেখুন, দূরে চন্দ্রসন্নিভ বিমান দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মহাত্মা রামচন্দ্র সগণে রাবণকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মার মানসনির্ম্মিত ঐ দিব্য পুষ্পক বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বালার্কসঙ্কাশ ঐ যে বিমান রামচন্দ্রকে বহন করিয়া আসিতেছে, ব্রহ্মার প্রসাদাৎ উহা ধনাধিপতি কুবেরের সম্পত্তি হইয়াছে। ঐ দেখুন ঐ বিমানে বৈদেহীর সহিত দুই ভ্রাতা বীর রাম ও লক্ষ্মণ এবং মহাতেজা সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ঐ রাম দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র সমবেত স্ত্রী, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, সকল লোকেরই তুমুল আনন্দধ্বনি আকাশপথে উত্থিত হইল। এবং রথ, কুঞ্জর ও বাজী প্রভৃতি হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া সকল

লোকেই আকাশস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিল। প্রহৃষ্ট ভরত রামের প্রতি ঊর্দ্ধমুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তৎকালে ব্রহ্মার মানসনির্ম্মিত বিমানে অবস্থিতি করিয়া বিশালদীর্ঘলোচন ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র দেব পুরন্দরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত মেরুস্থিত ভাস্করের ন্যায় বিমানাগ্রস্থিত ভ্রাতা রামচন্দ্রকে প্রণত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন রামের অনুমতি পাইয়া সেই হংসযুক্ত মহাবেগশালী দিব্য বিমান মহীতলে অবতীর্ণ হইল। ভরত সত্যপরাক্রম ভরত বিমানে আরোহণ করিয়া রামকে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্রও বহুকালের পর দেখিতে পাইয়া ভরতকে উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া আনন্দিতচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর ভরত বৈদেহীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ নাম নিবেদন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, পরে লক্ষ্মণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাহার পর একে একে সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ এবং পনসকে আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সকল কামরূপী বানরও মানুষরূপ ধারণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর রাজপুত্র মহাতেজা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভরত বানররাজ সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব! আপনি আমাদিগের ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পঞ্চম ভ্রাতা, প্রণয় হইতেই মিত্রতা জন্মে, আর অপকারই শত্রুর লক্ষণ।

তদনন্তর ভরত সান্ত্বনা পূর্ব্বক বিভীষণকে কহিলেন, সৌভাগ্যবলে আপনার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াই রামচন্দ্র সুদুষ্কর কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অনন্তর বীর শত্রুঘ্নও রাম লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে মস্তক অবনমন পূর্ব্বক জানকীর চরণযুগল অভিবাদন করি-

লেন। অবশেষে রাঘব শোককৃশা বিবর্ণা মাতা কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার হৃদয় আনন্দিত করত প্রণত হইয়া তাঁহার পাদযুগল ধারণ করিলেন। পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময় নাগরিকেরা সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, হে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন মহাবাহো রামচন্দ্র! আপনার কুশলত? ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র সহস্র সহস্র নাগরিকজনের অঞ্জলি দর্শন করিয়া বোধ করিতে লাগিলেন, যেন চারিদিকে পদ্মকুট্মল সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ভরত পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে নররাজ রামচন্দ্রের পাদযুগলে পরাইয়া দিলেন। এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, আপনার এই সমস্ত রাজ্য আমি এতদিন ন্যাসস্বরূপে রক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। আজ আমার জন্ম এবং মনোরথ চরিতার্থ হইল; যে হেতু আপনিই অযোধ্যার রাজা; আজ আমি আপনাকে পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে দর্শন করিলাম। আপনি ধনাগার ও কোষ্ঠাগার এবং গৃহ ও বল সমস্ত পরীক্ষা করুন; আপনারই প্রভাবে আমি সমুদায় দশগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছি।

ভরতকে এতাদৃশ ভ্রাতৃবৎসল দেখিয়া, এবং ঈদৃশ বাক্য বলিতে শ্রবণ করিয়া বানরগণ ও বিভীষণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অতীব প্রহৃষ্ট হইয়া ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানারোহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে ভরতাশ্রমে গমন করিলেন। সসৈন্যে ভরতাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, রঘুনন্দন বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে সেই অনুত্তম বিমানকে কহিলেন, বিমান! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি গমন কর; এবং যাইয়া ধনাধিপতি কুবেরকে বহন কর।

তখন রামচন্দ্রের অনুমতি পাইয়া সেই দিব্য বিমান

উত্তর দিক অবলম্বন করিয়া কুবেরালয়ে গমন করিল। দিব্য পুষ্পক বিমান রাক্ষসরাজ রাবণ বলে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, এক্ষণে রামের আদেশ ক্রমে ঐ বিমান দেব কুবেরের নিকট পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির, বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র তেমনি নিজ সখা পুরোহিত বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞের পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে পৃথক্ পৃথক্ শুভ আসনে সমুপবেশন করিলেন।

—:০:—

ত্রিংশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন ভরত মস্তকে অঞ্জলি করিয়া সত্যপরাক্রম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আপনি আমার মাতার মান রক্ষা এবং আমাকে এই রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন। আপনি যেমন আমাকে ন্যাস স্বরূপে রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও আবার তেমনি আপনাকেই ইহা প্রত্যর্পণ করিতেছি। প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য বলবান বৃষভ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত গুরুভার বহন করিতে অল্পবয়স্কা ঘোটকী যেমন সাহস করে না, আমিও তেমনি এই গুরুভার বহন করিতে পারিতেছি না। প্রবল জলপ্রবাহ দ্বারা ভগ্ন ও বিশীর্য্যমান সেতু পুনর্ব্বন্ধন করা যেমন দুঃসাধ্য, আমার পক্ষে অসংবৃত্ত রাজ্যচ্ছিদ্র আবরণ করাও সেইরূপ অসাধ্য। গর্দ্দভ যেমন অশ্বের ও কাক যেমন হংসের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, হে অরিন্দম! হে বীর! আপনার কার্য্য অনুকরণ করিতে আমিও সেই রূপ অসমর্থ। হে মহাবাহো! অন্তঃপুর মধ্যে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হইল; বৃক্ষটীও মহাস্কন্ধসম্পন্ন, দুরারোহ এবং শাখা প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহাতে পুষ্পও প্রস্ফুটিত হইল; কিন্তু ফলোৎপত্তির

পূর্ব্বেই বৃক্ষটি ভূমিতে পতিত হইল। সুতরাং যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে বৃক্ষটিকে রোপণ করিয়াছিল, তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আর্য্য! আমি এই উপমা দিলাম, আপনি ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনি আমাদিগের উপর প্রভুত্ব করুন। রাঘব! আজ অভিষেকান্তে সর্ব্বলোক আপনাকে মধ্যাহ্নকালীন দীপ্ত-তেজা আদিত্যের ন্যায় কিরণজাল বিকিরণ করিতে দর্শন করুক। রাজন্! আপনি তূর্য্যধ্বনি, কাঞ্চী ও নূপুরধ্বনি এবং মধুর গীত ও বাদিত্রধ্বনি সহকারে নিদ্রিত ও জাগরিত হউন। যতকাল জ্যোতিশ্চক্র ভ্রমণ করে; এবং যতকাল পৃথিবী বর্ত্তমান থাকে, আপনি ততদিন যাবতীয় লোকের আধিপত্য করুন।

ভরতের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শত্রুপুরঞ্জয় রামচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া তথাস্তু বলিয়া শুভ আসনে উপবেশন করিলেন। তখন শত্রুঘ্নের আদেশক্রমে সিদ্ধকর্ম্মা সুখহস্ত নিপুণ নরসুন্দর সকল প্রণাম করিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইল। অনন্তর প্রথমতঃ ভরত ও লক্ষ্মণ এবং বানররাজ সুগ্রীব, রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও শত্রুঘ্ন স্নান করিলে পর, রাম জটাভার কর্ত্তন ও কেশ সংস্কার পূর্ব্বক স্নান করিলেন। স্নান করিয়া দিব্য অনুলেপন ও মাল্য ধারণ এবং মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, তখন তাঁহার অনুপম দেহকান্তি যেন জ্বলিতে লাগিল।

তদনন্তর ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন রামের ও লক্ষ্মণের বেশভূষা করাইয়া দিলেন। মনস্বিনী দশরথপত্নীগণ স্বহস্তেই সীতার মনোহর বেশভূষা করিয়া দিলেন। অনন্তর পুত্রবৎসল কৌশল্যা বানরপত্নীদিগের সকলেরই সুশোভন বেশবিন্যাস করিয়া দিলেন।

তদনন্তর শত্রুঘ্নের আজ্ঞাক্রমে সুমন্ত্র সারথি সর্ব্বাঙ্গশোভন রথ যোজনা করিয়া রামের নিকট আনয়ন করিলেন। সূর্য্যাগ্নি-সদৃশ দিব্যপ্রভ রথ উপস্থিত হইয়াছে দর্শন করিয়া শত্রুপুরঞ্জয়

মহাবাহু রামচন্দ্র রথে আরোহণ করিলেন। তখন মহেন্দ্র-সদৃশকান্তি সুগ্রীব এবং হনুমান্‌ও দিব্য বস্ত্র পরিধান ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাভরণভূষিতা শুভকুণ্ডল-ধারিণী সুগ্রীবপত্নী সকল এবং সীতাও নগরদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অযোধ্যায় রাজা দশরথের মন্ত্রীগণ পুরোহিতের সমভিব্যাহারে তৎকালোচিত ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অশোক, বিজয় এবং সিদ্ধার্থ বিজয়োচিত মহাত্মা রামের সম্বর্দ্ধনা ও অভিষেক এবং নগরীর শোভা সম্পাদন বিষয়ে স্থির বুদ্ধি পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিলেন। এবং ভৃত্যাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা রামচন্দ্রের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ এই প্রকার আদেশ প্রদান করিয়া সকলেই রামদর্শনার্থ নগরী হইতে সত্বর বহির্গত হইলেন।

এদিকে অনঘ রামচন্দ্র রথারোহণ পূর্ব্বক, হরিহয়যুক্ত রথারোহণে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহানগরী অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। ভরত রথের রশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ বালব্যজন লইয়া রামচন্দ্রের মস্তকোপরি বীজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণও পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অপর এক চন্দ্রসঙ্কাশ শুক্ল বালব্যজন বীজন করিতে থাকিলেন। এই সময় আকাশমণ্ডলে দেবর্ষিগণ, দেবগণ ও মরুদ্গণ রামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধুর স্তুতিশব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব শত্রুঞ্জয়নামক পর্ব্বত-প্রমাণ কুঞ্জরে আরোহণ করিলেন। সমস্ত বানরগণও মানুষরূপ ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া নয় সহস্র গজারোহণে যাত্রা করিল। পুরুষব্যাঘ্র রামচন্দ্র বিপুল শঙ্খধ্বনি, প্রজাগণের

আনন্দধ্বনি ও দুন্দুভিধ্বনি সহকারে হর্ম্মমালিনী অযোধ্যা-নগরী গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অযোধ্যাবাসিগণ দেখিতে পাইল, অতিরথ রামচন্দ্র রথারোহণপূর্ব্বক দেহপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া সর্ব্বাগ্রে আগমন করিলেন। তখন তাহারা ককুৎস্থনন্দনের যথাবিধি অভিনন্দন করিল; কাকুৎস্থও তাহাদিগের প্রত্যভিনন্দন করিলে পর তাহারা ভ্রাতৃপরিবেষ্টিত কাকুৎস্থের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ ও প্রজাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ককুৎস্থনন্দন রাঘব তৎকালে তারাগণবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন। তূর্য্যবাদক সকল তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল; এবং মাঙ্গলিকগণ তালবৎ করধার্য্য স্বস্তিক সকল হস্তে লইয়া বিবিধ মঙ্গল শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। অক্ষত ও রজত হস্ত পুরুষ, গো, কন্যকা, ব্রাহ্মণগণ এবং মোদকহস্ত পুরুষগণও রামের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে রাম মন্ত্রিদিগের নিকট সুগ্রীবের সখ্য, পবননন্দন হনুমানের পরাক্রম এবং বানরগণের অদ্ভুত কার্য্যের কথা ব্যক্ত করিলেন। শ্রবণ করিয়া অযোধ্যাবাসী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বানর-গণসহিত দ্যুতিমান্ রামচন্দ্র এইরূপে বানরদিগের সেই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম এবং রাক্ষসদিগের অদ্ভুত বলের গল্প করিতে করিতে হৃষ্টপুষ্ট জনতায় পরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তখন পৌরজন গৃহে গৃহে পতাকা প্রোথিত করিল। রামচন্দ্রও ক্রমে ইক্ষ্বাকুদিগের বাসভবন পিতৃভবনে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাত্মা পিতৃভবনে প্রবিষ্ট হইয়া রাজপুত্র রঘুনন্দন রামচন্দ্র কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া যুক্তিসঙ্গত মধুর বাক্যে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভরতকে কহিলেন, মুক্তামণিখচিত অশোক-বনিকাসম্পন্ন মদীয় সুবিশাল উৎকৃষ্ট ভবন সুগ্রীবকে বাসার্থ অর্পণ কর। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সত্যপরাক্রম ভরত

সুগ্রীবের হস্তধারণপূর্ব্বক ঐ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপশ্চাৎ শত্রুঘ্নের আদেশক্রমে ভৃত্যগণ তৈলপ্রদীপ, পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ সকল লইয়া সত্বর প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর রাঘবানুজ ভরত সুগ্রীবকে কহিলেন, প্রভো! আপনি রামচন্দ্রের অভিষেকজলানয়নার্থ দূতদিগকে আজ্ঞা করুন। তখন সুগ্রীব চারি প্রধান বানরকে সর্ব্বরত্নভূষিত চারি স্বর্ণ ঘট প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, তোমরা যাহাতে প্রত্যূষকালেই চারি সাগরের জল লইয়া আসিতে পার তদনুরূপ যত্ন কর।

এই কথা শুনিয়া গরুড়ের ন্যায় শীঘ্রগামী পর্ব্বতপ্রমাণ মহাবল বানরগণ সত্বর আকাশপথে উত্থিত হইল। জাম্ববান্, হনুমান্, বেগদর্শী ও ঋষভ প্রভৃতি পঞ্চশত চারি বানর পঞ্চশত নদী ও চারি সাগর হইতে কুম্ভ পূরণ করিয়া আনয়ন করিল। মহাবল সুষেণ সর্ব্বরত্নবিভূষিত কলস পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পূর্ণ করিয়া আনয়ন করিল। ঋষভ সত্বর দক্ষিণ সমুদ্র হইতে জল আনিল। গবয় রক্ত চন্দন ও কর্পূর সম্পৃক্ত স্বর্ণ কলস পশ্চিম মহাসাগর হইতে পূর্ণ করিয়া আনয়ন করিল। গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী ধর্ম্মাত্মা বায়ুনন্দন হনুমান্ সত্বর স্বর্ণ কুম্ভে করিয়া উত্তর সমুদ্রের জল আনিলেন।

ঐ সকল বানরশ্রেষ্ঠ জল আনয়ন করিয়াছেন দর্শন করিয়া শত্রুঘ্ন ও সচিবগণ রামের অভিষেকার্থ ঐ জল প্রধান পুরোহিত ও আত্মীয়বর্গকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধ পুরোহিত বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সমভিব্যাহারে অতি যত্ন পূর্ব্বক রাম ও সীতাকে রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন। তাহার পর, বসুগণ যেমন সহস্রলোচন বাসবকে, বশিষ্ঠ বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, বামদেব, ইঁহারাও তেমনি সুনির্ম্মল সুগন্ধি সলিল দ্বারা নরব্যাঘ্র রামচন্দ্রকে অভিষেক করাইলেন। প্রথমতঃ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অভিষেক করাইয়া, তাহার পর ক্রমে ক্রমে ষোড়শ কন্যা এবং প্রহৃষ্টহৃদয় মন্ত্রিগণ, পুরবাসিগণ

ও ঋষিগণ দ্বারা অভিষেক করাইলেন। আকাশস্থিত সর্ব্বদেবগণের সহিত লোকপালগণও সর্ব্বৌষধি রস দ্বারা অভিষেক করিলেন। পুরাকালে যে রত্নশোভিত কিরীট স্বয়ং ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; পূর্ব্বে যে মুকুট দ্বারা মনুর অভিষেক করা হইয়াছিল; তাহার পর তাঁহার বংশোৎপন্ন রাজগণ যে কিরীট দ্বারা যে রত্নপরিষ্কৃত মহামূল্য বিবিধ সুশোভন মণিরত্ন দ্বারা বিভূষিত সভামধ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই সভাতেই নানারত্নময় পীঠে যথাবিধানে উপবেশন করাইয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ পুরোহিতদিগের দ্বারা সেই কিরীটই রামচন্দ্রের মস্তকে অর্পণ করিলেন; অন্যান্য ভূষণ সকলও তাঁহাকে পরিধান করাইলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার শুভ শুভ্র ছত্র এবং বানররাজ সুগ্রীব শ্বেত চামর ধারণ করিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ চন্দ্রসঙ্কাশ আর এক বালব্যজন ধারণ করিয়া অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। পবনদেব ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে শত সুবর্ণপদ্মসমুজ্জ্বল স্বর্ণ মালা এবং সর্ব্বরত্নময় মণিবিভূষিত মুক্তাহার নরেন্দ্র রামচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন। এই প্রকারে অভিষেকার্হ ধীমান রামচন্দ্রের অভিষেকোৎসব আরম্ভ হইলে, দেবগন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। পৃথিবী শস্যবতী, বৃক্ষ সকল ফলবান্ ও পুষ্প সকল বিপুলগন্ধশালী হইয়া উঠিল। তৎকালে মনুজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র অশ্ব, শত সহস্র ধেনু, শত সহস্র গো এবং শত সহস্র বৃষ দান করিলেন। তদনন্তর ত্রিংশৎ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা এবং বিবিধ মহামূল্য আভরণ ও ভূষণ পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিলেন। তাহার পর সুগ্রীবকে সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ মণিমুক্তাখচিত দিব্য স্বর্ণমালা অর্পণ করিলেন। বালিপুত্র অঙ্গদকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল বৈদূর্য্যময় বিচিত্র অঙ্গদযুগল দান করিলেন। যে হারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণি গুম্ফিত ছিল, রাম সেই চন্দ্ররশ্মিসমপ্রভ মুক্তাহার এবং বিমল দিব্য বস্ত্রযুগল ও অন্যান্য বিবিধ সুন্দর আভরণ সীতাকে সম-

পণ করিলেন। সীতা চারি দিক নিরীক্ষণ করিয়া ঐ সমস্ত বায়ুনন্দন হনুমানকে দান করিলেন। জানকী নিজের কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া মুহুর্মুহু বানরগণ ও ভর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ রামচন্দ্র তাহা দর্শন করিয়া জনক-তনয়াকে কহিলেন, হে সুভগে ভামিনি! তুমি যাহার উপর তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই হার অর্পণ কর। তখন অসিতলোচনা জানকী বায়ুনন্দনকে ঐ হার প্রদান করিলেন। তেজ, ধৈর্য্য, যশ, দাক্ষিণ্য, সামর্থ, বিনয়, নয়, পৌরুষ, বিক্রম ও বুদ্ধি এই সমস্ত যাঁহাতে নিয়ত একত্র বর্ত্তমান, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ঐ চন্দ্রাংশুধবল হার পরিধান করিয়া শ্বেতাভ্রমণ্ডিত নভোমণ্ড-লের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য বানরবৃদ্ধ এবং বানরাধিপতিপতিগণও যথাযোগ্য বস্ত্রাভরণ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের নিকট এইরূপে যথাযোগ্য পুরস্কার ও সর্ব্বপ্রকার সম্পূর্ণ অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্ ও অন্যান্য বানরাধিপতিগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া অব-শেষেস্ব স্ব আলয়ে যাত্রা করিলেন। বসুধাধিপ পরন্তপ রামচন্দ্র দ্বিবিদ, মৈন্দ এবং নীলকেও অত্যুত্তম রত্নাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাবল বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই নররাজের নিকট বিদায় লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন। বানররাজ সুগ্রীব রামের অভিষেক দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করত কিষ্কিন্ধ্যা নগরী প্রবেশ করিলেন। মহাযশা ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও কুলক্রমাগত লঙ্কারাজ্য লাভ করিয়া অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে লঙ্কা যাত্রা করিলেন।

পরমোদার মহাযশা রামচন্দ্র শত্রুসংহার পূর্ব্বক এই প্রকারে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করত আনন্দে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ্য গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্ম-ণকে কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদিগের পূর্ব্বরাজগণ যাহা পালন

করিয়া গিয়াছেন, তুমি আমার সহিত এক্ষণে সেই পৃথিবী শাসন কর ; সামর্থ্যে তুমি আমারই সমান, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছেন ; তুমিও এক্ষণে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। কিন্তু যৌবরাজ্য গ্রহণার্থ বারম্বার অশেষরূপ অনুনয় ও উপরোধ করাতেও লক্ষ্মণ যখন কিছুতেই স্বীকার করিলেন না, তখন মহাত্মা রামচন্দ্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

রাজ্য গ্রহণ করিয়া রাজনন্দন রামচন্দ্র পৌণ্ডরীক ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। অশ্বমেধ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ যাগেরও অনুষ্ঠান করিলেন। দশ সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া এই সময় মধ্যে রাঘব ভূরিদক্ষিণাদান পূর্ব্বক সদশ্ব দ্বারা দশটী অশ্বমেধ করিয়াছিলেন।

আজানুলম্বিতবাহু বিশালবক্ষা প্রতাপবান্ লক্ষ্মণানুচর রামচন্দ্র এইরূপে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। অনুত্তম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মাত্মা আত্মীয় জন ও ভ্রাতৃগণের সাহায্যে বিবিধ উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

রাম রাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বৈধব্যজনিত শোক, হিংস্রপ্রাণিজনিত ভয়, কি ব্যাধিভয় রহিল না। প্রজামধ্যে তস্করভয় বিদূরিত হইল। কেহ অন্যের সামগ্রী স্পর্শও করিল না। বৃদ্ধদিগকে বালকদিগের অন্ত্যেষ্টি করিতে হইল না। সকল লোকই আনন্দিত এবং সকলে ধর্ম্মপরায়ণ হইল। সকলেই এক রামের প্রতিই অনুরক্ত হইয়া পরস্পর হিংসা করিল না। লোকের পরমায়ু সংখ্যা সহস্র ও পুত্রের সংখ্যাও সহস্র হইল এবং সর্ব্বলোক নীরোগ ও শোকশূন্য হইল। বৃক্ষ সকল সর্ব্ব ঋতুতেই সমভাবে ফল মূল ও পুষ্প প্রসব এবং মেঘ ইচ্ছামত বর্ষণ করিতে লাগিল। বায়ু সুখস্পর্শভাবে বহিতে থাকিলেন। প্রজাবর্গ স্ব স্ব বৃত্তিতেই পরিতুষ্ট থাকিয়া স্ব স্ব বৃত্তিই করিতে লাগিল ; ধর্ম্মপরায়ণ হইল। রামের রাজ্যশাসনকালে মিথ্যা-

বাদী রহিল না। সকলেই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইল। এই রূপে রামচন্দ্র দশসহস্র বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিলেন।

এই ধর্ম্মসাধক যশঃসাধক আয়ুর্ব্বর্দ্ধক রাজগণের বিজয়সাধক বেদপরিপোষক আদিকাব্য প্রাচীনকালে বাল্মীকি মুনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহসংসারে যে ব্যক্তি সদা এই আদিকাব্য শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাতক হইতেই মুক্ত হইয়া থাকেন। রামাভিষেক শ্রবণ করিয়া পুত্রার্থী পুত্র ও ধনার্থী ব্যক্তি ধনলাভ করেন। এবং রাজা মহীমণ্ডল জয় করিয়া শত্রু দমন করিতে পারেন। যেমন কৌশল্যার রাম, সুমিত্রার লক্ষ্মণ ও কৈকেয়ীর ভরত, রামায়ণ শ্রবণ করিলে তেমনি স্ত্রীলোকের পুত্র দীর্ঘজীবী হয়। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের অশেষ বিজয়সম্বন্ধীয় এই রামায়ণ গ্রন্থ শ্রবণ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি জিতক্রোধ ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বাল্মীকিবিরচিত এই প্রাচীন কাব্য শ্রবণ করেন, তিনি সকল সঙ্কট হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন। বাল্মীকি প্রণীত এই আদিকাব্য শ্রবণ করিলে, প্রবাসী ব্যক্তি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আনন্দে কাল যাপন করিতে পারেন। রামায়ণ শ্রবণ করিয়া মনুষ্য রামচন্দ্রের নিকট সমস্ত অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সকল দেবতাই রামায়ণশ্রোতার প্রতি প্রসন্ন হন। গৃহে রামায়ণ থাকিলে গৃহের ভুতাদি উপদ্রব শান্ত হয়। রামায়ণ শ্রবণ করিলে রাজা পৃথিবী জয় এবং প্রবাসী স্বস্তি মঙ্গল ও রজঃস্বলা স্ত্রী সর্ব্বোত্তম পুত্র লাভ করিয়া থাকেন। এই পুরাতন ইতিহাস পাঠ ও পূজা করিলে মনুষ্য সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইবে। ক্ষত্রিয়গণ অবনত মস্তকে প্রণাম করত নিত্য দ্বিজগণের নিকট রামায়ণ শ্রবণ করিবেন; তাহা হইলে তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য লাভ ও পুত্র লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই সমগ্র রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ করেন, রাম তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন,

রামই নিস্তারকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর আদিদেব মহাবাহু সনাতন নারায়ণ বিষ্ণু। এই রামায়ণ মহাগ্রন্থ এই প্রকার ও উহার মাহাত্ম্য এই রূপ। তোমাদিগের মঙ্গল হউক্। তোমরা নিরন্তর রামায়ণ কীর্ত্তন কর; হরির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হউক্। রামায়ণ অধ্যয়ন ও রামায়ণ পাঠ করিলে, সকল দেবতাই তুষ্ট থাকেন। রামায়ণ শ্রবণ হেতু পিতৃগণ নিয়তই তৃপ্তি লাভ করেন। ইহলোকে যাঁহারা ঋষিকৃত এই সংহিতা ভক্তি পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহাদিগের স্বর্গে বাস হইয়া থাকে।

এই মহার্থসম্পন্ন শুভ কাব্য শ্রবণ করিলে ইহলোকে কুটুম্ব-বৃদ্ধি, ধনধান্যবৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, অশেষ সুখসম্পৎ ও অর্থসিদ্ধি লাভ করা যায়। এই শুভঙ্কর আখ্যান আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, যশোবর্দ্ধক, আরোগ্যসাধক, সৌভ্রাত্রবিবর্দ্ধক, বুদ্ধিকর ও মঙ্গলপ্রতিপাদক অতএব সাধু ব্যক্তিগণ নিয়মপূর্ব্বক এই আখ্যান শ্রবণ করিবে। ইহা হইতে সর্ব্ব ঋদ্ধি ও সর্ব্ব কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত।

—:•:—

বাল্মীকি রামায়ণ।

উত্তর কাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

শ্রীরাম রাক্ষস বধ করিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঋষিগণ সকলে তদীয় প্রতিনন্দন জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিগ্বাসী কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব, কণ্ব ও মেধাতিথির পুত্র; দক্ষিণদিগ্বাসী ভগবান্ স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ ও বিমুখ; পশ্চিমদিগ্বাসী সশিষ্য নৃষঙ্গু, কবষী, ধৌম্য ও রৌদ্রেয় এবং উত্তরদিগ্বাসী বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষি অযোধ্যায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা, সকলেই হুতাশনসমপ্রভ, সকলেই বেদবেদাঙ্গপারগ এবং সকলেই বিবিধশাস্ত্রবিশারদ। রামভবনে সমাগত হইয়া, প্রতিহারমুখে তাঁহার সমীপে আপনাদের আগমননিবেদনজন্য, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন।

তাঁহাদের মধ্যে মুনিসত্তম ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য দ্বারপালকে কহিলেন, তুমি রামের গোচরে নিবেদন কর, ঋষিগণ আমরা আসিয়াছি। প্রতিহার অগস্ত্যের আদেশে তৎক্ষণাৎ মহাত্মা রামের সমীপে গমন করিল। ঐ ব্যক্তি নয় ও ইঙ্গিত উভয় বিষয়েই অভিজ্ঞ, সুশীল, দক্ষ ও ধৈর্য্যশালী। পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতি রামকে সহসা দর্শন করিয়া কহিল, ঋষিসত্তম অগস্ত্য আগমন করিয়াছেন।

রাম বালসূর্য্যসমপ্রভ ঋষিগণের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, দ্বারবানকে কহিলেন, তাঁহাদিগকে যথাসুখে এখানে আনয়ন কর। অনন্তর তাঁহারা আসিলে দর্শন করিয়া, তিনি কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক প্রত্যেককে আদরসৎকারে গোনিবেদন ও পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। এবং প্রয়ত চিত্তে অভিবাদন করিয়া, বসিবার জন্য আসন দিলেন। ঋষিপুঙ্গবেরা সেই কাঞ্চনচিত্রিত, কুশাস্তৃত, মৃগচর্ম্মযুক্ত, অত্যুৎকৃষ্ট মহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম বেদবিৎ মহর্ষিদিগকে শিষ্য ও পুরোগম সহিত, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহাবাহু রঘুনন্দন! তোমাকে সৌভাগ্যবশতঃ শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া, কুশলী দেখিতেছি, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বত্র কুশল। রাজন্! তুমি যে লোকরাবণ রাবণকে বধ করিয়াছ, ইহা অতিমাত্র সৌভাগ্যের বিষয়। অথবা, রাম! পুত্রপৌত্রের সহিত রাবণকে বধ করা তোমার পক্ষে গুরুতর নহে। যেহেতু তুমি শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিভুবন জয় করিতে পার, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, রাম! তুমি ভাগ্যবলেই পুত্রপৌত্রের সহিত রাবণকে সংহার করিয়াছ। ভাগ্যবলেই আমরা আজ তোমাকে সীতার সহিত বিজয়ী দেখিতেছি। ধর্ম্মাত্মন্! সৌভাগ্যবলেই তোমাকে আজি ত্বদীয় হিতকারী ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও মাতৃবর্গের সহিত অবলোকন করিতেছি। সৌভাগ্যক্রমেই প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও দুর্দ্ধর্ষ অকম্পন, এই সকল নিশাচর নিহত হইয়াছে। ইহ সংসারে যাহার প্রমাণ অপেক্ষা বিপুল প্রমাণ নাই, রাম! তুমি ভাগ্যবলেই সমরে সেই কুম্ভকর্ণকে নিহত করিয়াছ। ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, এই সকল মহাবীর্য্য নিশাচরকেও তুমি ভাগ্যবলে সংহার করিয়াছ। রাবণ দেবগণেরও অবধ্য। তুমি ভাগ্যবলেই তাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া, বিজয় লাভ করিয়াছ। যুদ্ধে রাবণকে জয় করা তোমার পক্ষে কিছুই নহে। তথাপি, তাহার পুত্রকে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়া সংহার করিয়াছ, ইহা অতিমাত্র সৌভাগ্য, বলিতে হইবে। বীর! তুমি সৌভাগ্যবলেই, সাক্ষাৎ কালের ন্যায়, শত্রুর অভিমুখে ধাবমান সুরশত্রু রাবণের হস্তে মুক্ত ও বিজয় প্রাপ্ত হইয়াছ। হে মহাবাহু! ইন্দ্রজিৎ সকল ভূতের অবধ্য ও পরম মায়াবী। তাহাকে বধ করিয়াছ, শুনিয়া, আমরা সকলেই তোমার অভিনন্দন করিতেছি। অবধ্য ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে, শুনিয়া আমাদের বিস্ময় জন্মিতেছে। তুমি এইপ্রকার সর্ব্বলোকপ্রীতিকর পবিত্র অভয়দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক শত্রুজয় করিয়া, সর্ব্বথা বর্দ্ধিত হইতেছ, ইহা নিরতি সৌভাগ্যের বিষয়।

রাম ভাবিতাত্মা ঋষিগণের ঐ কথা শুনিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনারা রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এই দুই মহাবীরকে অতিক্রম করিয়া, কিজন্য ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, অকম্পন, মহাপাশ, দুর্দ্ধর্ষ দেবান্তক ও নরান্তক, এই সকল মহাবীরদিগকেও অতিক্রম করিয়া, কিজন্য ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন? অতিকায় ত্রিশিরা ও ধূম্রাক্ষ এই সকল মহাবীর্য্য রাক্ষসকেও অতিক্রম করিয়া, কিজন্য ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন? এই ইন্দ্রজিতের প্রভাব কীদৃশ, বল ও পরাক্রম কিরূপ এবং কি কারণেই বা রাবণ অপেক্ষাও ইহার বলবীর্য্যাদি অধিক। যদি আমি এই বৃত্তান্ত শুনিতে পারি, এবং আপনাদেরও যদি ইহা বলিতে থাকে, তাহা হইলে, বলুন, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। নিশ্চয় জানিবেন, আমি আপনাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি না। ইন্দ্রজিৎ কিরূপে এরূপ বরলাভ করিল যে, ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিল? আর পুত্রই বা কিরূপে বলবান্ হইল? তাহার পিতা কিন্তু সেরূপ হইলেন না? ফলতঃ, ইন্দ্রজিৎ কিরূপে পিতা অপেক্ষাও অধিক যোদ্ধা, কি রূপে ইন্দ্রেরও জেতা এবং কি রূপে বরপ্রাপ্ত হইল, এই সকল জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে মুনীন্দ্র! সমস্ত কীর্ত্তন করুণ।

দ্বিতীয় সর্গ।

মহাত্মা রামের এই কথা শুনিয়া, পরমতেজস্বী অগস্ত্য কহিলেন, রাম! শ্রবণ কর। ইন্দ্রজিৎ যাহার প্রভাবে শত্রুর অবধ্য হইয়া, তাহাদিগকে বধ করিত, তাহার সেই অতিমাত্র তেজ ও বলবিষয়ক ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিব। হে রঘুনন্দন! প্রথমে তোমাকে রাবণের কুল, জন্ম ও তাহাকে যে বর দেওয়া হয়, বলিতেছি। রাম পূর্ব্বে সত্যযুগে পুলস্ত্য নামে ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তিনি প্রজাপতির পুত্র, পরমপ্রভাববিশিষ্ট ও সাক্ষাৎ পিতামহের ন্যায়। কি ধর্ম্ম, কি শীল, কোন বিষয়েই তাঁহার অপার গুণরাশি বর্ণন করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে, তিনি প্রজাপতির পুত্র, এই নাম মাত্রে তাঁহার বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রজাপতির পুত্র বলিয়া, তিনি দেবগণের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং বিবিধ পবিত্র গুণের আধারবশতঃ সেই মহামতিকে সকল লোকেই ইচ্ছা পূর্ব্বক ভাল বাসিত। মুনিপুঙ্গব সেই পুলস্ত্য তপঃসাধনলালসায় মহাগিরি মেরুর পার্শ্বে তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ধর্ম্মে মন সমর্পণ ও স্বাধ্যায়সহায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমন পূর্ব্বক, তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, ঋষি, পন্নগ, রাজর্ষি ও অপ্সর কন্যারা ক্রীড়াপ্রসঙ্গে সেই দেশে সমাগত হইয়া, তদীয় আশ্রমপদে গমন করিয়া, বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ আশ্রমকানন পরম মনোহর ও সকল ঋতুতেই উপভোগযোগ্য। সেই জন্য কন্যা সকল নিত্যই তথায় গমন করিয়া, ক্রীড়া করিতে লাগিল। স্থানের এই প্রকার রমণীয়তাবশতঃ দ্বিজসত্তম পুলস্ত্য যেখানে ছিলেন, তাহারা তথায় গিয়া, গান, বাদ্য ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সেই অনিন্দিতা কন্যাগণ তপস্বী ঋষির বিঘ্নসাধনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে, সেই মহাতেজা মহামুনি রুষ্ট হইয়া কহিলেন, অতঃপর আমি যাহাকে এখানে দেখিতে পাইব, তাহারই গর্ভ হইবে।

কন্যাগণ সকলে মহাত্মা ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্ম-শাপভয়ে ভীত হইয়া, সেই আশ্রমে আর গমন করিল না। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা সে কথা না শুনিয়া, আশ্রমপদে প্রবেশ পূর্ব্বক একান্ত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। সে আপনার কোন সখীকেই তথায় আসিতে দেখিল না। প্রজাপতিনন্দন পরমতেজস্বী মহর্ষি পুলস্ত্য তপঃপ্রভাবে বিদ্যোতিত হইয়া, তৎকালে স্বয়ং বেদপাঠ করিতেছিলেন। তৃণবিন্দুতনয়া সেই শব্দ-ধ্বনি শ্রবণ ও ঋষিকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুদেহা ও গর্ভবতী হইল। তাহার ঐ গর্ভ স্পষ্টই লক্ষিত হইতে লাগিল। আপনার এই দোষ দর্শনে তাহার উদ্বেগ সঞ্চার হইল। তখন সে, আমার এ কি হইল, জানিতে পারিয়া, পিতার আশ্রমে গমন করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিল।

তৃণবিন্দু কন্যাকে তদবস্থা দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আত্মদেহের অসদৃশ এ কি ধারণ করিতেছ? কন্যা দীন-ভাবাপন্ন হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধন পিতাকে কহিলেন, তাত! যে কারণে আমার এইপ্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা জানি না। কিন্তু আমি প্রথমে একাকিনী ভাবিতাত্মা মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে স্বীয় সখীজনের অন্বেষণার্থ গমন করিয়া-ছিলাম। কিন্তু কাহাকেও তথায় আসিতে দেখিলাম না। ঐ সময়েই স্বীয় রূপবিপর্য্যয় দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ত্রাসবশতঃ এখানে আগমন করিলাম।

তপঃপ্রভাবে বিদ্যোতিতদ্যুতি রাজর্ষি তৃণবিন্দু এই কথায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া, তৎক্ষণাৎ দিব্য চক্ষে দর্শন করিলেন, ঋষির কর্ম্মবলেই এই প্রকার ঘটিয়াছে। তখন তিনি ভাবিতাত্মা ঋষির শাপ বিদিত হইয়া, স্বীয় তনয়াকে লইয়া, তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমার এই কন্যা স্বীয় গুণেই ভূষিতা। আমি স্বয়ং আহরণ পূর্ব্বক ভিক্ষা স্বরূপ ইহাকে প্রদান করিতেছি। হে মহর্ষে! প্রতিগ্রহ করিতে আজ্ঞা হউক।

তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিলে, এই কন্যা নিত্য আপনার সেবাপরায়ণা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধার্ম্মিক রাজর্ষি তৃণবিন্দু এই প্রকার বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, মহাভাগ মহর্ষি পুলস্ত্য তদীয় কন্যা গ্রহণে সমুৎসুক হইয়া, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিলেন। তখন রাজা কন্যাদান করিয়া, স্বীয় আশ্রমপদে গমন করিলেন। কন্যাও স্বীয় গুণে স্বামীর সন্তোষ সাধন করত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মুনিপুঙ্গব তদীয় শীল ও বৃত্ত দ্বারা সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই মহাতেজা প্রীত হইয়া এই কথা কহিলেন, সুশ্রোণি! আমি গুণগৌরব প্রযুক্ত তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। এই কারণে অদ্য তোমাকে আত্মনুরূপ পুত্র প্রদান করিব।

ঐ পুত্র উভয় বংশের রক্ষাকর্ত্তা ও পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত হইবেক। হে দেবি! যেহেতু তুমি আমার অধ্যয়নসময়ে বিশেষরূপে বেদ শ্রবণ করিয়াছ, সেইহেতু, তোমার পুত্রের নাম বিশ্রবা হইবে, সন্দেহ নাই।

ঋষি প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে এই প্রকার কহিলে, সেই দেবী অচিরকাল মধ্যেই পুত্র বিশ্রবাকে প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র ত্রিলোকবিখ্যাত, যশোধর্ম্মসমন্বিত, শ্রুতিমান্‌, সমদর্শী, ব্রতাচারপরায়ণ এবং পিতার ন্যায়, তপস্বী হইলেন।

—[:]—

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর পুলস্ত্যের পুত্র মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা অচিরকালমধ্যেই পিতার ন্যায় তপস্বী, সত্যবান্‌, শীলবান্‌, দান্ত, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, সর্ব্বভোগে বীতস্পৃহ, এবং নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার এইপ্রকার চরিত্র বিদিত হইয়া, আপনার দুহিতা দেববর্ণিনীকে পত্নীস্বরূপ তাঁহার হস্তে সম্প্রদান

করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজদুহিতাকে প্রতিগ্রহ করিয়া, প্রজাগণের শুভদর্শনসংকল্পপরবশ হইয়া, বিশিষ্টরূপে ভাবী পুত্রের কল্যাণ চিন্তা করত, পরম আহ্লাদ সহকারে উহার গর্ভে বীর্য্যসম্পন্ন ও সমুদায় ব্রহ্মগুণ বিশিষ্ট পরমাদ্ভুত পুত্র সমুৎপাদন করিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, পিতামহ নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এবং উহার শ্রেয়স্কর-বুদ্ধি দর্শনে, পরিণামে ধনাধ্যক্ষ হইবে, ভাবিয়া, দেবগণ ও ঋষি-গণের সহিত আনন্দ সহকারে এইরূপে তাহার নামকরণ করি-লেন, যেহেতু, বিশ্রবার এই পুত্র তাঁহারই সদৃশ, সেই হেতু, ইহার নাম বৈশ্রবণ বলিয়া বিখ্যাত হইবেক!

মহাতেজা বৈশ্রবণ তপোবনে আসিয়া, হুত হুত অনলের ন্যায়, বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আশ্রমপদে অবস্থান সময়ে সেই মহাত্মা সংকল্প করিলেন, আমি পরম ধর্ম্ম আচরণ করিব। যেহেতু, ধর্ম্মই পরম গতি। অনন্তর তিনি কঠোর নিয়মে নিয়-ন্ত্রিত হইয়া, আলোচনা সহকারে একসহস্র বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিলেন। তদনন্তর বর্ষসহস্র পূর্ণ হইলে, তিনি পক্ষ্য-মাণ বিধি অবলম্বন করিলেন; কখন জলাহার, কখন বায়ুমাত্র আহার এবং কখন বা অনাহার, এই প্রকারে সহস্র সহস্র বৎসর এক বর্ষবৎ তাঁহার অতিবাহিত হইয়া গেল। পরমতেজস্বী পিতা-মহ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ সমভিব্যাহারে তদীয় আশ্রমপদে পদার্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার এই কার্য্যে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। সুব্রত! বর গ্রহণ কর। হে মহামতে! তুমি বরদানের যোগ্যপাত্র। তোমার মঙ্গল হউক। তখন বৈশ্র-বণ পিতামহকে কহিলেন, ভগবন্! আমি ধনরক্ষক লোকপাল হইতে ইচ্ছা করি। পিতামহও সুরগণের সহিত আহ্লাদিত হইয়া, প্রীত চিত্তে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবেক। আমিও চতুর্থ লোকপাল সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। অতএব যম, ইন্দ্র ও বরুণ ইহাদের মধ্যে যাহার পদ প্রাপ্তে তোমার অভিলাষ,

তাহাই গ্রহণ কর। অথবা, নিধীশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত হও। ফলতঃ তুমি ইন্দ্র, বরুণ ও যম, ইহাদের চতুর্থ হইবে। এক্ষণে সূর্য্য-সন্নিভ পুষ্পকনামক বিমান যানার্থ প্রতিগ্রহ করিয়া দেবগণের সমান হও। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি সুখে থাক। তাত! তোমাকে বরদ্বয় দান করিয়া, আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি। অতএব সকলেই যথাগত প্রস্থান করিব। এই বলিয়া পিতামহ দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন.

পিতামহপ্রমুখ দেবগণ নভস্থলে প্রস্থান করিলে, কুবের কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রযতচিত্তে পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতামহের নিকট অভীপ্সিত বর লাভ করিয়াছি। কিন্তু সেই দেব প্রজাপতি আমার কোন বাসস্থানবিধান করেন নাই। অত-এব প্রভো! আপনিই আমার জন্য এপ্রকার নিবাস সম্যক-বিধানে অবলোকন করুন, যেখানে থাকিলে, যে কোন প্রাণীর পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুত্র এইপ্রকার কহিলে, মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা সেই ধর্ম্মজ্ঞকে বলি-লেন, সত্তম! শ্রবণ কর। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরদেশে চিত্রকূট নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার শিখরদেশে রাক্ষসগণের বাস নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কা নামে নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ পুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়, রমণীয় ও সুবিস্তৃত। তুমি তথায় গিয়া নিঃসন্দেহে বাস কর, তোমার কল্যাণ হউক। ঐ রমণীয় নগরী স্বর্ণময় প্রাচীর, পরিখা, যন্ত্র ও শস্ত্রসমূহে সমা-বৃত এবং রুক্মবৈদূর্য্যতোরণসম্পন্ন। ইতিপূর্ব্বে রাক্ষসেরা বিষ্ণু-ভয়ে অভিভূত হইয়া এই পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করাতে, উহা রাক্ষসশূন্য হইয়াছে। এবং সংপ্রতি শূন্য অব-স্থায় পতিত আছে। উহার কেহই প্রভু নাই। পুত্র! তুমি যথাসুখে বাস করিবার জন্য তথায় গমন কর। তথায় বাস করিলে, কোন দোষ বা কাহারই বাধা ঘটিবে না।

ধর্ম্মিষ্ঠ কুবের পিতার এইপ্রকার ধর্ম্মিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিয়া

ভূধরশেখরস্থ লঙ্কায় বাস করিলেন। সহস্র সহস্র নৈঋত তুষ্ট ও প্রমুদিত হইয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল। তাঁহার পালন গুণে লঙ্কানগরী অচিরকালমধ্যেই ধন ধান্যাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিশ্রবার পুত্র নৈঋতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ আহ্লাদিতান্তঃকরণে সাগরপরিখা লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে সেই ধর্ম্মাত্মা ধনেশ্বর পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া, পিতা মাতার নিকট বিনীত হৃদয়ে আসিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে দেবগন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করেন, তদীয় পুষ্পক বিমান অপ্সরোগণের নৃত্যে ভূষিত হইয়া উঠে। তিনি স্বয়ং গভস্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায়, শোভমান হইয়া, পিতা মাতার সমীপে সমাগত হয়েন।

:০: -

চতুর্থ সর্গ।

রাম অগস্ত্যের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কুবেরের অবস্থিতির পূর্ব্বে লঙ্কায় কি রূপে রাক্ষসগণের অবস্থানাদি সম্ভব হইতে পারে। অনন্তর অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর শিরঃকম্পন ও ত্রেতাগ্নিসমপ্রভ অগস্ত্যের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কুবেরাদির পূর্ব্বেও লঙ্কায় রাক্ষসেরা বাস করিত, ভবদীয় প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া, আমার অতিমাত্র বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, পুলস্ত্য বংশেই রাক্ষসগণের জন্ম হয়। কিন্তু আপনি এক্ষণে অন্য প্রকারেও রাক্ষসগণের জন্ম হইয়াছে, কীর্ত্তন করিলেন। ঐ সকল রাক্ষস কি রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট ও রাবণের পুত্রগণ অপেক্ষাও অধিক বলশালী ছিল? হে ব্রাহ্মন্! কোন্ বলোৎকট রাক্ষস ইহাদের আদি পুরুষ, তাহার নাম কি? এবং কি অপরাধেই বা কি রূপে ভগবান্ বিষ্ণু ইহাদিগকে বিদ্রাবিত করেন? হে অনঘ! এই সকল ঘটনা বিস্তারক্রমে আমার

নিকট কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মন্! সূর্য্য যেমন অন্ধকার নিরাশ করেন, আপনিও তেমনি আমার এই কৌতূহল অপনোদন করুন।

মহামতি অগস্ত্য শ্রীরামের এই সংস্কারসমলঙ্কৃত শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিস্মিত হইয়া, কহিলেন, ব্রহ্মা আদতে জলের সৃষ্টি করিয়া,তাহাতে স্বয়ং প্রজাপতি রূপে উদ্ভূত হইলেন। অনন্তর ঐ জলের রক্ষার্থ জন্তু সকলের সৃষ্টি করিলেন। জন্তুগণ ক্ষুৎপিপাসা ভয়ে অভিভূত ও আপনাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকটস্থ হইয়া, বিনীত বচনে কহিল, আমরা কি করিব? প্রজাপতি সহাস্য আস্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা যত্নপূর্ব্বক এই জল রক্ষা কর। তাহাদের মধ্যে কেহ বুভুক্ষিত, কেহবা অবুভুক্ষিত হইয়াছিল। পিতামহের এই কথা শুনিয়া, কেহ কেহ বলিল, রক্ষা করিব। অন্যান্যেরা কহিল যক্ষ অর্থাৎ পূজা করিব। তখন ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা রক্ষা করিব, বলিল, তাহারা রাক্ষস হইবে; আর, যাহারা যক্ষ অর্থাৎ পূজা করিব, বলিল, তাহারা যক্ষ হইবে।

অনন্তর রাক্ষসগণের মধ্যে তাহাদের অধিপতিরূপে হেতি ও প্রহেতি নামে মধুকৈটভাক্রান্ত অরিন্দম দুই ভাই জন্ম গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে প্রহেতি ধার্ম্মিক ও তপোবনবাসী হইল এবং হেতি দারপরিগ্রহার্থ নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই মহামতি অমেয়াত্মা হেতি কালের ভগিনী স্বয়ম্ভাগত ভয়ানাম্নী মহাভয়া কন্যাকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিল। পরে পুত্রবান্ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ রাক্ষসপুঙ্গব হেতি ঐ কন্যার গর্ভে বিদ্যুৎকেশি নামে সুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিল। দীপ্ত সূর্য্যসমদ্যুতি পরমতেজস্বী হেতিপুত্র বিদ্যুৎকেশ জলমধ্যে পদ্মের ন্যায়, বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর ঐ নিশাচর যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, তদীয় দারক্রিয়ার্থ তাহার পিতা হেতি কৃতসংকল্প হইল। এবং পুত্রের জন্য সন্ধ্যার ন্যায় প্রভাবশালিনী

সন্ধ্যাদুহিতাকে বরণ করিল। হে রঘুনন্দন! অবশ্যই পরকে কন্যাদান করিতে হইবে, ভাবিয়াই, সন্ধ্যা আপনার দুহিতাকে বিদ্যুৎকেশের হস্তে সম্প্রদান করিল। নিশাচর বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যাতনয়াকে লাভ করিয়া, পৌলোমীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, সন্ধ্যাদুহিতা সংকটংকটা, সমুদ্র হইতে মেঘমালার ন্যায়, বিদ্যুৎকেশসংসর্গে গর্ভ ধারণ করিল। পরে মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়া, ঘনতিসমপ্রভ গর্ভ প্রসব ও অগ্নিবিসৃষ্ট গঙ্গা গর্ভের ন্যায় ঐ গর্ভ বিসর্জ্জন করিল। গর্ভ বিসর্জ্জন করিয়া, সুরতার্থিনী হইয়া, স্বামীর সহিত বিহার করিতে লাগিল। এই-রূপে সেই ঘনশব্দসমস্বন গর্ভ উৎসৃষ্ট অবস্থায় পতিত রহিল। অনন্তর তাহাদের পরিত্যক্ত শরদর্কসমদ্যুতি ঐ শিশু স্বয়ং আস্য দেশে মুষ্টিনিহিত করিয়া, ধীরে ধীরে রোদন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বৃষারোহণে আকাশ পথে গমন করিতেছিলেন। এই ক্রন্দননাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি উমার সহিত চাহিয়া দেখিলেন, রাক্ষসনন্দন রোদন করিতেছে। অনন্তর ত্রিপুরারি কারুণ্যভাব প্রযুক্ত পার্ব্বতীর প্রেরণাবশংবদ হইয়া, সেই রাক্ষসাত্মজকে মাতার সমান বয়স্ক করিলেন। পরে অক্ষর অব্যয় মহাদেব পার্ব্বতীর প্রিয় কামনা-বশম্বদ হইয়া, তাহাকে অমর করিয়া, আকাশগামী পুর প্রদান করিলেন। অনন্তর পার্ব্বতীও রাক্ষসদিগকে সদ্যগর্ভ ধারণ, সদ্য প্রসব এবং সদ্যই মাতার সমান বয়স লাভ করিবে, বলিয়া বর দিলেন। ঐ রাক্ষসাত্মজের নাম সুকেশ মহামতি মহারাক্ষস সুকেশ প্রভু মহাদেবের নিকট আকাশগামী পুর ও শ্রীলাভ করিয়াই, পার্ব্বতীর বরদান প্রযুক্ত গর্ব্বিত হইয়া, পুরন্দরের ন্যায়, সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ।

বিশ্বাবসুর ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট গ্রামণী নামে গন্ধর্ব্বের দেববতী নামে কন্যা, দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় রূপ যৌবনশালিনী ও ত্রিলোকেই বিখ্যাত। গ্রামণী ধর্ম্মাত্মা সুকেশকে ধার্ম্মিক ও বর লাভ করিতে দেখিয়া মূর্ত্তিমতী রাক্ষসলক্ষ্মীর ন্যায়, আপনার ঐ দুহিতা তাহাকে সম্প্রদান করিল। শিবের বর দান প্রযুক্ত সুকেশ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। দেববতী তাদৃশ প্রিয়পতি প্রাপ্ত হইয়া, ধনপ্রাপ্ত নির্দ্ধনের ন্যায়, প্রীতিমতী হইল। অঞ্জন নামক দিগ্গজের ঔরসোৎপন্ন মহাগজ যেমন করেণু সংসর্গে শোভা ধারণ করে, নিশাচর সুকেশও তেমনি দেববতীর সহযোগে বিরাজমান হইল।

রাঘব! অনন্তর কালসহকারে সুকেশ ত্রেতাগ্নিসদৃশবিগ্রহ তিন পুত্র সমুৎপাদন করিল। উহাদের নাম মাল্যবান, সুমালি ও মালি। রাক্ষসাধিপ সুকেশ ত্রিনেত্রসমান এই তিন রাক্ষসপুত্র উৎপাদন করিল। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিন লোক তিন অগ্নি, তিন মন্ত্র অথবা অত্যুগ্র তিন রোগ অব্যগ্রে অবস্থিতি করিতেছে। রোগ যেমন উপেক্ষা কারণে, বর্দ্ধিত হয়, সুকেশের ত্রেতাগ্নিসমতেজা ঐ তিন পুত্র তেমনি দিনদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর তাহারা তিন ভাই পিতার বরপ্রাপ্তি ও ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত ও কৃতনিশ্চয় হইয়া, তপস্যা করিবার নিমিত্ত মেরু-পর্ব্বতে গমন করিল। হে নৃপসত্তম! তথায় সেই রাক্ষসগণ ঘোর নিয়ম বন্ধন পূর্ব্বক সর্ব্বভূতভয়াবহ ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সত্য, আর্জ্জব ও সমগুণসম্পন্ন অলৌকিক তপোবলে দেব, অসুর ও মানুষ সমেত তিনলোক সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে, বিভু চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিমানবর আশ্রয় পূর্ব্বক সুকেশের পুত্র-দিগকে আমন্ত্রণ করিয়া, কহিলেন, আমি বর দিতে আসিয়াছি।

পিতামহ ইন্দ্রাদি দেবগণে পরিবৃত হইয়া, বর দিতে আসিয়াছেন, জানিয়া, তাহারা সকলে বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিকরে নিবেদন করিল, দেব! আমাদের তপস্যায় আরাধিত হইয়া, যদি আমাদিগকে বর দানে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমরা যেন অজেয়, শত্রুহন্তা, চিরজীবী ও পরমপ্রভাববিশিষ্ট এবং পরস্পর অনুরক্ত হই। এই বলিয়া তাহারা পরস্পর বর প্রার্থনা করিলে, ব্রাহ্মণবৎসল বিভু ব্রহ্মা তাহাই হইবে, বলিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

এদিকে সুকেশের পুত্রেরা বরলাভ করিয়া, তৎপ্রভাবে নিরতিনির্ভয় হইয়া, সুরাসুরগণের পীড়ন করিতে লাগিল। চারণ ও ঋষিগণের সহিত দেবগণ তাহাদের কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া, নরকপতিত ব্যক্তিগণের ন্যায়, কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর রাক্ষসেরা একত্রেই মিলিত ও নিরতি আহ্লাদিত হইয়া, শিল্পিশ্রেষ্ঠ অব্যয় বিশ্বকর্ম্মাকে কহিল, মহামতে! আপনি আত্মতেজসহায়ে ওজ তেজ ও বলবিশিষ্ট মহাত্মা দেবগণের গৃহ নির্ম্মাণ করেন। অতএব হিমালয়, মেরু বা মন্দর পর্ব্বত, এই সকলের মধ্যে যে কোন স্থানে আমাদেরও মনোমত বাসভবন প্রস্তুত করুন। আমাদের ঐ গৃহ, মহেশ্বরগৃহের সদৃশ ও মহত্ত্ববিশিষ্ট হইবে।

তখন মহাবাহু বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়, রাক্ষসগণের নিবাস নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, দক্ষিণ সাগরের তীরদেশে ত্রিকূট নামে পর্ব্বত আছে। হে রাক্ষসেশ্বরগণ! এই ত্রিকূটের সদৃশ সুবেলনামে আর এক যে পর্ব্বত আছে, তাহার মধ্যমশেখর জলদসন্নিভ ও শকুন্তগণেরও দুষ্প্রাপ্য। ঐ শেখরের চতুর্দ্দিক টঙ্ক ছিন্ন। আমি দেবরাজের আজ্ঞায় তথায় লঙ্কানামে নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছি। ঐ নগরী ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত, শতযোজন আয়ত, স্বর্ণময় প্রাচীরে সংবীত ও হেমময় তোরণে আবৃত। হে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ যেমন

অমরাবতীতে, তোমরা তেমনি লঙ্কানগরীতে বাস কর। এবং বহুসংখ্য নিশাচরে পরিবৃত হইয়া, সেই লঙ্কাদুর্গ আশ্রয় করিয়া, শত্রুগণের দুরাধর্ষ হও। তোমরা সকলেই শত্রুসংহারসমর্থ। রাক্ষসশ্রেষ্ঠেরা বিশ্বকর্ম্মার কথা শুনিয়া, সহস্র সহস্র অনুচর সমভিব্যাহারে লঙ্কায় গিয়া বাস করিল। লঙ্কা দৃঢ়প্রাকারে পরিবৃত ও শত শত স্বর্ণময় গৃহে অলঙ্কৃত। তাহারা তথায় বাস করিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইল।

রাম! ঐ সময়ে নর্ম্মদানামে গন্ধর্ব্বী যদৃচ্ছাক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়। তাহার হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তিসমদ্যুতি তিন কন্যা। নর্ম্মদা এই তিন কন্যাকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে ঐ তিন রাক্ষসের হস্তে সহর্ষে সংপ্রদান করিল। এইরূপে চন্দ্রনিভাননা মহাভাগা তিন গন্ধর্ব্বকন্যা জননী কর্ত্তৃক ভগদৈবতনক্ষত্রে তিন রাক্ষসেন্দ্রের পত্নীরূপে প্রদত্ত হইল। রাম! সুকেশের পুত্রেরা কৃতদার হইয়া, অপ্সরাদিগের সহিত অমরগণের ন্যায়, ভার্য্যাগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিল। মাল্যবানের ভার্য্যার নাম সুন্দরী, সেই সুন্দরীভার্য্যাতে মাল্যবান্ যে পুত্র সমুৎপাদন করে, শ্রবণ কর। বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত এবং অনলানাম্নী কন্যা সুন্দরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। সুমালীর ভার্য্যা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কেতুমতী স্বামীর প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী। মহারাজ! রাক্ষস সুমালী কেতুমতীর গর্ভে যে অপত্য উৎপাদন করে, আনুপূর্ব্বিক্রমে তাহা শ্রবণ কর। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কলিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুম্ভীনসী ইহারা সুমালীর অপত্য বলিয়া পরিগণিত। মালীর স্ত্রী বসুদানাম্নী রূপশালিনী গন্ধর্ব্বী বসুদা দক্ষসুতাসদৃশী, পদ্মপত্রাক্ষী ও মধুরদৃষ্টিশালিনী। হে প্রভো! মালী তাহার গর্ভে যে অপত্য উৎপাদন করে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। অনল, নিল, হর ও সম্পাতি ইহারা মালীর সন্তান এবং বিভীষণের অমাত্য।

অনন্তর এই তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ শত শত পুত্র ও নিশাচরগণে পরিবৃত ও বাহুবীর্য্যে দর্পিত হইয়া, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ, ঋষিগণ, যক্ষসমূহ ও নাগগণ, সকলের উৎপীড়ন পুরঃসর বায়ুবৎ জগতের সমন্তাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই দুরাসদ, রণে মৃত্যুসমান তেজস্বী, বর প্রদান প্রযুক্ত অতিমাত্র গর্ব্বিত এবং সকলেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ তাহাদের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, ভয়ে দেবদেব মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি জগৎ-সৃষ্টির সংহারকর্ত্তা, অজ, অব্যক্তস্বরূপ, এবং সকল লোকের আধার, আরাধ্য ও পরমগুরু। দেবগণ কামারি ও ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের শরণাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়গদ্গদ বচনে কহিলেন, ভগবন্ প্রজাপতে! সুকেশের পুত্রেরা পিতামহের বরে উদ্ধত হইয়া, প্রজা সকল পীড়ন করিতেছে আমাদের শরণভূত আশ্রম সকল অশরণ করিয়াছে এবং তাহারা স্বর্গ হইতে দেবগণকে চ্যুত করিয়া, স্বয়ং স্বর্গে দেববৎ ক্রীড়া করিতেছে। আমিই বিষ্ণু, আমিই ব্রহ্মা, আমিই রুদ্র, আমিই দেবরাজ, আমিই যম ও বরুণ, আমি চন্দ্র ও আমিই সূর্য্য, এই প্রকার কহিয়া, মালী, সুমালী ও মাল্যবান এই তিন সমরোৎসাহী নিশাচর ভৃত্যগণের সহিত উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। আমরা সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়াছি। অতএব, দেব! আমাদিগকে অভয় আজ্ঞা হউক। রৌদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ঐ সকল দেবকণ্টকের সংহার করুন।

পরমপ্রভাব নীললোহিত কপর্দ্দী সুরগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, সুকেশের সাপেক্ষে দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! তাহারা আমার অবধ্য অতএব তাহাদিগকে আমি বধ করিব

না। কিন্তু যে উপায়ে তাহারা বিনষ্ট হইবে, তাহা বলিব। হে মহর্ষিগণ! তোমরা কালান্তর পরিহার পূর্ব্বক এই উদ্যোমেই সকলের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুর নিকট গমন কর তিনি তাহাদিগকে বধ করিবেন। তখন নিশাচর ভয়ার্দ্দিত দেব ও ঋষিগণ জয়শব্দ সহকারে মহেশ্বরের প্রতিনন্দন করিয়া, বিষ্ণুর সমীপে সমাগত হইলেন। এবং সেই শঙ্খচক্রধর দেবকে প্রণাম ও বহুমান প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্ভ্রান্তবৎ বাক্যে সুকেশের পুত্রগণের উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন দেব! সুকেশের ত্রেতাগ্নিসন্নিভ তিন পুত্র বর পাইয়া, আক্রমণ পূর্ব্বক আমাদের স্থান সকল অপহরণ করিয়াছে। ত্রিকূট পর্ব্বতের শেখরদেশে লঙ্কানামে যে দুর্গমপুরী প্রতিষ্টিত আছে, ঐ সকল নিশাচর তথায় থাকিয়া আমাদের সকলকে নিপীড়িত করে। হে মধুসূদন! আপনি আমাদের হিতের জন্য তাহাদিগকে সংহার করুন। হে সুরেশ্বর! আমরা আপনার শরণাপন্ন, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আমাদের ভয়ে অভয়দাতা দ্বিতীয় নাই। হে দেব! ভাস্কর যেমন নীহার নিহরণ করেন, আপনি তেমনি সমরে হর্ষাবিষ্ট মদোদ্ধত রাক্ষসদিগকে সানুবন্ধে সংহার করিয়া, সকলের ভয় দূর করুন।

শত্রুগণের ভয়ঙ্কর দেবদেব জনার্দ্দন দেবগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া কহিলেন, আমি জানি, সুকেশ মহাদেবের বরে দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পুত্রদিগকেও আমি জানি। মাল্যবান্ তাহাদের জ্যেষ্ঠ। সেই রাক্ষসাধমেরা লোকমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে। আমি নিরতি ক্রোধভরে তাহাদিগকে বধ করিব। সুরগণ! তোমরা বিগতজ্বর হও। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এই প্রকার কহিলে, দেবগণ সকলে হৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

নিশাচর মাল্যবান দেবগণের এই প্রকার উদ্যোগ শ্রুতিগোচর

করিয়া, আপনার সেই দুই বীর ভ্রাতাকে কহিল, অমরগণ ও ঋষিগণ আমাদের সংহারকামনায় মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া, এই প্রকার বলিয়াছে, দেব! সুকেশের ঘোররূপ তনয়গণ বরদান বলে উদ্ধত ও নিতান্ত উদ্দৃপ্ত হইয়া, পদে পদে আমাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে। হে প্রজাপতে! আমরা সকলে রাক্ষসগণ কর্তৃক অভিভূত হইয়া, সেই সকল দুরাত্মার ভয়ে স্ব স্ব গৃহেও থাকিতে পারিতেছি না। অতএব ত্রিলোচন! আমাদের হিতার্থে তাহাদিগকে সংহার করুন। হে প্রমথনাথেশ্বর! হুঙ্কার দ্বারাই তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলুন। ত্রিদশগণ এইপ্রকার কহিলে, অন্ধকনিসূদন ত্রিলোচন তাহা শুনিয়া, হস্ত ও মস্তক চালনা পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! সুকেশের পুত্রগণ যুদ্ধে আমার অবধ্য। কিন্তু আমি তোমাদিগকে তাহাদের বধোপায় বলিয়া দিব। যাঁহার হস্তে চক্র ও পরিধানে পীতবস্ত্র এবং যিনি হরি ও জনার্দ্দন, তোমরা সেই নারায়ণের শরণাপন্ন হও। দেবগণ কামারি মহাদেবের নিকট এই প্রকার মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদনানন্তর নারায়ণের আলয়ে গমন ও তাঁহার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন নারায়ণ ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবর্গকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা নির্ভয় হও, আমি সেই সকল রাক্ষসের সংহার করিব।

তোমরা দুই জনেই রাক্ষসগণের মধ্যে প্রধান। নারায়ণ ভয়ভীত দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমাদের বধ করিবেন। এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, চিন্তা কর। নারায়ণের হস্তে হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য সুরবৈরিগণের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, নমুচি, কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, লোকপাল, যমল ও অর্জ্জুন এবং হার্দ্দিক্য, শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই সকল অসুর ও দানব ইহারা সকলেই সত্ত্ববান্ ও বলবান্, সকলেই অপরাজিত ও শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সকলেই মায়াবিৎ, সর্ব্ব সুকুশল ও শত্রুগণের ভয়ঙ্কর।

নারায়ণ ইহাদের শত শত ও সহস্র সহস্রকে নিহত করিয়াছেন। এ বিষয় অবগত হইয়া, যাহা কর্ত্তব্য, তোমাদিগকে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইতেছে। যিনি আমাদিগকে বধ করিতে উৎসুক, সেই নারায়ণকে জয় করা দুষ্কর। সুমালী ও মালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবানের কথা শুনিয়া,দুই অশ্বিনীকুমার যেমন ইন্দ্রকে, তেমনি তাহাকে কহিল, আমরা উত্তমরূপে অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, ঐশ্বর্য্যের পরিপালন, স্ব পথে ধর্ম্মের স্থাপন ও অক্ষোভ্য দেবসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক শস্ত্রসহায়ে শত্রুগণের জয় করিয়াছি এবং নিরাময় আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের মৃত্যুভয় নাই। নারায়ণ, রুদ্র, শক্র এবং যম ইহারাও সকলে সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে থাকিতে ভয় করে। আর, হে রাক্ষসেশ্বর! আমাদের প্রতি নারায়ণের দ্বেষ করিবার কোন কারণ নাই। দেবগণের দোষেই বিষ্ণুর মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব অদ্যই সকলে পরস্পর সমাবৃত ও মিলিত হইয়া, দেবগণের বিনাশ করিব। তাহাদের হইতেই দোষ সমুত্থিত হইয়াছে। এই বলিয়াই রাক্ষসশ্রেষ্ঠেরা পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, উদ্যোগ ঘোষণা করত সৈন্যগণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর জম্ভবৃত্রাদির ন্যায় ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। রাম! এই রূপে সেই রাক্ষসেরা পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীন উদ্যোগ সহকারে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। তাহারা সকলেই মহাকায় ও মহাবল। রথ, অশ্ব, গজ, গর্দ্দভ, গো, উষ্ট্র, শিশুমার, সর্প, মকর, কচ্ছপ, মৎস্য, বিহঙ্গ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, সৃমর ও চমর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন যানারোহণে তাহারা সকলে বলগর্ব্বিত হইয়া, লঙ্কা ত্যাগ করিয়া গমন ও যুদ্ধের জন্য দেবলোকে প্রয়াণ করিল। লঙ্কায় যে সকল প্রাণী বাস করিতেছিল,তাহারা লঙ্কার ভাবী বিনাশ দর্শন করিয়া,ভয়দর্শী ও সর্ব্বথা বিমনস্ক হইল। শত শত ও সহস্র সহস্র নিশাচর উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া, প্রযত্নসহকারে কালবিলম্বপরিহারপূর্ব্বক

দেবলোকে প্রস্থান করিলে, দেবগণ তাহাদের যাত্রাসমকালেই সহসা অপক্রান্ত হইলেন।

ঐ সময়ে রাক্ষসগণের বিনাশ সূচনা করিয়া, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষে কালপ্রেরিত ভয়াবহ উৎপাতসমূহ প্রাদুর্ভূত হইল। মেঘ সকল রাশি রাশি অস্থি ও উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। সাগর সকল বেলাভূমি অতিক্রম করিল। পর্ব্বত সকল বিচলিত হইতে লাগিল। ঘোরদর্শন শিবা সকল অট্টহাস্য করিয়া, ঘননাদসমস্বনে দারুণ চীৎকার আরম্ভ করিল। অশিবসূচক ভূত সকল যথাক্রমে সম্পাতিত ও দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভূরি ভূরি গৃধ্র প্রজ্বলিত শিখামুখে কালের ন্যায়, রাক্ষসগণের উপরে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। রক্তপাদ কপোত ও সারিকা সকল দ্রুততর গমন করিতে লাগিল। এবং কাক ও দ্বিপাদ বিড়াল সকল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল।

রাক্ষসেরা বলগর্ব্বিত ও মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়াছিল। সেই জন্য এই সকল উৎপাত অগ্রাহ্য করিয়া গমন করিতে লাগিল, নিবৃত্ত হইল না। মাল্যবান্, সুমালী ও মালী এবং তাহাদের পুরঃসর রাক্ষসগণ সকলেই প্রজ্বলিত পাবকপ্রতিম। মাল্যবান্ সাক্ষাৎ মাল্যবান্ পর্ব্বতের ন্যায়। দেবগণ যেমন ধাতাকে, ঐ সকল নিশাচর তেমনি মাল্যবান্‌কে আশ্রয় করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর মহাভ্রঘননাদিত সেই রাক্ষসেন্দ্রবল জয়াভিলাষে মালীর বশবর্ত্তী হইয়া, দেবলোকে প্রস্থান করিল।

এ দিকে প্রভু নারায়ণ দেবদূতপ্রমুখাৎ রাক্ষসগণের এইপ্রকার সমুদ্যোগ শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধে কৃতচিত্ত হইলেন। এবং আয়ুধ ও তূণীরসজ্জাবিধান পূর্ব্বক বৈনতেয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তিনি সহস্রসূর্য্যসমদ্যুতি বর্ম্ম পরিধান, শরসম্পূর্ণ বিমল ইষুধিদ্বয় আবন্ধন এবং শ্রোণিসূত্র, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আয়ুধ সমস্ত গ্রহণ করিয়া, সংপূর্ণগিরিসদৃশ গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণের বিনাশ

জনা ক্রুদ্ধতর যাত্রা করিলেন। তৎকালে সুপর্ণের পৃষ্ঠারূঢ় শ্যামবর্ণ পীতাম্বর হরি, কাঞ্চনপর্ব্বতের শেখরস্থ বিদ্যুৎকান্তি মেঘের ন্যায়, শোভমান হইলেন। সিদ্ধগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, মহোরগগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও যক্ষগণ তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল। তিনি অসুরসৈন্যের শত্রুরূপে চক্র, খড়্গ, শার্ঙ্গ ও শঙ্খ হস্তে সংগ্রামে অবতরণ করিলেন। সুপর্ণের পক্ষপবনে বল ক্ষুভিত, পতাকা সকল ভ্রমিত ও শস্ত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে, সেই রাক্ষসরাজসেনা বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাতে, চঞ্চল-উপল-সকল-সঙ্কুল নীল অচলশেখরের ন্যায়, তাহার শোভা হইল। অনন্তর নিশাচরগণ ভগবান্ হরিকে বেষ্টন করিয়া, সহস্র সহস্র শায়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সকল আয়ুধ সুশাণিত শোণিত ও মাংসে রূষিত এবং যুগান্ত-কালীন বৈশ্বানর তুল্য শরীরসম্পন্ন।

সপ্তম সর্গ।

অনন্তর নিশাচররূপ মেঘ সকল গর্জ্জনসংকারে অস্ত্রবর্ষণ পূর্ব্বক নারায়ণরূপ পর্ব্বতকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইল, জলধর সকল যেন বৃষ্টিপাতে ভূধরকে আচ্ছন্ন করিতেছে। বিষ্ণু নির্ম্মল শ্যামবর্ণ এবং রাক্ষসেরা নীলবর্ণ। তাহাতে বোধ হইল, বর্ষমাণ পয়োধর সকল যেন অঞ্জন শৈলকে বেষ্টন করিয়াছে। শলভ সকল যেমন কেদারে, মশক সকল যেমন পাবকে, দংশ সকল যেমন মধুকুম্ভে, মকর সকল যেমন সাগরে অথবা লোক সকল যেমন প্রলয়কালে নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, রাক্ষসগণের শরাসনমুক্ত শর সকল তেমনি বজ্র, বায়ু ও মনের ন্যায় বেগভরে হরিতে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রাণায়াম যেমন বায়ুকে নিরুচ্ছ্বাস করে, তেমনি রথারূঢ় রাক্ষসেরা রথসমূহে, গজারূঢ়েরা গজ সকলে, অশ্বারূঢ়েরা অশ্বসমূহে,

পদাতিকেরা অম্বরে থাকিয়া এবং অন্যান্য পর্ব্বতসন্নিভ নিশা-
চরগণ শক্তি, ঋষ্টি, তোমর ও শরসমূহে নারায়ণের উচ্ছ্বাস
হরণ করিল। দুর্দ্ধর্ষ হরি, মীনসমূহে সাগরের ন্যায়, রাক্ষসগণ
কর্ত্তৃক তাড্যমান হইয়া, শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের
প্রতি শর সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল শর
নিশিত, বজ্রতুল্য ও মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট। তিনি সংপূর্ণ
আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐরূপ শত সহস্র শর বিসর্জ্জন পুরঃসর নিশাচর-
নিকরকে ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং বায়ু যেমন সমু-
ত্থিত মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত
করিয়া, মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য প্রধ্মাপিত করিলেন। ভগবান্ নারা-
য়ণ, আপনার যতদূর শক্তি সেই অনুসারে আধ্মান করিলে, ঐ
ভীমনির্হ্রাদ শঙ্খ ত্রিলোক অতিমাত্র ব্যথিত করিয়া, শব্দ করিয়া
উঠিল। মৃগরাজ যেরূপ অরণ্যমধ্যে মদস্রাবী মাতঙ্গদিগকে
ত্রাসিত করে, শঙ্খরাজের ঐ শব্দে রাক্ষসগণ তেমনি শঙ্কিত হইয়া
উঠিল। অশ্বগণ কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিল না, মাতঙ্গগণ
মদহীন হইল এবং বীরগণ শঙ্খশব্দে দুর্ব্বল হইয়া রথ হইতে স্খলিত
হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে শার্ঙ্গধনুর্ব্বিনির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্যানন সুপুঙ্খ
শর সকল রাক্ষসদিগকে বিদীর্ণ করিয়া, ভূমধ্যে প্রবেশ করিতে
লাগিল। রাক্ষসগণ নারায়ণের করবিচ্যুত শরসমূহে ভিদ্যমান
হইয়া, বজ্রবিপাটিত পর্ব্বতসমূহের ন্যায়, ভূমিতলে নিপতিত হইল।
অচল হইতে গৈরিকধারার ন্যায়, বিষ্ণুচক্রকৃত ব্রণপরম্পরা তাহা-
দের শরীর হইতে শোণিতরাশি ক্ষরণ করিতে লাগিল। পাঞ্চ-
জন্যশব্দ, শার্ঙ্গশব্দ এবং বিষ্ণুর শব্দ একত্র মিলিত হইয়া, রাক্ষস-
দিগের শব্দ সকল প্রচ্ছাদিত করিল। ভগবান্ হরি শরসমূহ
বিসর্জ্জন করিয়া, নিশাচরগণের কম্পিত কণ্ঠ, শর, ধ্বজ, ধনু, রথ,
পতাকা ও তূণীর সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। নারায়ণের
শক্তিবলে শার্ঙ্গ হইতে শরসমূহ, সূর্য্য হইতে রশ্মিজালের ন্যায়,
সাগর হইতে প্রবাহের ন্যায়, পর্ব্বত হইতে নাগেন্দ্রগণের ন্যায়,